পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 10 Wednesday, 10 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা ✱ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সক্রিয় নবান্ন, বিএলও-দের জন্য দেওয়া হল টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্য টাকা পাঠায়নি বলে বিএলও-দের পারিশ্রমিক দিতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। এরপর টাকা চেয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠায় কমিশন। অবশেষে নবান্ন থেকে পাঠানো হল সেই টাকা। জানা যাচ্ছে, নবান্ন বিএলও-দের জন্য মাত্র ৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে ৮১ হাজার বিএলও,তার সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও, ইআরও, এইআরও-দের ভাতাও আছে। এই টাকা ভাগ করলে মাথাপিছু মাত্র ৬০০০টাকা পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ্য, বিএলওদের পারিশ্রমিক প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

আর তা বেড়ে হয়েছে ১২ হাজার টাকা। বিশেষ ভাতা-সহ তাঁরা মোট ১৪ হাজার টাকা পাবেন। বিএলও সুপারভাইজারদের পাবেন ১৮ হাজার টাকা। প্রায় ৮১ হাজার বিএলও কাজ করছেন। অভিযোগ,কমিশন বরাদ্দ অনুমোদনের পরেও তাঁদের টাকা দেওয়া যায়নি। মূলত, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি থেকে সেই ফর্ম ফিলআপ আর তারপর তা পোর্টালে আপলোড, ইত্যাদি সমস্ত কিছুই করেন বিএলওরা। সেই কারণে তাঁদের একটি পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে কমিশন। আগের বার সেটি ছিল ৬ হাজার টাকা। আর এবার সেটি হয়েছে বারো হাজার টাকা। বিএলওদের দাবি, এবার স্বল্প সময়ে তাঁদের কাজ শেষ করতে হচ্ছে, এমনকী কাজের জন্য স্মার্ট ফোন কিনতে হচ্ছে। তাই এই টাকা বৃদ্ধির দাবি জানান তাঁরা। এরপরই কমিশনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএলওদের টাকা বারানো হবে।

১০০ দিনের কাজে নতুন শর্ত! কাগজ ছিঁড়ে মমতার তোপ

‘ভিক্ষে চাই না, এটা ভ্যালুলেস’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৯ ডিসেম্বরঃ কোচবিহারের জনসভা থেকে উন্নয়নের খতিয়ান হাতে আবারও কেন্দ্রকে কঠোর আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় উজালা প্রকল্প ফের সক্রিয় হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি সাফ বলেন, বিজেপি ভোটের সময় টাকা দেয়, নাটক করে। ১০০ দিনের কাজের অর্থ আটকে রাখার ইস্যুতে আরও ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল নেত্রী। অভিযোগ করে বলেন, ‘‘দেশে আমরা সেরা ছিলাম বলেই ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা- সব বন্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র ১০০ দিনের কাজেই ৫১ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা পাইনি। ভোটের মুখে আবার কিছু টাকা দিয়ে বলবে- এই তো দিলাম! পরে বলবে- কাজ হয়নি, তাই টাকা ফেরত নিলাম।’’ সভার মাঝেই কেন্দ্রের পাঠানো একটি চিঠি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের পরও ওরা টাকা আটকে রেখেছে। আবার প্রায় এক বছর পর পাঠানো চিঠিতে অসম্ভব সব শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, বলছে. ৬ ডিসেম্বর থেকে কোয়ার্টারলি লেবার বাজেট দেখাতে হবে- সময় কোথায়? ডিসেম্বর চলে গেল, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। একটি গ্রামসভায় নাকি ১০ জন কাজ পাবে! এক পরিবারেই তো ১০ জন থাকে! আবার বলছে ট্রেনিং দিতে হবে। কবে দেব? কবে কাজ করাবে? এরপরই নাটকীয় ভঙ্গিতে কাগজটি উঁচিয়ে ধরে বলেন, ‘‘এই অর্ডারের কোনও ভ্যালু নেই। এটা ভ্যালুলেস। বাংলার মানুষ ভিক্ষে চায় না। তোমাদের অর্ডারকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।’’ পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এটি কেন্দ্রের নির্দেশ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত নোট। আমি মনে করি, এটা বাংলার প্রতি অপমান।’’ শিক্ষক নিয়োগের মামলায় সিপিএম-বিজেপির অবস্থানকেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করেন, ‘‘রাম এবং বাম টিচারদের চাকরি খাওয়ার জন্য এবং ওবিসি কেড়ে নেওয়ার জন্য কোর্টে গিয়ে কেস করছে আর বাতিল করে দিচ্ছে। এতদিনে সব ক্লিয়ার হয়েছে।’’ তাঁর

সরকারের উন্নয়ন প্রসঙ্গে ফের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মমতার দাবি, ‘‘১৪ বছরে আমরা যে উন্নয়ন করেছি, সারা পৃথিবীতে এমন হয়নি। শেষে ২০২৬ সালের ভোটকে সামনে রেখে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলই ক্ষমতায় আসবে। বিজেপি, তোমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাও!’’ উল্লেখ্য সোমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্গিমদা’ সম্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুহূর্তেই তা ঘিরে তোলপাড় সংসদভবন। ওই প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের সভা থেকে সরাসরি মোদিকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, ‘‘যিনি ‘বন্দে মাতরম্’ লিখেছেন, তাঁকেই সম্মান দিতে জানেন না! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা। যেন মনে হচ্ছে শ্যামদা, হরিদা! আপনাদের তো নাকখত দেওয়া উচিত! তাতেও ক্ষমা হবে না।’’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা। যেন মনে হচ্ছে শ্যামদা, হরিদা! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি জাতীয় গান রচনা করেছিলেন, তাঁকে এইটুকু সম্মান দিলেন না! আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাকখত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে। তাতেও ক্ষমা হবে না। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাসকে অসম্মান করেছেন।’’ কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী এসআইআর এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তারপরের দিনই নির্বাচন কমিশন ইলেকশন ডিক্লেয়ার করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘এদের চালাকি হচ্ছে ফাইনাল লিস্ট তৈরির পরের দিনই ইলেকশন ডিক্লেয়ার করে দিতে পারে, যাতে কেউ কোর্টে যেতে না পারেন।’’ কেন একথা বলছেন, কোচবিহারের রাসমেলার মাঠের জনসভা থেকে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর এর নাম করে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম কাটার অভিযোগ উঠছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মারা যায়নি, তবু মৃত দেখানো হচ্ছে। হয়তো বিয়ে হয়ে অন্যত্র চলে গেছে, সেখানে তার নাম আছে কিনা দেখার আগেই পুরনো নাম কেটে ফেলা হচ্ছে।’’ এরপরই জনতাকে সতর্ক করে তিনি বলেন, ‘‘শুধু ড্রাফট লিস্টে নাম থাকলে হবে না, ফাইনাল লিস্টে নাম আছে কিনা দেখে নেবেন।’’ কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে কোর্টে ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে, তা জানিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আজকেও কোর্টে কেস আছে। কোর্টের ব্যাপারটা কোর্টের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু মানুষের যাতে দুর্ভোগ না হয় রাজনৈতিক লড়াইটা আমরা রাজনৈতিকভাবেই লড়াই করব।’’ যাতে কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না পড়ে তাই প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদলের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফেও ক্যাম্প চালু করার কথা আগেই জানিয়েছেন মমতা। এদিনের সভা থেকে মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘‘ন্যাহ্য কারও নাম কেটে বাদ দিলে জানান, দরকার হলে ডিএম অফিসেও চিঠি দিন, আমাদেরও দিন। প্রত্যেকটা কেস টেক আপ করব, আমরা এই রাজনীতি করি না, যে শীতে থাকি বর্ষায় থাকি না। সারা বছর তো বটেই, দুর্দিনেও আমাদের পাবেন। কোনও অসুবিধা হলে আমাদের ক্যাম্পে যোগাযোগ করবেন।’’ এজেন্সিকে বিজেপির ‘‘তোতাপাখি’ বলে সম্বোধন করে শীতলকুচির আনন্দ বর্মণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘‘শীতলকুচির কেসে আনন্দ বর্মণের মামলায় ওনার পরিবারের লোকেদের এখনও গ্রেফতার করে রেখেছে। কী অন্যায় দেখুন। যে গুলি চালাল, তার কিছু হল না। আর যার পরিবার মারা গেল, তাদের পরিবারকে জেল খাটতে হচ্ছে। আসলে এই যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, তোতাপাখির বুলি। একেবারে পাপেট। বিজেপি তো এজেন্সিগুলোকে পাপেটে পরিণত করেছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্বৈরাচারী সরকার। শকুনি মামার সরকার।’’ এখানেই না থেমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়ে মমতা এও বলেন, ‘‘পুলিশের দরকার নেই, তবু ১ কোটি পুলিশ পাঠাবে। তাঁদের থাকা, খাওয়া, ওয়াশরুম সব খরচ করবে রাজ্য আর কেন্দ্র গুলি চালাবে, ডান্ডা চালাবে! আর বর্ডারে গিয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার করবে।’’

ভুয়ো ভোটার ছেঁকে বের করুন, সিইও-কে নির্দেশ জ্ঞানেশ কুমারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ আর মাত্র দু’দিন পরেই এনুমারেশন ফর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোডের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরে ফেললেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শুধু বাংলার সিইও-ই নন, দেশের যে ১২টি রাজ্যে এসআইআর চলছে, সেই সমস্ত রাজ্যের সিইও-দের সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে কথা বলেন তিনি। কমিশন সূত্রে খবর, এই বৈঠকে প্রায় দেড় মাস ধরে এসআইআর পর্বে কী কী সমস্যা হয়েছে, কোথায় কোথায় সমস্যা হয়েছে তা বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। পাশাপাশি সিইও-দের থেকে কোথায় কত আন-কালেক্টেবল ফর্ম, মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ, সেটাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার, নির্বাচন কমিশনও নিজেদের তরফে এই সন্দেহজনক ভোটার শনাক্ত করার কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা হল, তাঁদের কাছে যে পরিসংখ্যান

আছে, তার তুলনায় বাংলার পরিসংখ্যান অনেক আলাদা। কমিশনের আশঙ্কা, এরাজ্যে সন্দেহভাজন ভোটারের সংখ্যা আরও তিনগুণ বেশি হতে পারে। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে সে ব্যাপারেও সিইও-দের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে, কোনও যোগ্য নাগরিক যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যাতে তালিকায় ঢুকতে না পারেন এবং দাবি-আপত্তি থেকে গণনা, নোটিস নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ- এই প্রতিটি ধাপে কঠোর পর্যবেক্ষণের জন্য দিল্লি থেকে আরও পাঁচ পর্যবেক্ষককে বাংলায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁরা বুধবার সকাল সকাল রাজ্যে চলে আসছেন। এখনও অবধি যা খবর, ওই পাঁচ পর্যবেক্ষক আসার পরপরই সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তার আগে সোমবার অর্থাৎ আজ রাত ৯টা নাগাদ সিইও এবং ডিইও-দের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। মনে করা হচ্ছে ওই পর্যবেক্ষকদের ব্রিফ বা সামগ্রিক তথ্য দেওয়ার জন্যই এই বৈঠকের তোড়জোড়। এখানে বলে রাখা দরকার, দিল্লির পাঠানো নতুন যে স্পেশ্যাল পাঁচ পর্যবেক্ষক, তাঁরা পাঁচ ডিভিশনে নজরদারি চালাবেন। আজ সিইও-র সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁরা বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ সিইও দফতরেই বৈঠক করবেন। যেখানে উপস্থিত থাবেন স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত-সহ অন্যান্য রোল অবজার্ভাররা। বস্তুত, মঙ্গলবার পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, এখনও অবধি রাজ্যে আন-কালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৭ লক্ষ এক হাজার ৫৪৮। যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় থাকছে না। এর মধ্যে- মৃত ভোটারের সংখ্যা ২৪ লক্ষ আট হাজার ৫৭৪, খুঁজে পাওয়া যায়নি ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৪৩, স্থানান্তরিত ভোটার ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৯৩, ডুপ্লিকেট ভোটার ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৩২, অন্যান্য ৫০ হাজার ৭০৬। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। সেই তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ এবং দাবি কমিশনে জানানো যাবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। সে সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা, বিতর্কের নিষ্পত্তি করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে (হিয়ারিং) ডাকা এবং আলোচনার সাপেক্ষে সন্দেহ দূর করার কাজ ইআরও-রা করবেন ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিকে যৌনকর্মীদের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি লিখেছিল তিন সংগঠন। আর্জি ছিল, যৌনকর্মীদের নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে বিশেষ নজর দিক কমিশন। রাজ্যে এসআইআরের কাজ শুরুর ১৭ দিনের মাথায় সেই মতো একটি স্পেশ্যাল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছিতে। সেখানেই কাজের তদারকিতে মঙ্গলবার সকাল সকাল হাজির হলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। যৌনকর্মীদের বরাভয় দিয়ে মনোজ জানান, ‘‘কোনও ভয় নেই। ওঁদের বাবা-মা না থাকলে আমাদের স্পেশ্যাল পাওয়ার আছে। ওটা দিয়েই নাম তুলব। স্পেশ্যাল অবজার্ভারের ৫ জন আগামিকাল আসছেন। শুধু যৌনকর্মী নয়, অরফান (অনাথ) হাউসেও স্পেশ্যাল ক্যাম্প হবে। ১১ তারিখের মধ্যে ফর্ম তুলে নেব। ১৬ তারিখ খসড়া হবে।’’ এই ক্যাম্প করা হয়েছে যাতে সবাই এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিতে পারে এবং নথি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার কথা জানাতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে এই ক্যাম্প থেকেই তা সমাধান করার ব্যবস্থা করা হবে। যৌনকর্মীদের সমস্যার কথা বলতে যে সংগঠনগুলি এগিয়ে এসেছিল তারা তিন দফা প্রস্তাব রাখে। প্রথমত, যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কমিশন যেন নির্দিষ্ট কিছু বিকল্প নথি বা পরিচয়পত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, সোনাগাছি এলাকায় বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে ভোটার তালিকা সংশোধন ও এনুমারেশন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া সহজ করা হোক। তৃতীয়ত, যৌনকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে বিদ্যমান ভোটার কার্ড যেন কোনও পরিস্থিতিতেই বাতিল না হয়, সে বিষয়ে কমিশন স্পষ্ট নির্দেশ দিক।

ভোটচুরি দেশবিরোধী কাজ, রাহুলের জবাবে ইন্দিরার প্রসঙ্গ টানল বিজেপি, লোকসভায় প্রবল বাগযুদ্ধ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বরঃ বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্কে অংশ নিয়ে মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকারকে ভোটচুরির বাণে বিঁধলেন। আর তা নিয়ে বিজেপি শিবির থেকে প্রবল হই-হট্টগোল করে বারবার বিরোধী দলনেতার ভাষণে বাধাদান করা হয়। রাহুল এদিন বলেন, ভোটচুরি হল দেশবিরোধী কাজ। রাহুল অভিযোগ তুলে বলেন, শাসকদল বিজেপি দেশের নির্বাচন কমিশনকে দখল করে নিয়েছে। কমিশনকে বিজেপি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিজের মতো করে নেওয়ার পুতুল বানিয়েছে। রাহুলের বক্তব্যের মধ্যেই বিজেপি নেতা নিশিকান্ত দুবে চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল ১৯৭৫ সালে। সংবিধানকে কলঙ্কিত করেছিল এই কংগ্রেস পার্টি। ইন্দিরা গান্ধি নিজে রায়বরেলিতে ভোটচুরি করে জিতেছিলেন। রাহুল এদিন লোকসভায় তিনটি প্রশ্ন তোলেন। কমিশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নির্বাচক প্যানেল থেকে কেন দেশের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দেওয়া হল? মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারের বাইরে রাখা হয়েছে কেন? সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে আইন পরিবর্তন করা হল? কেন প্রধানমন্ত্রী মোদির কার্যসূচি ও সফরসূচির সুবিধামতো নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়? তাঁর আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। তার অধিকার হরণ করা হয়েছে। যারা ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। ভোটে প্রভাব খাটাতে কমিশন ক্ষমতাবানদের কাছে মাথা হেঁট করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সভায় আমায় কথা বলতেই দেওয়া হয় না। রাহুলের কথা মধ্যেই নিশিকান্ত দুবে বলেন, ইন্দিরা গান্ধি রায়বরেলিতে ভোটচুরি করে জিতেছিলেন। তিনি তিনজন বিচারপতিকে বঞ্চিত করে অন্য একজনকে প্রধান বিচারপতি করেছিলেন। ওরা আবার আজ সাংবিধানিক মর্যাদার কথা তুলছে।

অসুস্থ সহকর্মীকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে এসে সিইও দফতরে তুমুল বিক্ষোভ বিএলও-দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ ফের সিইও দফতরের সামনে আছড়ে পড়ল বিএলও-দের বিক্ষোভ। এবার একেবারে ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত বিএলও-কে নিয়ে ছুটে এল পরিবারের সদস্যরা। এই অবস্থায় কীভাবে চলবে সংসার, প্রশ্ন তুললেন পরিবারের সদস্যরা। সিইও অফিসের সামনা ধরনাতেও বসল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাম্বুলেন্স। সেখানেই রইলেন নামখানার বাসিন্দা অসুস্থ ওই বিএলও দেবাশিস দাস। গত ১০ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। এদিনই ছাড়া পান। পরিবারের সদস্যদেক অভিযোগ, কাজের চাপেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একই কথা সহকর্মীদেরও। কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অসুস্থ দেবাশিস দাসের ছেলে সৌরভ দাস। তিনি বলছেন, শুরু থেকেই ওনারা কোনও খবর নেননি। বাবার শারীরিক অবস্থা কেমন, কতটা সঙ্কটজনক কিছুই জানতে চাননি। আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। বিএলও-দের জন্য যে ইনস্যুরেন্স রয়েছে তার কথা বলেছি। আমরা ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়েছি। আন্দোলন মঞ্চ থেকেই আর এক বিএলও বললেন, ‘‘দেবাশিসবাবু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন এটাই চাই। আর সঙ্গে আমাদের এই এত কাজের চাপ, এত মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। এটাই চাই। কমিশন আমাদের কথা ভাবছে মুখে বললেও, নানা নির্দেশ দিলেও আমাদের চাপ কিছুতেই কমছে না।’’ রাজ্যে এসআইআর পর্ব শুরু হতেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লাগাতার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিএলও-রা।

নন্দীগ্রাম-ভবানীপুরে জোরদার প্রার্থী দেব, এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বরঃ মসজিদ বিতর্কে দল থেকে সাসপেন্ড হয়েও নিজের হাবভাব বদলাননি হুমায়ুন কবীর। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর নির্ধারিত দিনেই মুর্শিদাবাদের মসজিদের শিলান্যাস করেছিলেন তিনি। সেদিন রেকর্ড ভিড়ের সাক্ষী থেকেছিল রাজ্য। এই আবহেই হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, নিজের দল বানিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ১৩৫ আসনে লড়বেন। এবার সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পণ করলেন ভরতপুরের বিধায়ক। দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর হুমায়ুনের স্পষ্ট বার্তা ছিল - তাঁর বিরোধী শুধু তৃণমূল হবে না। বিজেপির বিরুদ্ধেও লড়াই করবেন তিনি। সেই প্রেক্ষিতেই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা নন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও কার্যত ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। জানিয়েছেন, ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম দুই জায়গাতেই তিনি জোরদার প্রার্থী দেবেন এবং এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না! সাসপেন্ডড তৃণমূল নেতার বক্তব্য, নিজের দল বানান বা যাই করুন, এই দুই দলকে হারাতেই তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। ২০২৬ বিধানসভা ভোটে সেই লড়াই দেখবেন সাধারণ মানুষ। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলার রাজনীতির বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে তাঁর দল- এই দাবি নিজেই করে ফেলেছেন হুমায়ুন। তাঁর আরও সংযোজন, তৃণমূল বা বিজেপি- কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সরকার গড়তে হলে তাঁদের প্রয়োজন হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলে রাখা ভাল, আসাউদ্দিন ওয়েইসির দল মিম-এর সঙ্গে তাঁর জোটের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত, তাও এই সময়েই তাঁর মমতা-শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের ঘোষণা গোটা ইস্যুকে আরও উত্তেজক করে তুলেছে। প্রসঙ্গত, হুমায়ুন আগেই বলেছিলেন, ২২ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ঘোষণা করবেন। যদিও এখন সেই খবরের চেয়ে বড় কৌতূহল তৈরি করেছে তাঁর মসজিদ নির্মাণের জন্য টাকার উৎসের বিষয়টি। মসজিদের অনুদানের জন্য ১১টি বাক্স বসিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। অল্প সময়ের মধ্যেই সবকটি ভরে গেছে। এছাড়া অনলাইনেও দূর-দুরান্ত থেকে অনুদানের টাকা আসছে। দান বাক্সে ৫০০ টাকার নোট থেকে শুরু করে খুচরো, সবই পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই দান করেছেন সোনা, যার বাজারমূল্য লাখে পৌঁছেছে। এখনও কয়েকটি বাক্স পড়ে আছে, সেগুলিও গোনার কাজ চলছে। ক’দিন আগেই আবার প্রাণনাশের হুমকি আসছে বলে দাবি করেছিলেন হুমায়ুন। তবে তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল, মেরে ফেললেও তিনি মুর্শিদাবাদে মসজিদ তৈরি করে ছাড়বেন। যদিও নিজের নিরাপত্তার জন্য আট আটজন নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। মঙ্গলবারই হায়দরাবাদ থেকে এসেছেন বাউন্সাররা। আসলে মসজিদ নির্মাণের ইস্যুতে অনেক আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন হুমায়ুন। সেই কারণেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, বিজেপির হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন হুমায়ুন। বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন। ৩ বার তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টায়নি। তাই দল থেকে এবার তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা গেল, বিজেপির বিরুদ্ধেও সমান সুর চড়াচ্ছেন ভরতপুরের বিধায়ক। যদিও মসজিদের শিলান্যাসের দিনই তাঁর সাফ বক্তব্য ছিল- কলকাতা হাইকোর্ট সাফ জানিয়েছে মসজিদ নির্মাণ অসাংবিধানিক নয়, তাই এই মসজিদের ইট তিনি কাউকে খুলতে দেবেন না। এখন মসজিদ নির্মাণ বিতর্ক থেকে ফের একবার রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ বাড়ালেন হুমায়ুন।

সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সোনিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, কংগ্রেস-সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাও মঙ্গলবার সোনিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে সোনিয়ার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করেছেন সবাই।

ব্রজেন দাসের জন্মদিন

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ঃ বাঙালি সাঁতারু ব্রজেন দাস।তিনিই প্রথম দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি, যিনি সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানের বিক্রমপুর এলাকার কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন ব্রজেন দাস।১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩ টি দেশ অংশ নেয়। সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রজেন দাস। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে পরদিন বিকেলবেলায় প্রথম বাঙালি সাঁতারু হিসেবে ইংল্যান্ডএর তীরে এসে পৌঁছান ব্রজেন দাস।ব্রজেন দাস সর্বমোট ছ'বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেনঃ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১ সালে। ১৯৬১ সালে ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েন।জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রজেন দাস ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০, ২০০, ৪০০, ও ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল অবধি পর পর ৪ বছর চ্যাম্পিয়ন হন। এছাড়া তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারের শিরোপা জেতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি অলিম্পিক গেমসে পাকিস্তান সাঁতার দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।ব্রজেন দাস ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পান। ১৯৯৮ সালের ১ জুন মৃত্যু হয় তাঁর। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে পুরস্কার পান মরণোত্তর। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে প্রাইড অফ পাকিস্তান সম্মানে ভূষিত করে।

সৈয়দ মুশতাক আলী টি-২০ ট্রফি সুপার লিগ পর্বে যোগ্যতা অর্জনকারী দলের সম্পূর্ণ তালিকা

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর ঃ সোমবার সৈয়দ মুশতাক আলী টি-২০ ট্রফি ২০২৫-২৬ এর গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে এবং পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার জন্য আটটি দল নিশ্চিত হয়েছে।এই বছর, টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাটে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডের পরিবর্তে, আটটি দল সুপার লিগ পর্বে খেলবে। এখান থেকে দুটি দল ফাইনালে শিরোপার জন্য খেলবে।গ্রুপ এ থেকে মুম্বই এবং অন্ধ্র গেছে, গ্রুপ বি থেকে হায়দ্রাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। গ্রুপ সি থেকে হরিয়ানা এবং পঞ্জাব, এবং গ্রুপ ডি থেকে ঝাড়খণ্ড এবং রাজস্থান দল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দূরদর্শনের ‘ সুপ্রভাতম’-এর ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রী মোদীর, ভারতীয় মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিকতার মিশেলে সাজানো দূরদর্শনের জনপ্রিয় সকালের অনুষ্ঠান ‘ সুপ্রভাতম’এর- প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোগাভ্যাস থেকে শুরু করে নিত্যদিনের মানবিক মূল্যবোধ-এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা সাধারণ দর্শকদের মনন ও মানসিকতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। সকালে নতুন উদ্যম, শক্তি আর ইতিবাচকতা নিয়ে দিন শুরু করার জন্য ‘ এক অনন্য মাধ্যম-এমনটাই তাঁর অভিমত। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে যে ভাবে ভারতীয় দর্শন, চর্চা এবং সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা হয়, তা আজকের দ্রুতগতির জীবনে মানুষকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যোগাভ্যাস, প্রাত্যহিক শাস্ত্রচিন্তা, মননশীলতার মতো বিষয়গুলি দর্শকদের জীবনযাত্রায় গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম বলে তিনি মনে করেন। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস, সূর্যের আলো আর মনকে প্রশান্ত করা আয়োজন-‘ এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের দিনের শুরুতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ ‘ সুভাষিতম’-এরও আলাদা করে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই অংশটি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয় অত্যন্ত সহজ ও মনোগ্রাহী ভাবে। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ, নীতি, নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজজীবনের নানা দিক নিয়ে যে বার্তা দেওয়া হয়, তা আজকের প্রজন্মকে সুস্থ চিন্তাধারার পথে এগোতে সাহায্য করবে। দেশের সমৃদ্ধ ভাষাগত ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করতেও এই অংশটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স পোস্টের মাধ্যমে জানান, এই অনুষ্ঠান শুধু মন ভালো করার মতো নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনে নতুন দিশা ও প্রেরণা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তথ্য, চিন্তাচর্চা এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে ‘ দেশের মানুষের কাছে এক নতুন ভোরের বার্তা পৌঁছে দেয় বলে মনে করেন তিনি। এতে উঠে আসা মূল্যবোধ, শাস্ত্রবাণী এবং বাস্তবজীবনের উপযোগী উপদেশ মানুষকে প্রতিদিন একটু বেশি সচেতন করে তোলে- এই বিশ্বাসও ব্যক্ত করেছেন তিনি।ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশংসা দূরদর্শনের জন্য যেমন উৎসাহের, তেমনই দর্শকদের কাছে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সরকারি সূত্রের দাবি, অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, এই ধরনের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।যোগাগুরু, সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গবেষকরাও মনে করছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই দূরদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আসছে। ‘ তারই আধুনিক রূপ, যেখানে সমকালীন অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রাচীন জ্ঞানের সঞ্চয়।প্রতিদিনের ব্যস্ত সময়ের মধ্যে কিছুটা শান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনদর্শন নিয়ে দিন শুরু করার সুযোগ করে দেওয়ায় ‘ জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাম্প্রতিক প্রশংসা নিঃসন্দেহে এ অনুষ্ঠানের প্রচারকে আরও বিস্তৃত করবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এমন অনুষ্ঠানগুলির কোনও বিকল্প নেই।প্রধানমন্ত্রীর এই মতামত শুধু সরকারের অবস্থানই তুলে ধরে না, বরং একটি দিক নির্দেশনা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেদের শিকাকে শক্ত করে ধরে রাখা, মনের শান্তি রক্ষা করা এবং ইতিবাচক চিন্তাধারায় বিশ্বাস স্থাপন করা-এই তিনটিই আজকের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর ‘ ঠিক এই তিনটিকেই মানুষের সামনে সহজ ভাষায় তুলে ধরে।সকালের প্রথম আলোয় যখন দেশজুড়ে হাজার হাজার মানুষ টেলিভিশনের সামনে বসে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন, তখন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী সুতোতে তাঁরা যুক্ত হয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্তব্য সেই সূত্রেই নতুন মাত্রা যোগ করল। তাঁর আশাবাদ-এই অনুষ্ঠান আরও মানুষের জীবনে আলো জ্বালবে, আরও বেশি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, এবং ভারতীয় মূল্যবোধকে নিয়ে যাবে আরও দূরে।

মেক্সিকোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৯ ডিসেম্বর ঃ মেক্সিকোর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অতিরিক্ত ৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জলবণ্টন চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে আমেরিকা। আর তাই অতিরিক্ত ৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ভাবছেন ট্রাম্প।ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, আমেরিকা চাইছে ৩১ ডিসেম্বরের আগে মেক্সিকো ২০০,০০০ একর-ফুট জল ছেড়ে দিক এবং বাকিটা শীঘ্রই আসুক। এখনও পর্যন্ত, মেক্সিকো কোনও সাড়া দিচ্ছে না এবং এটি আমাদের মার্কিন কৃষকদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায্য, যারা এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জলের দাবিদার।

ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে মহিলা মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

খড়িবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর ঃ ঘরের শৌচাগারের ট্যাঙ্কের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মাদক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ির ইন্দো নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।পানিট্যাঙ্কির গন্ডোগোলজোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই মহিলার বাড়ির শৌচাগারের ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম সাদিকা খাতুন। মহিলাকে এনডিপিএস মামলায় গ্রেফতার করা

ধুরন্ধর ঃ চতুর্থ দিনে ছবির আয় ২৩ কোটি

মুম্বই , ৯ ডিসেম্বর ঃসম্প্রতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিংয়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ধুরন্ধর । ৫ ডিসেম্বর মুক্তির পরই এই ছবি রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে বক্স অফিসে। ছবিটি পরিচালনা করছেন আদিত্য ধর ।মঙ্গলবার বক্স অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার অর্থাৎ মুক্তির চতুর্থ দিনে ছবির আয় ২৩ কোটি টাকা । এর আগে প্রথম দিনে ছবির আয় ২৮ কোটি, দ্বিতীয় দিনের আয় ৩২ কোটি এবং তৃতীয় দিনের আয় ৪৩ কোটি টাকা । অর্থাৎ চারদিনে ছবির মোট আয় ১২৬ কোটি টাকা।উল্লেখ্য , এর আগে রাম-লীলা ছবির মাধ্যমে অভিনয় জীবনে নজির গড়েছিলেন রণবীর। এই ছবিতেও তাঁর অভিনয় মন কেড়েছে দর্শকদের। ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, অক্ষয় খান্না, কবির বেদী এবং সারা অর্জুন- র মতো কলাকুশলীরা ।

ইন্দোনেশিয়ায় বহুতলে আগুন, মৃত ১৭

জাকার্তা, ৯ ডিসেম্বর ঃ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় একটি সাততলা ভবনে আগুন লাগে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে । আগুন লাগার খবর পাওয়ামাত্র উদ্ধারকাজে নামে দমকল বাহিনী। ইতিমধ্যে আগুন নেভানো গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তবে এখনও অনেকে আটকে রয়েছে বলেই অনুমান। বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা।পুলিশ জানিয়েছে, জাকার্তায় একটি সাত তলা অফিস ভবনের প্রথম তলায় একটি ব্যাটারি বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং আগুন উপরের তলায় ছড়িয়ে পড়ে।দমকল কর্মীরা বহুতলের ভিতরে আটকা পড়া লোকদের খুঁজে বের করার জন্য এখনও তল্লাশি চালাচ্ছেন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য

জাপানে সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার, ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষত মুছে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জীবন

টোকিও, ৯ ডিসেম্বর ঃ ভয়াবহ কম্পনের আতঙ্ক কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জাপান। সোমবারের ৭.৬ রিখটার স্কেলের তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল উত্তর-পূর্ব জাপানের বিশাল উপকূল এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে জনজীবন ছিটকে গিয়েছিল স্বাভাবিকতা থেকে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ছুটতে শুরু করেছিল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কায় কয়েকটি উপকূলবর্তী অঞ্চলে রাতারাতি জারি হয়েছিল সুনামি সতর্কতা। তবে মঙ্গলবার সকালেই সেই সতর্কতা প্রত্যাহার করেছে জাপান প্রশাসন। তবুও দেশবাসীকে সাবধানতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ভূমিকম্পের অভিঘাত কতটা প্রবল ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির ছবি দেখলে। হঠাৎ করেই জমির তলা থেকে প্রচণ্ড কম্পনে কেঁপে ওঠে হোক্কাইডো, আওমোরি, ইওয়াতে-সহ একাধিক অঞ্চল। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানায়, কম্পনের পর সমুদ্রের ঢেউ ১০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পারে। এই আশঙ্কায় মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে উপকূলবর্তী অঞ্চলে সতর্কতা ঘোষণা করে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় নেমে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেন। সমুদ্রের অস্বাভাবিক আচরণ আর বাড়তে থাকা আতঙ্কে রাতের নিস্তব্ধতা আরও ভারী হয়ে ওঠে।পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়। অতীতের ফুকুশিমা বিপর্যয় এখনও অনেক জাপানির মনে গভীর ক্ষত হিসেবে আছে। তাই কম্পনের পর থেকেই পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়। বিশেষজ্ঞরা সারা রাত ধরে পরীক্ষা করেন কোনও যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না। পরবর্তীতে কেন্দ্রগুলির তরফে জানানো হয়, কোনও ক্ষতি হয়নি এবং সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। এই খবরেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় দেশবাসী।সোমবার রাত থেকে নতুন করে তেমন কোনও কম্পন হয়নি। সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চির বেশি দেখা যায়নি। এই তথ্যও স্বস্তি দিয়েছে উপকূলের মানুষদের। তবুও যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তা এত সহজে কাটছে না। অনেকে এখনও বা।রি বাইরে রাত কাটাচ্ছেন। জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে বহু মানুষ রাত কাটিয়েছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখেও ভয় আর উকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। আতঙ্কের মধ্যেও প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ অনেককেই সুরক্ষিত রাখতে সফল হয়েছে।ভূমিকম্পে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচি। আহতদের বেশির ভাগকেই স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর আঘাত লাগলেও আশঙ্কাজনক কেউ নেই। কম্পনের পরপরই বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাগুলি আঁধারে ডুবে গিয়েছিল। তবে জরুরি মেরামতির কাজের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশিরভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরে আসে। আলো ফিরতেই মানুষের মধ্যে স্বস্তির স্রোত বয়ে যায়।রেল পরিষেবা এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। উত্তর জাপানের একাধিক এলাকায় রেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। অনেক ট্রেনই সময়ের উল্লেখযোগ্য দেরিতে চলছে। অফিসগামী মানুষ, ছাত্রছাত্রী এবং পর্যটকদের যাতায়াতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। ভোর থেকেই স্টেশনগুলির সামনে লম্বা লাইন প।ছে টিকিট কাউন্টারের সামনে এবং বিকল্প যানবাহনের জন্য।এই পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসন দিনরাত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রেল লাইনের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে রেল দফতর। একই ভাবে রাস্তা ও সেতুর অবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কিছু এলাকায় ফাটল দেখা দেওয়ায় সেগুলি ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।স্থানীয় মানুষের মনেও প্রশ্ন উঠছে পরবর্তী ঝুঁকির সম্ভাবনা নিয়ে। আবহাওয়া সংস্থা যদিও জানিয়েছে, তেমন কোনও বিপদের আশঙ্কা আপাতত নেই। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে বলেই মঙ্গলবার সকালেই সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবুও সতর্কতার খামতি না রাখতে সবদিকেই নজর রাখছে জাপান প্রশাসন। ভোর থেকেই উপকূলবর্তী এলাকার আকাশে দেখা গিয়েছে হেলিকপ্টার টহল। জরুরি কেন্দ্রগুলিতে রাখা হয়েছে চিকিৎসা সামগ্রী, পানীয় জল এবং খাদ্যদ্রব্য।দীর্ঘ রাতের আতঙ্ক কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে জাপানবাসীকে নতুন আশার আলো দেখেছে। স্কুলে কয়েকটি জায়গায় ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও সীমিত আকারে স্কুল খোলা হয়েছে। অফিসপাড়া ধীরে ধীরে জনসমাগমে ভরে উঠছে। দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। প্রতিটি মানুষের চেহারায় স্পষ্ট স্বস্তির আভাস। ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানোর যে ক্ষমতা জাপানের মানুষের আছে, তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো এই দুর্যোগ।জাপানবাসীর মনে একটাই আশা-এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন আর ফিরে না আসে। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে দুর্যোগ কোনও নতুন ঘটনা নয় জাপানে। তবুও প্রত্যেকবার আতঙ্কের চোরাস্রোত বয়ে যায় মানুষের মন দিয়ে। প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা এবং উন্নত প্রযুক্তি অনেক ব। বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও প্রকৃতির আগ্রাসন যে কোনও সময় ভয়াল রূপ নিতে পারে-সে কথা সবারই জানা।সোমবারের ভয়াবহ কম্পনের পর এখন ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। আকাশে রোদ উঠেছে, রাস্তায় ফিরেছে মানুষের ভি।, বাজারে আবারও ব্যস্ততার ছবি। সমুদ্রের ঢেউও যেন শান্ত হয়ে ফিরেছে নিজের ছন্দে। এই পরিস্থিতিতে জাপানবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় স্বস্তি-সুনামির ভয় আপাতত কেটে গিয়েছে। তবে সতর্কতা যে এখনও অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রশাসন।অতীতের প্রতিটি দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা।িয়ে জাপান আজ যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সোমবারের ভূমিকম্পও সেই শক্তির ব। পরীক্ষা ছিল। রাতারাতি অবিশ্বাস্য দক্ষতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মধ্যে দেশের প্রশাসন, বিজ্ঞানী, উদ্ধারকারী দল এবং সাধারণ মানুষের একাত্মতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।সম্ভবত এই কারণেই ভয়াবহ এক রাতের শেষে নতুন দিনের আলো দেখেই জাপান আবার জানিয়ে দিল-দুর্যোগ যতই শক্তিশালী হোক, মানুষের মনোবল তার থেকেও শক্তিশালী।

জনসভায় এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

কোচবিহার, ৯ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় অংশ নেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভা থেকে এদিন বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন মমতা। এদিন তিনি বলেন, ‘ এসআইআর, পিছনে এনআরসি। এত খিদে, দুমাসের মধ্যে এত মানুষের নাম বাদ দিতে হবে?’ সভামঞ্চে মমতার মুখে শোনা যায় সোনালি বিবির প্রসঙ্গও। এদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সোনালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল। তৃণমূল সরকার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে বলে এদিন দাবি করেন মমতা। কোচবিহারের সভা থেকে বীরভূমের অন্তসত্ত্বা সোনালি বিবির কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘ভারতীয় নাগরিক। সব কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বিএসএফ নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল। তার পরে শুরু হল অত্যাচার। এমনকি খেতে পাইনি। আমরা তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।''এরাজ্যে কোনও এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না বলেও স্পষ্ট জানান তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতার হুঙ্কার, ‘যতই চক্রান্ত করো বাংলায় এনআরসি হবে না। আমরা এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না। বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখব।''

২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে নির্মূল হবে নকশালবাদঃনিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ নকশাল-মুক্ত ভারত গঠনই কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য, জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তিনি বলেন, ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে নির্মূল হবে নকশালবাদ।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই মঙ্গলবার সংসদে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যকর নির্দেশনায়, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূল করা হবে। এর কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না। পূর্ববর্তী সরকারগুলি এটিকে একটি রাজ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছিল, যে কারণে এর বিরুদ্ধে কোনও শক্তিশালী জাতীয় নীতি বা সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকার নকশালবাদ নির্মূল করার জন্য একটি ব্যাপক এবং কার্যকর কৌশল গ্রহণ করেছে। কেন্দ্র, রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে, এই অভিযান সফল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদীকে অভিনন্দন, একাধিক পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক বসলো মঙ্গলবার। এনডিএ সংসদীয় দলের এই বৈঠকে একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানান এনডিএ সাংসদরা।এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জয়ের জন্য সকল এনডিএ নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমস্ত এনডিএ সাংসদকে তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জনসাধারণের জীবনযাপন সহজ করতে এবং তাঁদের যাতে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সকল ক্ষেত্রে সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সাংসদদের যুব সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আহ্বানও জানান। এই নির্দেশনার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এনডিএ সংসদীয় দলের এটি একটি খুব ভালো বৈঠক ছিল।

ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাট অব্যাহত, যাত্রীদের ভোগান্তিও চলছে

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ দেশের অন্যতম বৃহৎ বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাট মঙ্গলবারও অব্যাহত। ইন্ডিগোর উড়ান বাতিলের জেরে এদিন সকালেও দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। একই অবস্থা ছিল বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং কলকাতা-সহ দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরগুলিতেও।আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরেও যাত্রীদের ভোগান্তির ছবি ধরা পড়েছে। এক যাত্রী বলেন, শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা করতে হচ্ছে। হেল্পলাইনে চেষ্টা করছি, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। এমতাবস্থায় যাত্রীদের পাশে রয়েছে ভারতীয় রেল। ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাটের মধ্যে, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে ভারতীয় রেল। রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা।

একিউআই ৩০০-উর্ধ্বেই, বায়ুদূষণে নাজেহাল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির বাতাস মঙ্গলেও খারাপ পর্যায়ে থাকল। এদিন সকালেও ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। দিল্লির বিভিন্ন স্থানে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ‘ খুব খারাপ’ পর্যায়ে। ধোঁয়াশায় মোড়া ছিল ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ। অক্ষরধাম, আইটিও সর্বত্রই ছিল বায়ুদূষণ।ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ২৬৫, আইটিও এলাকায় ২৯৪। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১৯ এবং অক্ষরধাম মন্দির এলাকাতে বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩১৯। দূষণ কমাতে নানা বিধ পদক্ষেপ করছে দিল্লি সরকার। রাস্তায় জল ছিটানো হচ্ছে। তবুও পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছেই না। এদিন দিল্লির গাজীপুরে একিউআই ছিল ৩১৯।

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে প্রতিটি খেলার অর্ধেকের মধ্যে ৩ মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে

জুরিখ, ৯ ডিসেম্বর ঃফিফা সোমবার জানিয়েছে যে আগামী বছর বিশ্বকাপের প্রতিটি খেলার প্রতিটি অর্ধে তিন মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কেবল গরম আবহাওয়ায় খেলা নয়।রেফারি প্রতিটি অর্ধের ২২ মিনিট পর খেলা বন্ধ করে দেবেন যাতে খেলোয়াড়রা পানীয় পান করতে পারেন, তাপমাত্রা যাই হোক না কেন।এই পরিবর্তন সম্প্রচারকদের কাছেও একটি হিট হতে পারে, কারণ এটি খেলার সময়সূচিকে আরও অনুমানযোগ্য করে তোলে। ফিফা জানিয়েছে যে এটি প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল যখন ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য গভর্নিং বডির প্রধান টুর্নামেন্ট অফিসার, মানোলো জুবিরিয়া, সম্প্রচারকদের সঙ্গে একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন।ফিফা জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপটি পূর্ববর্তী সময়ে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করার ৩০ মিনিট পরে বিরতি নেওয়ার একটি সুবিন্যস্ত এবং সরলীকৃত সংস্করণ, যা একবার ওয়েট বাল্ব গ্লোবাল তাপমাত্রা ব্যবস্থায় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৮৯.৬ ফারেনহাইট) এ সেট করা হয়েছিল।এই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ক্লাব বিশ্বকাপের কিছু খেলায় তাপ এবং আর্দ্রতার কারণে খেলোয়াড়দের উপর প্রভাব পড়ার পর এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।সেই টুর্নামেন্টে, ফিফা শীতলকরণ বা জল বিরতির জন্য থ্রেশহোল্ড কমিয়ে এবং মাঠের প্রান্তে আরও জল এবং তোয়ালে রেখে প্রতিক্রিয়া জানায়।বড় বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট গুলিতে তাপ দীর্ঘদিন ধরেই একটি সমস্যা। ২০১৪ বিশ্বকাপের আগে উদ্বেগের মধ্যে, ব্রাজিলের একটি আদালত ফিফাকে তাদের সুপারিশকৃত বিরতি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে, অন্যথায় জরিমানা ভোগ করতে হবে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি বিশেষ দিন নয়। আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার মন অস্থির থাকবে, যার ফলে যে কোনও কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। কাজের সুযোগ
বৃষঃ আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। বিদেশ যাত্রা সুযোগ আছে।
মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য জন্য খুব ভাল দিন। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে। আপনার চিন্তাভাবনা এবং আবেগ ভারসাম্যপূর্ণ হবে, যা আপনার চারপাশে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি আপনার সম্পর্কে গভীরতা অনুভব করবেন।।
কর্কট রাশি ঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়।।
সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য জন্য একটি বিশেষ উজ্জ্বল এবং চমকার দিন। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস সব কিছুকে সম্ভব করে তুলবে। আপনি অন্যদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনে সফল হবেন এবং আপনার সম্পর্ক আরও গভীর হবে। কাজের সুযোগ
কন্যাঃজীবনকে উপভোগ করার চাহিদা আপনার কতটা দেখে নিন। যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন- যা আপনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে শেখাবে যাতে আপনার মেজাজের উন্নতি হয়। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অনন্য এবং সুন্দর দিন হবে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য সময় কাটাবেন।।
বৃশ্চিকঃ আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে পারে- কিন্তু আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হবে। ঘরোয়া ব্যাপার এবং গৃহস্থালীর মুলতুবি থাকা কাজগুলি শেষ করার জন্য আজ একটি অনুকূল দিন। শুভদিন
ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন সামগ্রিক পরিস্থিতি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। যদিও প্রেম এবং সম্পর্কের জন্য এটি অস্বাভাবিক সময় নয়, তবুও কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। আপনার চারপাশের শক্তি আপনার সম্পর্কের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
মকরঃ আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে।।কাজের সুযোগ
কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। আপনার সৃজনশীলতা এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা তার শীর্ষে থাকবে, যা আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি দুর্দান্তভাবে ভাগ করে নিতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ
মীনঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। অর্থ উন্নতি।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমলো। কুয়াশার কারণে অনেকটা কমে আসতে পারে দৃশ্যমানতাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্র আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে রাতের তাপমাত্রায় পতন ঘটতে পারে। আগের দিনের তুলনায় শনিবার একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম। আগামী কয়েকদিন কলকাতার আকাশ মূলত পরিস্কার থাকবে। সকালের দিকে বেশ কিছু অংশে কুয়াশার প্রভাব দেখা যাবে। তবে বেলা বাড়তেই তা উধাও হয়ে যাবে। কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্যেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে রাতের তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

দৃষ্টিহীন যুধাজিৎ দাবা খেলায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন দিল্লিতে

মলয় সুরঃ প্রচন্ড মনের জোর ও ইচ্ছাশক্তি চেয়ে বড় শক্তি হয় না। যারা সহজে হার স্বীকার করেন না তাদেরই একজন হলেন যুধাজিৎ দে। যুধাজি জন্মান্ধ। কিন্তু যে সমস্ত দাবা শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে দেখতে পান তাদের যুধাজি বাবু খেলার কৌশল শিখিয়ে কিস্তিমাত করে দেন। তিনি উত্তরপাড়া শখের বাজার এলাকার বাসিন্দা। তার এই বিরল ঈশ্বরীয় ক্ষমতা কে এবার সম্মান জানালো খোদ দিল্লি। বুধবার (৩রা নভেম্বর) দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার সহ শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার এক লাখ টাকা পেলেন। ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রতিবন্ধীদের দাবায় ৪ রাউন্ড জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় যুধাজিৎ। ঐদিন তৎকালীন বাম দলের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মাঠে উপস্থিত ছিলেন। সে অনলাইনে দেশজুড়ে দাবা শিক্ষার্থীদের খেলা শেখান। তাদের শুভেচ্ছা বার্তায় সে গর্বিত বোধ করছেন। শনিবার তাদের শনিবার দিল্লি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসের হাওড়া পৌঁছলে উত্তরপাড়া পৌরসভার সদস্যবৃন্দরা তাকে সম্মানিত করেন। ২০০৮ সালে প্রথম দাবা টুর্নামেন্টে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৭ বছর ধরে দাবা খেলার মধ্যে রয়েছেন। তার জমজ ভাই দীপ্তজিৎ ও দাবা খেলেন ও কোচিং দেন। বাবা অরূপ দে একজন সফল ব্যবসায়ী। মা রুমা দেবী তাদের প্রতিটি টুর্নামেন্টে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গী এবং প্রেরণা ও উসাহ যোগান। সে ২০ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইচ্ছা থাকলে সত্যিই অনেক কিছু করা যায়। সেই বিশ্বাস নিয়েই জীবন চলছে। পৃথিবীটা কি রকম দেখতে জীবনে কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু তার দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন ছিল। তবে এই ধরনের ব্যক্তিদের ষষ্ঠ ইন্দিয় প্রচন্ড কাজ করে। ২০১১ তে বাংলার গভর্নর এম কে নারায়ন এর কাছ থেকে সেরা ক্রিয়েটিভ পুরস্কার পায়। ওই বছরই জামশেদপুরে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পাওয়া মদন বাগিয়ে কে হারিয়ে যুধাজিতের মনোবল তুঙ্গে উঠেছিল। সে সেতার বাজাতে দক্ষ। পাঁচবারের গোল্ড মেডেলিস্ট। তার আদর্শ বিশ্বনাথ আনন্দ। বর্তমানে বালি চেস একাডেমিতে খেলা শেখাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে ক্লাবের সেক্রেটারি তন্ময় চক্রবর্তী জানালেন, এখানে এলাকার ছেলেমেয়েদের খুব কম সময়ে তিনি তাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয় ক্রিকেটের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। সে মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকারের ভক্ত। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বইটিতে তার নাম আছে। ভবিষ্যতে তার পাথেয় উজ্জ্বল হোক এই কামনা করি।

উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, উলুবেড়িয়া, ৯ ডিসেম্ভর মঙ্গলবার ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান চালু হয়ে গেলো হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা এলাকায়।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই উত্তরকন্যা থেকে সারা রাজ্যে মোট ১১০টি ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুল্যান্স ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও দুর্গম এলাকায় সাধারণ মানুষ যাতে এই সুবিধা পায় এবং বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ৩৫ ধরনের চিকিসা পরিষেবা থাকবে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা (এম এম ইউ) যানে। থাকবেন চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ানরাও। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার জন্য দেওয়া হচ্ছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা যান । এদিন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি বলেন, এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র একদম প্রান্তিক অঞ্চল বা গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেবে। মঙ্গলবার হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেঃন্দ্রের আমতা এক ব্লকের আমতা হাসপাতালে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির উপস্থিতিতে এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের শুভ সূচনা হয়। বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,আমতা এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঋক গোস্বামী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা, শুভজি সাহা, উলুবেড়িয়া দুই পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শেখ ইলিয়াস সহ আমতা হাসপাতালের একাধিক ডাক্তার - স্বাস্থ কর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ প্রান্তিক অঞ্চলের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছোট শিশু ও মায়েরা। ভ্রাম্যমান কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সহযোগিতায় শুরু হয় রোগী স্ক্রীনিং পর্ব। এই পরিষেবার বড় সুযোগ হল একই জায়গায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা ল্যাবরেটরি পরিষেবার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে যেখানে রোগীর রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে ইসিজি,কফ পরীক্ষার সহ নানা রোগ নির্ণয়ের পরিষেবা রয়েছে যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সপ্তাহের ছয় দিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত এই পরিষেবা উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখান থেকে সাধারণ মানুষ তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন না সেখানে পৌঁছে যাবে এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র। উল্লেখ্য এদিন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানান এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেবার জন্য।

বাসিন্দাদের স্বার্থ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বহুতলে বুথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদদাতা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্ভর ঃ বাংলায় বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র বা বুথ স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে এসেছে নির্বাচন কমিশন। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার জেলাশাসকদের কাছে আবাসনে বুথ স্থাপন সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র দু'টি জেলা থেকে রিপোর্ট এসেছে। কমিটি জানিয়েছে, রাজনৈতিক দল এবং আবাসনের বান্দিারা এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে কমিশন এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, আবাসনের বাসিন্দারা নিজেদের ' ও শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বিভিন্ন আবাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে যে বৈঠক করেছি, সেখানে এ বিষয়ে আপত্তির সুর শোনা গিয়েছে। যে সব আবাসনে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও ধর্মের মানুষ বাস করেন, সেখান থেকেও আপত্তি এসেছে। সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জোড়া চিঠি লিখে আবাসনে বুথ তৈরিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তারই ফলে কমিশন সিদ্ধান্ত রদ করেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিএলওদের পারিশ্রমিক বাবদ ৬১ কোটি টাকা রাজ্য অর্থ দপ্তর থেকে

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে কমিশন নবান্নকে ৭০ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। প্রথম দফায় ৬১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকি দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় বিএলওরা মাথাপিছু ২০০০ টাকা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় ৩৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা, এবং বিএলও সুপারভাইজাররা মাথাপিছু ৮০০০ টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি সংশোধনের কারণে খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে ৫৪,৮৬,৬৭২ জন ভোটারের নাম। এর মধ্যে মৃত ভোটার ২৩,৯৮,৩৪৫ জন এবং ডুপ্লিকেট ১,৩২,২১৫ জন। এছাড়াও নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে যে, যৌনপল্লি, বৃদ্ধাশ্রম, বিশেষ হোম ও বিধবা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছে নির্ধারিত ফর্ম পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে যাতে প্রান্তিক এবং সংরক্ষিত শ্রেণির মানুষদের তথ্য তালিকায় সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে।

ভোটার তালিকা থেকে 'ভুত' দূর করতে বিশেষ পর্যবেক্ষক, সোনাগাছিতে চালু হল স্পেশাল ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদদাতা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্ভর ঃ ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবার বাংলার একাধিক এলাকায় বিশেষ পর্যবেক্ষক নামানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগের লক্ষ্য, তালিকায় থাকা অবৈধ বা মৃত ভোটারদের শনাক্ত করে প্রক্রিয়াটি আরও নির্ভুল করা। ইতিমধ্যে কমপক্ষে একাধিক আধিকারিককে বাংলায় পাঠানো হয়েছে, এবং আরও পাঁচজন বিশেষ পর্যবেক্ষক আসছেন। এসআইআর সংক্রান্ত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বাংলাতেই অবস্থান করবেন। আজ মঙ্গলবার এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তপসিয়া এলাকায় ভোটারদের বা।ি ঘুরলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। এদিনের অভিযান ছিল বা।ি বা।ি যাচাই ও তথ্য খতিয়ে দেখার। বিশেষ পর্যবেক্ষক নিজের চোখে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় বিএলওদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি তথ্য যাচাই করেন। নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য

স্পষ্ট-এসআইআর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভাবে শেষ করা। তপসিয়ার পাশাপাশি সোনাগাছি এলাকায় নির্বাচনী নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানদের সুবিধার্থে এই ক্যাম্প গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ' নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, এসআইআর ঘোষণার পর থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সোনাগাছির বাসিন্দারা। কারও পূর্বপুরুষের পরিচয়পত্র বা এপিক নম্বর ছাড়া তারা নানা সমস্যার মুখে পড়ছেন। মঙ্গলবার সেই বিশেষ ক্যাম্প উদ্বোধন করেন জেলা নির্বাচন অফিসার মনোজ আগরওয়াল। তিনি আশ্বাস দেন, কেউ যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে। আমরা প্রতিটি ভোটারের পাশে থাকব। তিনি আরও জানান, আগামীদিনে অনাথ আশ্রম বা অরফান হাউসেও এমন বিশেষ ক্যাম্প চালু করা হবে। এতে করে বহু মানুষের তথ্য সুরক্ষিত থাকবে।

ভারতীয় বাবার বাংলাদেশি ছেলে,আসল সন্তানরা পাঁচ ভাই এক বোন,প্রশ্ন তুলল আসল ছেলেরা

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ,৯ ডিসেম্ভর ঃ বাবা- বিমল দাস এর বাংলাদেশি ছেলে সুকুমার দাস। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে সুকুমার দাসের নিজের বা তার পরিবারের কারো নাম নেই। হিঙ্গলগঞ্জের হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের কদমতলা এলাকার ঘটনা। এখানকার পুরনো বাসিন্দা বিমল দাস। বিমল দাসের ছটি সন্তান, তার মধ্যে পাঁচটি ছেলে একটি মেয়ে । বেশ কয়েক বছর আগে বিমল দাস মারা গেছেন। এতদিন তার ছেলেরা কিছুই জানতো না, কিন্তু এসআইআর শুরু হওয়ার পর তারা জানতে পারে যে সুকুমার দাস নামে একজন বিমল দাসকে বাবা বানিয়ে প্রথমে নিজে ভোটার হয়েছে তারপরে নিজের পরিচয় দিয়ে স্ত্রীকে ভোটার বানিয়েছে এবং তারপর নিজেদের নথিপত্র দিয়ে নিজের ছেলেকেও ভারতীয় ভোটার বানিয়েছে। শুধু ভোটার কার্ডই না ভারতীয় যত নথিপত্র সবকিছুই তৈরি করেছে এই সুকুমার দাস ও তার পরিবার। পাশাপাশি সেই সব নথি দিয়ে রীতিমতো ভারতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা সবই তারা ভোগ করে চলেছে। এই কথা জানার পর বিমল দাসের আসল ছেলে-স্বপন দাস বলেন, আমরা এতদিন কিছুই জানতে পারিনি। এখন জেনেছি যে আমার বাবার নথিপত্র ব্যবহার করে সুকুমার দাস বলে এক ভদ্রলোক এখানকার ভোটার কার্ড বানিয়েছে । আমরা চাই তার ভোটার কার্ড বাতিল হোক। যদিও এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সুকুমার দাস বলেন তার বাবার নাম বিমল দাস । কিন্তু এই বিমল দাস তার বাবা সেটা তিনি এড়িয়ে গেলেন এবং প্রশ্নের মুখে পরে পালিয়ে ঘরে চলে যান। একই ঘটনা ঘটালেন সুকুমার দাসের ছেলেও। তিনিও প্রশ্নের মুখে পড়ে ঘরের ভেতরে পালিয়ে গেলেন ।

ডাকাত সন্দেহে জয়নগর থেকে গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদদাতা, জয়নগর , ৯ ডিসেম্ভর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রয়েছে। এবার জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তপরতায় সোমবার রাতে জয়নগর থানার মিত্রগঞ্জ এলাকা থেকে ডাকাত সঃ দহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আরিফ ঘরামী, বা।ি মথুরাপুর থানার চিত্রগঞ্জ এলাকায়।ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

পুকুরে ডুবে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৯ ডিসেম্ভর ঃ মঙ্গলবার সকালে জয়নগরে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,মঙ্গলবার সকালে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের সম্বিতেশ্বর তলায় একটি পুকুরে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষ জন। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে পুকুর থেকে দেহটি তুলে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখান থেকে এদিন দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মৃত ব্যক্তির নাম সন্নাসী পন্ডিত,বয়স ৫০ বছর। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,অত্যাধিক মদ্যপান করে বাড়ির সামনের পুকুরে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটেছে ঐ ব্যক্তির। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস রুজু করেছে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৩২ টি মোবাইল, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদদাতা,জয়নগর,৯ ডিসেম্ভর ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম সোমবার রাতে জয়নগর থানার ধোষা এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে দুটি যুবককে দেখতে পায়।তাদের কথা বার্তায় অসংগতি থাকায় তাদেরকে প্রথম আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ ও পরে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৩২ টি ভিন্ন কোম্পানীর মোবাইল উদ্ধার হয়।তারপরে তাদের গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত দুজন হল, সাহিল শেখ(২৩), বাড়ি জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারীশরিফ মাকালতলা এবং বারিশ মোল্লা(২৩), বাড়ি জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারীশরিফ দেওয়ান পাড়া এলাকায়।পুলিশ জিজ্ঞেসা বাদে জানতে পারে ধৃত দুই যুবক চোরাই মোবাইল নিয়ে ধোষা এলাকায় বিক্রির জন্য দাড়িয়ে ছিলো। ধৃতদেরকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

জলাজমি বাঁচাতে কঠোর হাই কোর্ট ়বেআইনি নির্মাণে বন্ধ জল-বিদ্যু সংযোগ, জমির দাগ নম্বর প্রকাশেরও নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদদাতা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্ভর ঃ জলাজমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ রুখতে আরও কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা হাই কোর্ট। নতুন কোনও বেআইনি নির্মাণে যাতে জল বা বিদ্যুতের মতো মৌলিক পরিষেবা না পাওয়া যায়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পূর্ব কলকাতার জলাজমি অঞ্চলে অবৈধভাবে জমি ভরাট করে নির্মাণকাজ চলার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে আদালত এই কঠোর রায় দেয়। রাজ্যের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব উল্লেখ করে আদালত জানায়-আইন অমান্য করে নির্মাণ করলে কোনওভাবেই সরকারি সুবিধা দেওয়া যাবে না। মামলার শুনানিতে বিচারপতি জানান, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইকোলজিক্যাল জোন, যা আন্তর্জাতিক রামসার তালিকাভুক্ত। এই জলাজমি কেবল শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই জলাজমি বুজিয়ে কোনওভাবেই নির্মাণ চলতে দেওয়া যায় না। বিচারপতি সিনহার স্পষ্ট নির্দেশ-নতুন কোনও বেআইনি নির্মাণে বিদ্যু বা জলের সংযোগ দেওয়া যাবে না। এমনকি ২০০৬ সালের জলাভূমি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারও কর্তৃপক্ষ পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই মামলায় আদালতের পর্যবেক্ষণ আরও কঠোর হয় যখন উঠে আসে-অনেক ক্ষেত্রে জলাভূমির দাগ নম্বর বা নিষিদ্ধ জমির সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে স্বচ্ছতা নেই। তাই বিচারপতি নির্দেশ দেন, জলাভূমি এলাকার সংরক্ষিত জমিগুলির সঠিক দাগ নম্বর এবং নিষিদ্ধ জমির তালিকা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। শুধু ওয়েবসাইটই নয়-ইংরেজি এবং আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রেও এই তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যাতে কোনও ব্যক্তি অজ্ঞতার অজুহাতে অবৈধ নির্মাণ না করতে পারে। আদালত আরও জানায়, এই স্বচ্ছতা বজায় থাকলে নাগরিকরাও বুঝতে পারবেন কোন জমি জলাভূমি হিসেবে সংরক্ষিত এবং কোথায় নির্মাণ নিষিদ্ধ। এর ফলে অবৈধ নির্মাণের প্রবণতা কমবে এবং কর্তৃপক্ষও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে। আদালতের মতে, জলাজমি রক্ষায় তথ্যপ্রকাশই প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এমন পরিস্থিতিতে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে-জলাভূমি এলাকায় এতদিন কোন কোন বেআইনি নির্মাণ হয়েছে, কর্তৃপক্ষ কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে কী ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি। সেদিনই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে এবং আদালত রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও নির্দেশ দিতে পারে। হাই কোর্টের এই নির্দেশ পরিবেশ কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই পূর্ব কলকাতার জলাজমি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। অনেক সময় দেখা যায়-জমি ভরাট করে রাতারাতি স্থাপনা তৈরি হচ্ছে, অথচ কোনও অনুমতি বা পরিবেশগত ছা।পত্র ছা।ই এই কাজ চলছে। আদালতের নতুন নির্দেশের ফলে এমন কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিদ্যুৎ বা জলের সংযোগ বন্ধ থাকলে কোনও বেআইনি নির্মাণ ব্যবহারযোগ্যই থাকবে না, ফলে তার স্থায়িত্বও কমে যাবে। সঙ্গে জমির দাগ নম্বর ও নিষিদ্ধ এলাকার তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের ফলে সাধারণ মানুষও সহজেই জানতে পারবেন কোন জমি নিয়ে কোনও লেনদেন করা উচিত এবং কোনটা ভুল। ফলে জমি কেনাবেচাতেও স্বচ্ছতা বা।বে এবং প্রতারণা কমবে। সব মিলিয়ে, কলকাতা হাই কোর্টের এই কড়া নির্দেশ জলাজমি রক্ষা ও বেআইনি নির্মাণ রোধ-দুই ক্ষেত্রেই বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আদালতের লক্ষ্য স্পষ্ট-জলাভূমি রক্ষায় কোনও ছা। নয় এবং পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা।

রেনালিক্স বিশ্বের প্রথম এআই-ভিত্তিক স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন তৈরির জন্য ক্লাস সি লাইসেন্স পেয়েছে

কলকাতা, ৯ ডিসেম্ভরঃ লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এলএমআইএল) ভারতের চিকিৎসা-প্রযুক্তি খাতে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। কোম্পানিটি বিশ্বের প্রথম এআই-ভিত্তিক স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন তৈরির জন্য সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) থেকে একটি ক্লাস সি লাইসেন্স পেয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তিতে দেশের স্বনির্ভরতাকে শক্তিশালী করে। লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-রেনালিক্স এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সিই মার্কিং পেয়েছে, যা এটি ডায়ালাইসিস সিস্টেমের জন্য এই সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী ষষ্ঠ ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। সিই মার্কিং নিশ্চিত করে যে একটি পণ্য স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশগত সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান পূরণ করে, যা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (ব্লক) জুড়ে এটিকে আইনত অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। বিশ্বের প্রথম এআই-ভিত্তিক স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন তৈরির জন্য ক্লাস সি লাইসেন্স পাওয়া ভারতের মেড-টেক সিস্টেমের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নিয়ন্ত্রক মাইলফলকগুলির মধ্যে একটি। ক্লাস সি ডিভাইসগুলি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, জীবন রক্ষাকারী বিভাগে পড়ে, যার অর্থ হল সামান্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটিও রোগীর জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। এই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য, কোম্পানিগুলিকে জৈব-সামঞ্জস্যতা প্রমাণ, ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল সুরক্ষা যাচাইকরণ, বন্ধ্যাত্ব নিশ্চিতকরণ, প্রতিটি উপাদানের সন্ধানযোগ্যতা, কঠোর ডকুমেন্টেশন এবং বহু-পর্যায়ের প্ল্যাঃট অডিট সহ ১৪০ টিরও বেশি গুণমান, সুরক্ষা এবং ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা পরামিতিগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদর্শন করতে হবে। খুব কম নির্মাতারা এই বিভাগে চেষ্টা করে কারণ অনুমোদনের মানগুলি বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক মানের সাথে তুলনীয়। এই কারণেই এই সার্টিফিকেশন এত গুরুত্বপূর্ণ ়এটি সরকারী অনুমোদন যা লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে দেশীয়ভাবে উন্নত রেনাল-যন্ত্র সরঞ্জাম তৈরি করতে দেয়, আমদানি করা মেশিনের উপর দেশের নির্ভরতা হ্রাস করে এবং নিশ্চিত করে যে ভারতের ডায়ালাইসিস অবকাঠামো বিশ্বব্যাপী মানসম্পন্ন, সম্পূর্ণরূপে সম্মত, জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। এই অর্জন ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে। দেশের ডায়ালাইসিস বাজার, যা ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, আনুমানিক ১.৮-২ মিলিয়ন সিকেডি রোগীকে সেবা প্রদান করবে এবং প্রতি বছর ২২-২৫০,০০০ নতুন ইএসআরডি কেস নির্ণয় করা হয়। তবুও, ভারতে ৬,০০০ এরও কম ডায়ালাইসিস সেন্দার রয়েছে এবং চিকিসার চাহিদা ১০-১২ এর সিএজিআর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও দেশটি আমদানি করা সরঞ্জামের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এই সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র, যা বিশ্বের প্রথম এআই-ভিত্তিক স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিনগুলিকে শক্তিশালী করে-রেনালিক্সের সাথে সহ-বিকশিত। এই পরবর্তী প্রজন্মের প্ল্যাটফর্মটি মানুষের ত্রুটি কমাতে এবং ক্লিনিকাল নির্ভুলতা বাড়াতে এআই-চালিত অটোমেশন, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সুরক্ষা সতর্কতা, চিকিসা অপ্টিমাইজেশন এবং রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণকে একীভূত করে। এই লাইসেন্সটি এই বিশ্ব-প্রথম প্রযুক্তিকে গণ বাজারে আনার ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক।

লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-রেনালিক্স তার উদ্ভাবনী পাইপলাইনকে শক্তিশালী করে ভবিষ্যতের কিডনি-যন্ত্র প্রযুক্তি, লিভার-যন্ত্র প্রকৌশল, উন্নত সেন্সিং সিস্টেম এবং ডেটা-চালিত রেনাল ইনফরমেটিক্সের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি বিশেষায়িত গবেষণা ও উন্নয়ন বাস্তুতন্ত্র সম্প্রসারণ করেছে। এই অর্জনের বিষয়ে মন্তব্য করে, লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সচ্চিদানন্দ উপাধ্যায় বলেন ়এই লাইসেন্সটি কেবল একটি নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নয় এটি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত মেডিকেল-টেক বিভাগে ভারতের তৈরি এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার স্বীকৃতি। আমাদের এআই-চালিত স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন এবং আমাদের আরএন্ডডি দলের ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা বিশ্বব্যাপী রেনাল কেয়ারকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্য রাখি। আমাদের লক্ষ্য হল ভারত থেকে বুদ্ধিমান, নিরাপদ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি তৈরি করা যা বিশ্বকে সেবা দিতে পারে। এআই-চালিত স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন তৈরির প্রথম ভারতীয় কোম্পানি হয়ে, এবং একটি ভারতীয় উপাদন লাইসেন্স এবং বিশ্বব্যাপী সিই মার্কিং উভয় অর্জনের মাধ্যমে, লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-রেনালিক্স ভারতীয় চিকিসা প্রযুক্তিতে একটি নতুন যুগের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যা উদ্ভাবন, গুণমান এবং বিশ্বব্যাপী স্কেলেবিলিটি দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

একাধিক পুলকার দুর্ঘটনার পর সিদ্ধান্ত রাজ্যের-পড়ুয়া পরিবহণে বেসরকারি গাড়ির জন্য বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা

নজস্ব সংবাদদদাতা, কলকাতা, ৯ ডিসেম্ভর ঃ রাজ্যে একের পর এক পুলকার দুর্ঘটনা ঘটতে থাকায় অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। শিশুদের পরিবহণে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। এই পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পথে হাঁটল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। নতুন করে জারি করা হয়েছে কড়া নির্দেশিকা, যেখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেসরকারি পুলকার বা পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত যানগুলির সুরক্ষা মান যাচাইয়ের ওপর। এতদিন পর্যন্ত মূলত বাণিজ্যিক হলুদ নম্বর প্লেটের গাড়িগুলির ফিটনেস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু নতুন নিয়মে পড়ুয়া পরিবহণে ব্যবহৃত বেসরকারি গাড়িগুলিকেও নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবহণে ব্যবহৃত প্রতিটি বেসরকারি গাড়ির একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরি করা হবে। এই তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ রাখা হবে, এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রতিটি গাড়িকে বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। গাড়ির ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার, সিগন্যালিং ডিভাইস থেকে শুরু করে সামগ্রিক যান্ত্রিক সক্ষমতা সবই এই পরীক্ষায় গুরুত্ব পাবে। এছাড়াও যেসব গাড়ির মালিক চাইবেন, তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দ্রুত প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশনে রূপান্তরের আবেদন করতে পারবেন। স্কুল পরিবহণের মতো স্পর্শকাতর পরিষেবায় যুক্ত গাড়িগুলির জন্য বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশন করা হলে নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর হবে-এমনটাই মত পরিবহণ দপ্তরের। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, দু'বছর আগেই স্কুল এবং পুলকার মালিক সংস্থা ও অভিভাবকদের উদ্দেশে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল-শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি চলবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, অনেক পক্ষই নিয়ম মানেননি। ফলেই ঘটেছে একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যার মধ্যে উলুবেড়িয়ার সাম্প্রতিক ঘটনা রাজ্যকে নাড়া দিয়েছে। উলুবেড়িয়ার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসা

হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় উল্লেখযোগ্যভাবে জোর দেওয়া হয়েছে নিম্নলিখিত দিকগুলোর ওপর- নিরাপত্তা সরঞ্জাম বাধ্যতামূলক ঃ গাড়িতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফার্স্ট এইড বক্স এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। GPS ট্র্যাকিং চালুর চিন্তাঃ প্রতিটি পুলকারে GPS লাগানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে, যাতে অভিভাবকেরা রিয়েল-টাইমে গাড়ির অবস্থান জানতে পারেন।

ড্রাইভারের ভেরিফিকেশনঃ ড্রাইভারের লাইসেন্স, পূর্ব অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা-সবকিছু যাচাই করা হবে নিয়মিত। স্কুলের দায়িত্ব বৃদ্ধিঃ স্কুলগুলিকেও পরিবহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি কঠোরভাবে মানতে হবে এবং গাড়িগুলির ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। পরিবহণ দপ্তরের মতে, শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। যে কোনও গাড়ি নিয়ম লঙ্ঘন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আগেই সতর্ক করা হয়েছে। একাধিক পুলকার দুর্ঘটনা রাজ্যবাসীর মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, নতুন নির্দেশিকা সেই উদ্বেগ অনেকটাই কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিয়মিত ফিটনেস টেস্ট, ডাটাবেস তৈরি এবং বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ-এই সব মিলিয়ে পড়ুয়া পরিবহণে নিরাপত্তার মান অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে পরিবহণ দপ্তর। সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকেরা যে আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তাদের জন্য এই নতুন সিদ্ধান্ত এক বড় আশ্বাস হিসেবেই ধরা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের লক্ষ্য-আর কোনও দুর্ঘটনা নয়, শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১০ সংখ্যা, বুধবার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক, শিক্ষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (৯ ডিসেম্বর)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বাঙালি সম্পাদক, শিক্ষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তার পৈতৃক পদবী ঘোষ হলেও কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। তিনি দেশী বিদেশী মোট ২৬টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক সহ 'বাণী', 'ইন্ডিয়ান একাডেমি', 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও 'বিশ্বকোষ'-এর ২য় সংস্করণের ১ম ও ২য় খন্ড সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিডন স্ট্রিটের নামী ঘোষ পরিবারের (আদতে ঘোষ মজুমদার বাড়ির) ছেলে। তবে এও তেমন প্রচারিত নয়। কলকাতা-জীবনের আদ্যযুগে তিনি বিডন স্ট্রিটের ৫২/২ নম্বরের বাসিন্দা হলেও, বহু বার ঠিকানা বদল করেছেন। তার বাবা উদয়চন্দ্র ঘোষ মজুমদার আদতে এখনকার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা ছিলেন। মা যাদুমণি দেবীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র, আগে-পিছে দুই ভাই চণ্ডীচরণ ও বীরেন্দ্রনাথ, সহোদরার সংখ্যা তিন। অমূল্যচরণের জন্ম ওই বিডন স্ট্রিটের ঠিকানাতেই, পড়াশোনার শুরু কেশব অ্যাকাডেমিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮৮ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এই স্কুল থেকেই, পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। সিলেবাসের পড়াশোনা তার ভাল লাগত না, বাইরের বই-ই বেশি পড়তেন। স্কুলে পড়ার সময়েই তার চৈতন্য লাইব্রেরির বেশির ভাগ বই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল! বিদ্যালয় শেষে কলেজে। পাশের পাড়াতেই এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ, তখন নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন। ভর্তি হলেন এফএ ক্লাসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হয়েছিলেন, ছেলে হিসেবে নিন্দের ছিলেন না, তবু কলেজের ডিগ্রি পাননি, কারণ ওই বাইরের লেখাপড়ার টান! আঠেরো বছর বয়সে অমূল্যচরণও পড়াশোনা নিয়ে এমন কাণ্ড করে বসলেন যে পড়াশোনা শিকেয় উঠল। চৈতন্য লাইব্রেরির প্রায় সব বই যাঁর পড়া, তার যদি শিরঃপীড়া না হয় তো কার হবে! অক্ষয়কুমার দত্ত; বিদ্যাসাগরের বয়সি; তারও তো ওই রোগ, পড়াশোনা। তবে তার একটা মজা ছিল। মাথাব্যথা যত বাড়ে, পড়াশোনার বহরও সেই অনুপাতে বেড়ে যেত। মাসকয়েক পরে বাঁধাধরা বিদ্যাচর্চায় ইতি। অমূল্যচরণ বরং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভাল ভাবে রপ্ত করার জন্য কাশী চলে গেলেন। সেখানে কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে পড়ে, তার বিখ্যাত উপাধিটি অর্জন করলেন, হয়ে উঠলেন 'বিদ্যাভূষণ মশাই'। কলকাতায় ফিরে এলেন জ্ঞানের খিদে বহু পরিমাণে বাড়িয়ে। একের পর এক ভাষা শিখতে লাগলেন। শুধু কি শেখা? শেখাতেও লাগলেন। বাড়িতে শেখান, শেখানোর জন্য ইস্কুলও করেন। সাধারণ ছেলেদের মধ্যে থেকে বাছাই করে এক অসাধারণ স্কুল; ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল। আরও জানতে-চিনতে এবং কাজে লাগাতে চান যাঁরা, তাঁদের জন্য খুললেন কলকাতায় প্রথম অনুবাদের স্কুল; 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো'; ১৮৯৭ সালে। তার বয়স তখন আঠেরো! স্কুলটা ছিল সেই পুরনো কেশব অ্যাকাডেমির বাড়িতেই। অমূল্যভূষণের স্কুলে কাজ হত ভারতের ভাষা আর ভারতে চলিত ভাষা; বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া, তামিল, হিন্দি, তেলুগু, উর্দু, আরবি, ফারসি, অসমীয়া নিয়ে। এ ছাড়া ছিল ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, পর্তুগিজ, জার্মান, এমনকি পালি ও প্রাকৃতও। আরও কয়েকটা ভাষা জানতেন, সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ছাব্বিশে। হরিনাথ দে মশাই জানতেন চৌত্রিশটি ভাষা। তার পরেই তালিকায় সম্ভবত দ্বিতীয় অমূল্যচরণ। ভাষা পড়ানোর জন্য গ্রিক ভাষার শিক্ষক এডওয়ার্ডের নামে অমূল্যচরণ 'এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন' নামে একটা স্কুলই খুলেছিলেন।

জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী

নোয়াখালী মুক্ত হবার পরেরদিনই ১৯৭১ সালে কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হয় মিত্র বাহিনী। মিত্র বাহিনী কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হয়েছে, এই খবর পাওয়া মাত্রই ভারতের সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী ফোন দিলেন, তৎকালীন সেনা প্রধান ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশকে, আর জানালেন,তিনি কুমিল্লা মুক্ত হলে সেখানে যেতে চান! সাধারণ ভাবে অন্য অনেকের মতো আপনার মনেও হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, ভারতের ইতিহাসের অন্যতম সেরা সামরিক কর্তা কেনো বাংলাদেশের কুমিল্লায় আসতে চাচ্ছেন? এর পেছনের কারণ টা হলো, জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী ছিলেন মূলত পাবনার জমিদার বাড়ির সন্তান, উনার ছেলেবেলায় একটা সময় কুমিল্লায় কেটেছিলো,যতদূর জানা যায় সে সময় অবিভক্ত ত্রিপুরায় তাদের পরিবার ছুটিতে বেড়াতে আসতো, আর জয়ন্ত নাথ চৌধুরী কুমিল্লার মাতৃভান্ডারের রসমলাইয়ের খুব পচ্ছন্দ করতেন। অনেকেই হয়তো জানেন না,১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় জয়ন্ত নাথ চৌধুরী রাজকীয় ইংরেজ সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন,আর যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের অনুরোধে পাকিস্তানকেই বেছে নেবার কথা বিবেচনা করছিলেন,ইনি সেই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যিনি পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন,যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন,তিনি তাকে সেনাপ্রধান করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন কিন্তু ১৯৪৭ এর দাঙ্গা উনার হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করেছিলো! উল্লেখ্য, জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী, অপারেশন পোলোর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন,হায়দারাবাদ এবং গোয়া তার অধীনেই ভারত দখল করে, ১৯৬৫ এর পাক - ভারত যুদ্ধের সময় তিনি ভারতের সেনাপ্রধান ছিলেন। ১৯৭১ সালে, তিনি বলেছিলেন, যদি তিনি অবসর না নিয়ে নিতেন তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর হয়ে লড়তে চান।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

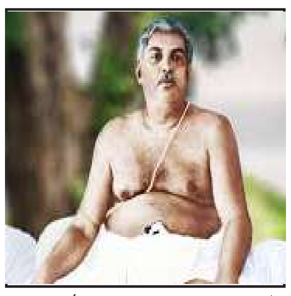

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা।

বাংলার বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশের সাহস দেখে ব্রিটিশ প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

তারিখটা ছিল ৮ ডিসেম্বর। ১৯৩০ সাল। বেলা ১২ টা। কলকাতার ডালহৌসি চত্বর একেবারে সরগরম। সবাই অফিস কাছারিতে কাজে ব্যস্ত। লালদীঘিটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। লালদীঘির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং। সেখানে প্রবেশ করেছে তিন বাঙালি বিপ্লবী ছদ্মবেশে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর

জেনারেল কর্নেল সিম্পসনসহ বিভিন্ন পুলিশ কর্তাদের হত্যা করা। রাইটার্স বিল্ডিং গুলির শব্দে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই রাইটার্সের অভ্যন্তরে কী হচ্ছে। সেখানে তিনজন বিপ্লবী গুলি বর্ষন করতে শুরু করেছে তাদের রিভালবার থেকে। প্রথমে সিম্পসনের দিকে তাক করে গুলি চালায়। তারপরে যে সব সাহেবরা গুলির শব্দ শুনে ঘরের বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের দিকে তাক করে গুলি চালাতে শুরু করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে। পাশেই রয়েছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এই লালবাজার থেকেই সারা ভারতের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ওপরে বেশি করে নজর রাখতো। কলকাতা থেকে শুরু করে সুদূর বার্মা পর্যন্ত ছিল কলকাতা পুলিশের অবাধ বিচরণ ভূমি। আর রাইটার্স বিল্ডিং থেকে লালবাজারকে নির্দেশ দেওয়া হতো। বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর রাখা এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকেগ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখা। যার ফলে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দের সময় থেকেই কলকাতা পুলিশ শুরু করেছিল বাংলার বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর দিতে। বিপ্লবীদের দমন করতে কলকাতা পুলিশের সম্বল ছিল গুপ্তচরদের প্রেরিত সংবাদ। বাংলার বিপ্লব বাদকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য চার্লস টেগার্ট উদগ্রীব হয়ে পড়েন। ২৯ আগস্ট ১৯৩০ সালে বেঙ্গল পুলিশের আইজি এফ জে লোম্যানকে ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা এবং তাঁর উত্তরসূরী আই জি ক্রেইগকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জিকে বিপ্লবীরা হত্যা করে বসল। লোম্যান যে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে আসবেন এবং ক্রেইগ যে ভোরবেলায় চাঁদপুর স্টেশন থেকে নেমে ঢাকার ট্রেন ধরবেন সে খবর বিপ্লবীদের কাছে ছিল। কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'দ্য রোল অব অনর' বইটিতে লিখেছেন, 'The espionage system of the revoltionaries had gained a degree of perfection at the time and full use was made of it'"। ২৯ আগস্ট সকাল বেলায় ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান মিডফোর্ড হাসপতালে এসেছিলেন ঢাকার অসুস্থ জল পুলিশ সুপার বার্টকে দেখতে। ঠিক তখন পিছন থেকে আততায়ী এসে অতর্কিতে লোম্যান এবং হডসনকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল বিপ্লবী রিভালবার। তার ফলে হাডসন গুরুতর আহত হলেন আর লোম্যান ৩১ আগস্ট মারা গেলেন। ৩০ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই ঘটনা। বিপ্লবীদের দুঃসাহস দেখে পুলিশ লজ্জায় পড়ে গেল। এদিকে রাইটার্স থেকে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। যে করেই হোক বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে হবে। 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বুঝতে পারেন এটা বিনয় বসুর কাজ। কারণ ঘটনা ঘটনার কিছুদিন আগেই পাঁচ ঘড়ার পিস্তল ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। বিনয় বসু ঢাকার বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তখন মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষে ছাত্র। বিনয়ের বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত রাউৎভোগ গ্রামে। ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। বিনয় বসুকে পুলিশ ধরার খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধরতে পারেনি। গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন বিনয় বসু। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁরা নেতাজির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভি সংগঠনের জনক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতেন। দীনেশ গুপ্ত ছিলেন একজন সাহিত্যিক। কবিতা পাগল মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। ১৯২৭ সালে দীনেশ 'বেণু' পত্রিকার অফিসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে। দীনেশের সাহস দেখে ভূপেন্দ্র বাবু তাঁকে আদেশ করলেন মেদিলনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ করতে হবে। মেদিনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম করতে শুরু করে দেন দীনেশ। সেই সময়ে তাঁর কাছে বার্তা এসে উপস্থিত হল কলকাতায় চলে আসার। জরুরী কাজ রয়েছে। দলের নির্দেশ মতো কলকাতার নিউ পার্ক স্ট্রিটের দোতলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে সিদ্ধান্ত হল, সুট বুট এবং হ্যাটে সুশোভিত হয়ে রাইটার্সে প্রবেশ করে ইংরেজদের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে হবে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে রাইটার্স অভিযান করেছিল বিনয়-বাদল-দীনেশ। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৯ ডিসেম্বর বড় করে সংবাদ প্রকাশ হল। শিরোনামে বড় বড় করে লেখা হল- 'গুলির আঘাতে বাংলার কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিহত'। সংবাদে লেখা হল, বেলা ১২ টার সময়ে কলিকাতার বুকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙালি যুবক বাংলার কারাগার বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইংরেজি পত্রিকা স্টেটসম্যান লিখল "..Lt. col. N.S. Simpson was shot dead...Mr. J.W. Nelson, Judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A Marr, Finance memeber, who on hearing the shots came to the door of his room. Orderly of the D.P.I was wounded in leg. Passersby were dumbfounded to see the broad day-light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair"। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখল "Between I.G of prisons room and Mr. Nelson's room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Townend, Agriculture and Industrial Secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentine, Home Minister escaped unhurt."। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান এই অভিযান দুর্ধর্ষ। তিনজন বিপ্লবী যুবক সিম্পসনকে হত্যা করতে রাইটার্সে প্রবেশ করেছিল। সিম্পসনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল সুভাষ বোস সহ বিভিন্ন বিপবীদের জেলে আটকে রেখে তাদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার করতে শুরু করে ব্রিটিশ পুলিশ। বিল্পবীদের রাজবন্দি বলে গ্রহণ করা হতো না। তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বা আতঙ্কবাদী বলে গ্রহণ করতো ইংরেজ সরকার। স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে কোনও স্বীকৃতি ছিল না বিপ্লবীদের। বিপ্লবীদের রাজবন্দি করে রাখা হতো না। সাধারণ কয়েদিদের মতো জীবন যাপন করত জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা। তাদের ওপরে বেশি করে পুলিশ অত্যাচার করতো বিপ্লবী দলের গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার জন্য। কলকাতা পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গেল -"three young men dressed as Europeans and armed with revolvers, pretending to be seeking an interview, brushed past the chaprassi at the door, an immediately shot Lt. Col. Simpson, Inspector -General of Prisons, at his office table in Writers' Building. After this they went down the corridor firing into the rooms of other officials and wounded Mr. Townend,I.C.S., Deputy Secretary, and Mr. Nelson, I.C.S., Legal Rrmembrancer. They were trapped in the letter's room by the Inspector General of Police and other police officers and, realising that escape was impossible, attempted to commit suicide. When the police entered the room they found..."

নবদ্বীপ বাসিন্দার পারিবারিক ডায়েরি থেকে কিছু কথা

রিয়া পোদ্দার নবদ্বীপ

স্বপ্নে তার নিত্য আনাগোনা। ২০২৫ সালটা প্রায় শেষ লগ্নে, কেড়েছে অস্তিত্ব একে একে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত অরু কাকু, ঠাম্মা, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত তপন কাকু তারপর প্রাণপাখি মাম। সে ধারাপাত কোনদিন মিলবে না তবু স্মৃতি রোমন্থন করে তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। মাম চলে যাওয়ার পর এমন একদিন হয়নি সে স্বপ্নে এসে খবর নেয় নি তার মান্টুর, একদিন মানুষ টা ছেড়ে থাকেনি আদরের কন্যাকে তাই পরপারে গিয়েও চিন্তিত,এই বুঝি ঠাণ্ডা লাগলো এই বুঝি কাশি হলো। যেতে চাইনি তো তবু যেতে হয়েছে। তার কিছু মাস আগেই আমার সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা পরলোকে গমন করেছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক টম জেরী,একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে ছাড়া চলতো না, আবার মান অভিমান ও বেশী তবে সেটা ক্ষণিক,একটু পরেই হাক দিয়ে কই গেলি মনা। এই তো রাগের বহর, মনের মানুষ এক পোদ্দার মশাই,কোন কূলে যান, দুই তরফের মাঝে আপাত শান্ত শিষ্ট ভালো মানুষ দাদুটির ত্রাহি মধুসূদন দশা। তবে এদিকে ছোট তরফের টান বড় তরফের থেকে বেশি সে স্বীকার করেছেন স্বয়ং বড় তরফ। যাক সে কথা, সেই একসাথে ভুল বললাম বড় ঘরে সতীনের কোলে চেপে কালার ওনিডা টিভিতে মহাভারত রামায়ণ থেকে খবর, সঙ্গে চায়ের নেশা ধরানো মহারথী এই মহিলা। দুজনে র জন্য অনেক কিছু হতো পোদ্দার বাড়ির দালানে সে সময়। সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা ছিলেন শৌখিন মানুষ, তার একমাত্র নাতনী টি অনেকটা ঢেড়শ তার বক্তব্য অনুযায়ী। এক্ষেত্রে সে তার ছোটপিসি ছোটমা গোত্রের পরিপাটি থাকা এদের স্বভাবে নেই। বড় বৌমা ওরফে মাম একমাত্র ওনার মনের মতো তাই সারা জীবন দুই মেয়ের থেকে সে বেশি কাছের, পরপারে গিয়েও সেই ভালোবাসার টানে তাকে ও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। সাত চড়ে রা নেই, দেদার কাঁছা খোলা তার বড় বৌমা, তবে সে নিয়ে সেদিন পর্যন্ত কম বকুনি জোটে নি- বুড়া হইতে চললা কদিন পরে জামাই আইবো এখনো বুদ্ধি হইলো না, চারপাশের লোকজন দেখে শিখতে পারো তো, সারা জীবন কাছা খোলা থাইকা গেলা। মুখে যাই বলুক না মনে মনে বড় বৌমা কে নিয়ে বেশ গর্বিত ভদ্রমহিলা।

ফেব্রুয়ারি মাসে চলে যাওয়ার পর তখন সবে শ্রাদ্ধ মিটেছে হঠাৎ এক রাতে ভদ্রমহিলার আগমন মনা মারে কয়িস এক কাপ ঘন দুধের চা, ধনেপাতার কৌড়া আর মাছের ঝোল রাইধ্যা আমারে দেয়।। যেমন হুকুম করতো আদর করে আমারে। আমি ওনার ডাক পিয়ন,জন্ম ইস্তক দেখেছি সব শখ শৌখিনতা ওনার বড় পুত্র ওরফে বাবাই এর কাছে, তখন দাদুর শারীরিক অসুস্থতা কারণে বাবাই তিনটে ব্যবসা দেখতে হতো সঙ্গে বাড়ির সবটুকু। আমি একটু অকাল পক্ক, ঠাম্মার গোপালের পিকনিক থেকে বেড়ানো বন্ধুদের দলের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য হওয়ার সুবাদে আমি সই সুন্দরী তাদের দলের। ভদ্রমহিলা ব্লাউজ থেকে নিত্য নতুন শাড়ি থেকে গয়না সবেতেই আমি ডাক পিয়ন বাবাইকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল, বাবাই এমনি তে মামাস বয় সেটা সবাই জানে মা অন্ত প্রাণ। গরমে এক রকম শীতে আরেক রকম নিত্য নতুন সব কিছু সবার আগে চাই। তিন আলমারি ভরা জামা কাপড় চাদর, কেনার শখ বেশি পরার থেকে। তবে বড়পিসি ছোট পিসিকে পরতে দিতেন না কারণ খুব পরিপাটি মানুষ,গিফ এগু টেক থেকে পাট ভাঙ্গা শাড়ি পরে কেউ দাগ লাগাক বা কোঁচকানো হোক পছন্দ করতেন না।এক আলমারি শাড়ি উই পোকা দৌলতে শেষ হলেও কাউকে দেননি, সেই নিয়ে সেদিন পর্যন্ত ছোট পিসির আক্ষেপ ছিল। বড়পিসি আক্ষেপ নিয়ে তার আগেই পরপারে রওনা হয়েছেন।

বড়পিসি ছোটপিসি দুজনে খুব আনন্দ করে নবদ্বীপে বা বর্ধমান এ গেলে বেশীরভাগ সময় মামের শাড়ি পড়তো, নতুন কোন শাড়ি মামকে বাবাই ওবাড়ি কিংবা দাদু দিলে তখন সে তুলে রাখতো তার দিদিভাই আর ছোটদিভাই এর জন্য। তারা ননদ না তার কাছে বড়দিদি আর প্রিয় বন্ধু। মজার ব্যাপার ঠাম্মা শুধু মামকে তার শাড়ি পড়তে দিতেন, কোন অনুষ্ঠানে তার বড়বৌমাকে শাড়ি বের করে বলতেন এই খান পইড়ো তোমার তো হোদা নাই,সব তো লোক রে দিয়া দাও নিজের টা না রাইখা। পকাই ওরফে ছোটকাকু বিয়ের সময় সাদা বেনারসীটা মামকে বের করে দিয়েছিলেন পরতে। বাবা কাকার আদরের একমাত্র দুলালী চৌধুরী বাড়ির একমাত্র কন্যাকে পোদ্দার বাড়িতে পছন্দ করে নিয়ে এসে পোদ্দার গিন্নী পড়েছিলেন মহা খুশি তে, পুতুলের মতো মামকে ঠাম্মা সাজানোর চেষ্টা সেদিন পর্যন্ত করতো। সব একদিকে তার বড় বৌমা একদিকে এটা ছোট পিসির বক্তব্য।

কাল রাতে হঠাৎ স্বপ্নে ভদ্রমহিলা আট মাস পর থুরি ইহলোকে, বক্তব্য মনা কি ঠাণ্ডা পড়সে রে একটাও গরম জামা নাই (সোয়েটার কে সাধারণত আমার কাছে ওই বলত, সবার কাছে কথা বলার সময় বাঙাল কথা বলতো না।

এশিয়ার প্রথম শবব্যবচ্ছেদ মেডিকেল কলেজে

বিশেষ প্রতিবেদক

১০ই জানুয়ারি, ১৮৩৬ সাল। সেদিন মেডিকেল কলেজের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হামলার আশঙ্কায়। গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে রক্ষণশীল সমাজ। আবার মধুসূদনের সমর্থনে রাস্তায় বেরিয়েছেন নব্যবঙ্গের সমর্থকরা। কলকাতা জুড়ে চাঞ্চল্য। আর ভেতরে ডক্টর গুডিভের সঙ্গে অ্যানাটমি রুমে ঢুকলেন মধুসূদন। ছুরির টানে তৈরি হোল ইতিহাস। ভেঙে গেলো রক্ষণশীলতার দরজা। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোল ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা। শুধু ভারত কেন, ইতিহাস বলছে তিনি হলেন প্রথম এশিয় ছাত্র যিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শব ব্যবচ্ছেদ করে ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে ৫০ বার তোপধ্বনি করেছিল কলকাতার ইংরেজ সরকার। তাঁর দেখানো পথে পরের বছরই ৬০ টি শব ব্যবচ্ছেদ করেছিল ভারতীয় ছাত্ররা। রক্ষণশীল সমাজ ভেসে গিয়েছিলো সেই আধুনিকতার স্রোতে। আর সেই ধারার ভগীরথ ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত।

১৮৩৬ সাল। গভীর আলোচনায় মগ্ন ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার ব্রামলি এবং অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান মিস্টার গুডিভ। অনেকক্ষণ পর হেয়ার সাহেব বললেন, মধুসূদনকে ডাকো। আমি বলবো তাকে। আবার ডাক পড়লো মধুর। এর আগেও একবার মধুসূদনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা। ভারতবন্ধু গভর্নর বেন্টিঙ্ককে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন এতো বড় ভারত বর্ষে চিকিৎসা হয় আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি পদ্ধতিতে। আধুনিক এলোপ্যাথি চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। তাই এখানে একটি এলোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা দরকার। বড়লাট জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিষ্ঠান গড়লেই তো হবে না। পড়ানোর মতো অধ্যাপক কোথায় পাবেন। বিশেষ করে ভারতীয় ভাষায় পড়ানোর তো কেউ নেই। সেদিন প্রথম ডাক পরেছিল মধুসূদন গুপ্তর। কে এই মধুসূদন..?

হুগলীর বৈদ্যবাটির গুপ্ত পরিবারের সন্তান তিনি। জন্ম আনুমানিক ১৮০০ সালে। তাঁরা বংশপরম্পরায় বৈদ্য পরিবার। তাঁর পিতামহ

ছিলেন নবাব পরিবারের চিকিৎসক। সেই পরিবারের সন্তান চিকিৎসা বিদ্যায় আগ্রহী হবে এতে আর আশ্চর্য কি? ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগে তিনি ভর্তি হন। প্রথম থেকেই আধুনিক চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যায় ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। এই সময় তিনি কাঠ ও মোম দিয়ে বানানো মানুষের হাড়ের মডেল নিয়ে আগ্রহভরে দেখতেন তা। ইংরাজিতে লেখা আধুনিক চিকিৎসাগ্রন্থ শুধু পড়তেন না, সেগুলিকে আরবি ও সংস্কৃতে অনুবাদও করেছিলেন তিনি। পণ্ডিতেরা তাঁর মেধা ও অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হতেন।

এইসময়ে আয়ুর্বেদ অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বিশারদ অসুস্থ হয়ে পড়লে অধ্যক্ষ মধুসূদনকে সহ-অধ্যাপক হিসাবে ৩০টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। একজন ছাত্র কীভাবে অধ্যাপনা করবে তা নিয়ে অন্য ছাত্ররা সন্দিহান ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিজ পাণ্ডিত্যে মধুসূদন সবার আস্থা অর্জন করলেন শুধু না, প্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠলেন। আর এরপর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠলো কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। তার তখনই ভারতীয় অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার জন্য হেয়ার সাহেব, ব্রামলি সাহেব তাঁকে অনুরোধ করেন। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব নিতে পিছিয়ে যাননি তিনি। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে একই সঙ্গে ছাত্র ও সহকারি অধ্যাপক হিসাবে মেডিকেল কলেজে যোগ দিলেন তিনি।

একবছরের মধ্যে আবার তাঁর ডাক পড়ল কেন? এবার সমস্যা গুরুতর। ডাক্তারি শিখতে গেলে অ্যানাটমি বা শব ব্যবচ্ছেদ জরুরী। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ সংস্কারের কারণে এই কাজে রাজি নয়। তার সঙ্গে আছে রক্ষণশীল সমাজের হুমকি ও রক্তচক্ষু। কিছুতেই কলকাতার বুকে এই অনাচার তাঁরা হতে দেবেন না। এদিকে শব ব্যবচ্ছেদ ছাড়া শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে আবার ডাক পড়লো মধুসূদনের।

সব শুনলেন তিনি। তারপর বললেন আমি করব শব ব্যবচ্ছেদ। অধ্যক্ষ বললেন রক্ষণশীল সমাজ যদি বাধা দেয়। মধু বললেন বুঝিয়ে দেব তাদের যুক্তি দিয়ে। প্রত্যয়ী তিনি। নতুন কাজের দায়িত্ব পেয়ে উদ্দীপ্ত। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সেই খবর। কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেল রক্ষণশীল সমাজের কানে। বিক্ষোভে উত্তাল হল অন্ধবিশ্বাসী সমাজ।

পরদিন তাঁর বাড়িতে দলবেঁধে এলো গোঁড়া পণ্ডিতদল। শব ব্যবচ্ছেদ না বন্ধ করলে সমাজচ্যুত করা হবে তাঁকে। তাঁর পিতা ডেকে পাঠালেন তাঁকে। তিনি ধীর অথচ আত্ম বিশ্বাসী ভঙ্গীতে বোঝাতে শুরু করেন অ্যানাটমির প্রয়োজনীয়তা। সবের পরেও গোঁড়া পণ্ডিতেরা আবার ধর্মীয় যুক্তি দিলো। তিনি তখন তুলে ধরলেন প্রাচীন ভারতের চিকিৎসক সুশ্রুতের শব ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ। আর যুক্তি খুঁজে পেল না রক্ষণশীলরা। পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, আমরা জাতে বৈদ্য। চিকিৎসা আমাদের ধর্ম। আশীর্বাদ করি চিকিৎসার নব দিগন্ত খুলে যাক তোমার হাতে। ইতিহাস তৈরী করলেন এক বঙ্গসন্তান!

চিকিৎসাবিদ্যা অন্তপ্রাণ এই মানুষটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। মেডিকেল কলেজের দেশীয় বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁর হাতে। তাঁর পরামর্শে ম্যালেরিয়া, কলেরা থেকে বাঁচার জন্য সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখার বিশেষ উদ্যোগ নেন। হিন্দু ধাত্রী সমিতি গঠন করে তিনি কলকাতার প্রসূতিদের মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেন। সেই যুগে দাঁড়িয়ে তাঁর অবদান ভোলার নয়। শব ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে জীবানু সংক্রমনে সেপ্টিসিমিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর মৃত্যু হয় এই মহাপ্রাণের। সারা জীবন চিকিৎসা বিদ্যা চর্চা করার পর এই বিদ্যা চর্চাই প্রাণ নিল তাঁর। আমরা হয়ত মনে রাখি না এইরকম দেশসেবকদের। যারা সমৃদ্ধ করেছেন দেশকে। এনেছেন আধুনিকতার আলো, কিন্তু নিজেরা চলে গেছেন বিস্মৃতির অন্ধকারে।

(মধসূদন গুপ্তের চিত্র অঙ্কনে ঃ ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ।)

পাঠকদের দরবার

স্বদেশ প্রেমিক কবিগুরু

শঙ্করলাল কর্মকার

রবীন্দ্রনাথ বলতেন তাঁর বায়োকেমিক ওষুধ ভাল সবচেয়ে বড় কথা খাবার সময় কষ্ট নেই একদম। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নিজের ডাক্তারিতে মোটেও রোগ সারত নাঞ্চ দুর্বল হয়ে পড়তেন,জিজ্ঞেস করলে বলতেন জ্বরটা একেবারে সারে নি তবে বোলপুরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবেঞ্চ কলকাতায় এলে এমন হয় যা ধোঁয়া। প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের ওষুধ দেখিয়ে পুত্রবধূ প্রতিমাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন তুমি নিজে একবার চেখে দেখো তারপর না হয় তাঁকে খাওয়ার কথা বলবে। নীলরতন সরকার বড় ডাক্তার হলে কি হবে তিনি নিজে যেসব ওষুধ লেখেন কখনও খেয়ে দেখেন নি। যদি নিজে খেয়ে দেখতেন তবে তাঁকে এই সব ওষুধ দিতেন না। প্রকারান্তরে কখনও সেই ওষুধ খাওয়া তাঁর কাছে রোগের কষ্টের থেকে বেশি পীড়াদায়ক মনে হত। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসলে রবীন্দ্রনাথের মাঝে-মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হত। কবির অসুস্থতায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়তেনঞ্চ ডাক পড়ত ডাঃ নীলরতন সরকারের। বাথগেটের দোকান থেকে ওষুধ কেনা হত কবি খেতেন বড্ড জোর এক বা দু'মাত্রা। পরে আর কিছুতেই খেতে চাইতেন না।

একবার ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন ওষুধ খাওয়ার জন্য কবি বললেন তোমাদের ওই সব মিকশ্চার অখাদ্য,আগের দিনে এমন আসুরিক অখাদ্য জোর করে খাওয়াতে।এখন এসব আর চলে না।

এরপর পশুপতি ভট্টাচার্যের অনেক পীড়াপীড়িতে তিনি ইনজেকশন নিতে রাজি হলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য কবির কোমল বাহুতে খুব সন্তর্পণে ইনজেকশন দিলেন তিনি বিশেষ কিছু টের পেলেন না। এবং সুস্থ হলেন দ্রুত। খুশি হয়ে পুত্রবধুকে বললেন বউমা এই চিকিৎসা বেশ ভাল তুমিও একটা নিয়ে নাও। প্রিভেনশন হবে কিছু লাগবে না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রয়াত হয়েছেন, কবি কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য এসেছেন,তিনি গিয়ে দেখলেন সেখানে উপস্থিত ডাক্তার বিধানচন্দ্র চায়। তিনি চিত্তরঞ্জনের একটা ফটো এনেছিলেন,কবির হাতে সেটি দিয়ে বললেন তিনি এটির জন্য এসেছেন। দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দিরের জন্য টাকা তুলতে হবে। দেশবন্ধুর ছবি কয়েক লক্ষ ছাপিয়ে দেশের সব জায়গায় বিক্রি করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ যদি তলায় লিখে দেন দু'লাইন তাহলে ছবির দাম আরও মহার্ঘ্য হবে,আরও বেশি বিক্রি হবে। কবি বিধান রায়কে বললেন তুমি বসো এখানে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। ছবিটা নিয়ে তিনি পাশের ঘরে গেলেন,দুই ডাক্তারবাবুকে অবাক করে মাত্র দু'মিনিট পরে সুন্দর হস্তাক্ষর সহ লিখে দিলেন;

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' নীচে তাঁর সাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে স্বদেশি নেতাদের বেশি পচ্ছনদ করতেন। তিনি যেমন একদিনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন আবার স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যারা অহিংসার মধ্যে দিয়ে যুক্ত থাকতেন তাদেরকে তিনি বেশ পচ্ছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, কবির কাছে সবাই মানুষ। কেউই আমানুষ নন। সবাই কবির কাছে প্রিয়। বাংলার বিপ্লবীদের কবিগুরু সহযোগিতার হাত দ্রুত বাড়িয়ে দিতেন।

বহু সংখ্যালঘুর ভোটার কার্ড নেই, আজ তাঁরাই এস আই আরের শিকার

দেবশ্রী মজুমদার, মুরারই, ৯ ডিসেম্বর ঃ সোনালী খাতুনকে বাংলাদেশী তকমা দিয়ে রাতের অন্ধকারে আন্তর্দেশীয় সীমানা দিয়ে পুশ -ইন নিঃসন্দেহে গোটা বিশ্বের কাছে এ এক লজ্জার ঘটনা! সন্তান সম্ভবা মাকে এভাবে লাঞ্ছনা কোনো সভ্য দেশে হয় না। এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বললে, কম বলা হবে। কিন্তু সোনালী খাতুনের এই ঘটনা বেশ কয়েকটি দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এই পাইকর এলাকা থেকে ৩০০ লোক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে দিল্লি সহ অন্যান্য ভিন রাজ্যে কাজ করতে গেছিলো। সেগুলো মূলতঃ বিজেপি শাসিত রাজ্য হওয়ায়,এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প বেশি ধূমায়িত হওয়াই বেশ কিছু মানুষ নিজের জায়গায় ফিরে আসতে বাধ্য হযেছে। তাদের সংখ্যাটা নেহাতই কম নয়। ৩০০ এর মধ্যে ২০০ নিজ ঘরে অর্থাৎ পাইকর এলাকায় ফিরে এসেছে। যাদের মধ্যে বেশ কিছু জনের ভোটার কার্ড নেই। পাইকর ১ পঞ্চায়েত উপপ্রধান সামিশা বিবির স্বামী আব্দুল হাইকে প্রশ্ন করতে তিনি যেটুকু পরিসংখ্যান দিলেন, তা বিশাল হিম শৈলের চূড়া মাত্র। তিনি জানালেন, এখনো পর্যন্ত যারা এসেছেন এবং যাদের মধ্যে ১৫- ২০ জনের ভোটার কার্ড নেই, এমনটা নজরে এসেছে। অর্থাৎ এখনো আরও হিসেব বাকি আছে। সোনালী খাতুন, দানেশ সেখ, সুইটি বিবি তো জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধু তাই নয়, সোনালীর বোন কারিশমা, ভাই সুরজ ও তার স্ত্রী সীমারও ভোটার কার্ড নেই! কেনো? যেখানে তাদের অভিভাবিকা জোৎস্না বিবি এবং ভোদু সেখের ভোটার কার্ড আছে। উপপ্রধান আব্দুল হাই যা বললেন, তা শুনে চোখ কপালে তোলার মতো। তিনি জানালেন, অনেকের ব্যাঙ্কের পাশ বইটুকু পর্যন্ত নেই। কারণ তাঁদের আধার কার্ড নেই। এই সমস্ত মানুষ কী প্রকল্পের সুবিধা নেয় না? সরকারি বাড়ি পায় না বা নেয় না? উত্তরে উপপ্রধানের স্বামী জানান, পাশ বই, ভোটার কার্ড না থাকলে কী করে হবে? ---- ভোটার কার্ড না থাকার কারণ হিসেবে তিনি জানান, বছরের বেশি সময় বাইরে থাকায়, ভোটের সার্ভে করা লোক দেখে দিনের পর দিন ঘর তালাবন্ধ। কেউ নেই। কাগজ ছাড়া কী করে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে? সে কারণে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সোনালী খাতুনের বাড়ি ভেঙে পড়ার মতো। সোনালী খাতুনের মা জোৎস্না বিবি জানান, সোনালী খাতুনের যখন ৬ মাস বয়স তখন তাকে কোলে করে দিল্লি যান জোৎস্না বিবি। আর বাড়ি ফেরেননি। তাই নেই বার্থ সার্টিফিকেট। ফলে কোথাও হয়নি ভোটার কার্ড। সিনেমার মতো হলেও, বাস্তব ঘটনা। রোহিনী ঝুপড়ি পট্টিতে মাসিক দুই হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকা। সেখানেই জোটে সবাই। কেউ ভাঙরি, কেউ রাজমিস্ত্রি। দৈনিক ৪০০ টাকা রোজকার। সেখানেই সোনালীর বেড়ে ওঠা। সেখানেই সাদি ও সন্তান। একই ভাবে বেড়ে ওঠা সোনালীর মেয়ে আফরিনের। আফরিন দিল্লি তে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে। মাসিক ৩৫০ টাকা দিয়ে কাছেই টিউশন পড়তে যেত তারা। এই পরিযায়ীরা ভোটার কার্ড নিয়ে এতো উদাসীন যে তা নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই এলাকার উপপ্রধানের। তিনি বলেন, এরা ভোটার হলে তো আমাদেরই লাভ। কিন্তু ভোটার কার্ড না থাকায়, ভোটের সময় এরা বাড়ি ফেরে না। তবে পাল পরবে আসে। বাইরের হাতছানি। কর্পোরেট দুনিয়ায় বেশি মজুরি, কে না চায়? এরা পরিশ্রমী, ভাতাপজীবী নন। অবশ্য উপায় বাতলে উপপ্রধান বলেন, আমরা এদের ডিলেইড বার্থ সার্টিফিকেট এর জন্য পঞ্চায়েতে আবেদন করতে বলেছি। বিডিও-র সঙ্গে কথাও বলেছি। রাজ্য পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, আমরা সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বলেছি, যে যেখানে আছো এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করো। সবাই করেছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার-এর দার্জিলিং হিমালায়ন রেলওয়ে পরিদর্শন

মালিগাঁও, ৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর)-এর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা এবং পরিদর্শন করেন। তার এই সফরের লক্ষ্য ছিল ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী রেলওয়েতে পরিচালন দক্ষতা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং যাত্রী অভিজ্ঞতা মজবুত করা। পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার মূল সেকশনগুলির বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ফিল্ড আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন, গুরুত্বপূর্ণ নতুন সম্পদের উদ্বোধন করেন এবং ডিএইচআর-এর দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের সাথে জড়িত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করেন। জেনারেল ম্যানেজার তিনধরিয়া - রংটং সেকশনের পরিদর্শন করেন, এই প্রত্যাহ্বানপূর্ণ সেকশনে সম্পদের অবস্থা, চলমান কাজের অগ্রগতি এবং সুরক্ষা প্রোটোকল মেনে চলার বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। তিনি নবনির্মিত ডিজেল লোকোমোটিভ নং. ৬০৬ উদ্বোধন করেন, উচ্চমানের নির্মাণ, মজবুত সুরক্ষা মান এবং উচ্চতর পারফর্মেন্স প্যারামিটার নিশ্চিত করার জন্য টিমের প্রশংসা করেন। তিনি ডিএইচআর-এ গ্রহণ করা রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিগুলিও পর্যালোচনা করেন এবং রোলিং স্টক, ট্র্যাক পরিকাঠামো এবং ঐতিহ্যবাহী কাঠামোর যত্নশীল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশংসা করেন। এছাড়া, জেনারেল

ম্যানেজার ব্যাপকভাবে আপগ্রেড করা ঘুম মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন, এবং এটিকে দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেন। মিউজিয়ামের ক্রমবর্ধমান দর্শক সংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উল্লেখ করে, তিনি মিউজিয়ামটিকে আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন, যেখানে আরও তথ্যবহুল, ইন্টারেক্টিভ এবং ইমার্সিভ এক্সিবিটিস হবে, যা ডিএইচআর-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে তুলে ধরবে। এরপর তিনি স্টিম লোকোমোটিভ ৮০৬বি 'কুইন অফ দ্য হিলস'-এর স্পেশাল শতবর্ষ রান-এর উদ্বোধন করেন, যা এর ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়, এটি একটি উদ্‌যাপন যা রেলওয়ের আইকনিক স্টিম ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ভবনটি পরিদর্শন করেন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর ঃ ০৭.১২.২০২৫ তারিখে ১০৭ নম্বর বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অবস্থিত জি+২ তলা ভবনের নিচতলায় মাটির ছাদের টাইলস পড়ে ১ জন আহত হযেছেন বলে জানা গেছে। যদিও এখানে ভূগর্ভস্থ টানেলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ চলছে না, তবুও মেট্রো ইঞ্জিনিয়াররা তাৎক্ষণিকভাবে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং এই ভবনের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ী সহায়তা প্রদান করেন। মেট্রো ইঞ্জিনিয়াররা ০৮.১২.২০২৫ তারিখে ভবনটি অধ্যয়ন করেছেন এবং বিশ্লেষণ করার পর, এই ভবনের অবস্থা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করেছেন এবং দেখা গেছে যে এখানে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো টানেলের কাজ শুরু হওয়ার আগেই, ভবনটির বয়স-সম্পর্কিত অবনতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু টানেল খননের পূর্বে ভবনটির পুরনো জরাজীর্ণতার কারণে বাসিন্দাদের কোনও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই পূর্ববর্তী ক্ষতিগুলি মেরামত করা কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের আওতার বাইরে। টানেল খননের কাজ এখন সম্পন্ন হয়েছে এবং মেট্রো পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এলাকায় কোনও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করা হচ্ছে না, এলাকার ভবনের আরও কোনও ক্ষতির জন্য আমরা দায়ী নই, মেরামত বা ক্ষতিপূরণের জন্যও আমরা দায়ী নই। মেট্রো কর্তৃপক্ষ কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (কেএমসি) কে অনুরোধ করেছে যাতে প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ১০৭, বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অবস্থিত এই শতাব্দী প্রাচীন ভবনটি পরিদর্শন করা হয়।

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর ঃ কলকাতায় বসে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ এক ব্যক্তিকে প্রতারণা করে তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কলকাতার একটি নামি তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থার এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা ভিত্তিক ওই তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থার ধৃত আধিকারিকের নাম দুরন্ত দাস শর্মা। সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ পুলিশের একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্যারাকপুর থানার অন্তর্গত সিংহি বাজার এলাকায় হানা দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ওই আধিকারিককে তার বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার ধৃত ওই ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদে এনে তার ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়। অনলাইনে টাকা চুরির চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। জঙ্গিপুর পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গত ১ ডিসেম্বর সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাসিন্দা লিখিত অভিযোগ করে জানান, এক ব্যক্তি তাঁকে ৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক লোন করে দেওয়ার নাম করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে মোট ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই সাগরদিঘি থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্তে নামে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হওয়ার পর যে সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলোতে জালিয়াতি করে টাকা সরানো হয়েছিল সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of different works in different Booths under Amader Para Amader Samadhan (APAS) scheme within Cooch Behar Municipality"

Ward No	Booth No	Tender ID	Estimated Cost in Rs.
19	181,182	2025_MAD_955313_1	6,02,424.50
7	188	2025_MAD_956297_1	9,77,868.51
19	191	2025_MAD_956347_1	2,39,090.89
13	211	2025_MAD_957289_1	6,62,608.35
Submission end date of above tenders- 20/12/2025			
9	229	2025_MAD_958575_1	8,23,022.56
19	182	2025_MAD_958615_1	7,58,107.11
Submission end date of above tenders- 22/12/2025			
7	187	2025_MAD_958633_1	9,63,273.10
Submission end date of above tender- 23/12/2025			
1	178	2025_MAD_960727_1	9,73,402.18
1	179	2025_MAD_960775_1	6,69,376.34
19	183	2025_MAD_960818_1	4,37,067.54
19	184	2025_MAD_960845_1	6,94,943.97
14	207	2025_MAD_960864_1	8,62,791.37
9	230	2025_MAD_960889_1	4,37,039.11
Submission end date of above tenders- 25/12/2025			
12	217	2025_MAD_962517_1	9,80,191.55
17	246	2025_MAD_962517_2	9,90,882.15
5	253	2025_MAD_962517_3	9,77,511.97
Submission end date of above tenders- 27/12/2025			
1	177	2025_MAD_964187_1	7,19,588.80
16	205	2025_MAD_964187_2	8,49,157.12
10	224	2025_MAD_964187_3	6,69,822.58
9	230	2025_MAD_964187_4	1,48,734.47
9	231	2025_MAD_964187_5	2,41,809.03
6	243	2025_MAD_964187_6	9,73,638.44
1	179	2025_MAD_964187_7	2,74,200.24
Submission end date of above tenders- 30/12/2025			
19	181	2025_MAD_964187_8	1,79,022.22
12	216	2025_MAD_964187_10	9,01,785.06
3	234	2025_MAD_964187_11	83,348.41
5	251	2025_MAD_964187_12	1,89,928.83
Submission end date of above tenders- 31/12/2025			
19	183	2025_MAD_967689_1	4,34,709.47
18	193	2025_MAD_967689_2	9,59,808.05
16	198	2025_MAD_967689_3	5,48,004.32
16	199	2025_MAD_967689_4	6,10,489.87
16	200	2025_MAD_967689_5	6,05,437.36
15	201	2025_MAD_967689_6	7,68,277.02
3	235	2025_MAD_967689_7	7,07,653.16
3	236	2025_MAD_967689_8	6,75,928.41
20	247	2025_MAD_967689_9	9,11,498.25
20	248	2025_MAD_967689_10	9,70,069.67
5	251	2025_MAD_967689_11	7,89,200.77
Submission end date of above tenders- 03/01/2026			
14	206	2025_MAD_969450_1	9,72,112.19
14	208	2025_MAD_969450_2	9,15,381.09
11	221	2025_MAD_969450_3	9,35,575.32
17	245	2025_MAD_969450_4	7,36,814.94
Submission end date of above tenders- 06/01/2026			

Details information will be available from the website–
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com
Details information will be available from the Tarakeswar Municipal Office.
Sd/- **Chairman,**
Cooch Behar Municipality

Office of the Executive Officer Singur Panchayat Samity

TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **831/EO, Singur dated 29.11.2025** for Construction of 3 nos. civil work under BEUP/ 25-26 within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission Is **30/12/25.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID: 2025_ZPHD_963521_1 to 3)**

Sd/-Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

সাহারানপুর জংশন স্টেশনে কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসের সময়সূচি পরিবর্তন

সাহারানপুর জংশন স্টেশনে **১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসের** সময়সূচি নিম্নরূপে **পরিবর্তিত** হয়েছে যা **০৯.১২.২০২৫ তারিখ** থেকে কার্যকর ঃ **১৩১৫১-এর পরিবর্তিত সময়সূচি** ঃ সানারানপুর জংশন ঃ **পৌঁছাবে-২৩.৩৫ ঘঃ/ছাড়বে-২৩.৪০ ঘঃ।**
দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনের অন্যান্য সমস্ত স্টেশনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং (৫ম তল), হাওড়া-৭১১১০১ এ১ শ্রেণীর হাওড়া স্টেশনে ৫ বছর সময়সীমার জন্য ১টি স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এসএমইউ-এইচডব্লুএইচ-২৫-৪। সিকো.নং : এএ/১, লট নং/শ্রেণী:** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-১৬২-২৫-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)। **বিবরণ** : এ১ শ্রেণীর হাওড়া স্টেশনে ৫ বছর সময়সীমার জন্য ১টি স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করা। **ইউনিটের হার** : বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিন** : ১৮২৬। **বন্ধের তারিখ/সময়** : ২৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** : ০.২। **ইএমডি:** ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার** : ০। (HWH-442/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No- 233/SGP/NIT/APAS/2025-26, Date: 09/12/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for **10(Ten) Nos**. different works. Last date of Submission of Tender **10.01.2026 at 12.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **13.01.2026 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Susanta Das S/o Prabir Das ঠিকানা 20, Ramananda Chatterjee Street, Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata-700009 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

OFFICE OF THE BELDUBI GRAM PANCHAYAT (UNDER PANCHLA PANCHAYAT SAMITY)

Notice Inviting E-Tender

Office of the Prodhan, Beldubi Gram Panchayat under Panchla Development Block. Dist-Howrah has invited E-Tender Notice.
List of Tender Notice:-

1)368/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated: 27/11/2025
2)369/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 07 Dated: 27/11/2025
3)370/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated: 27/11/2025
4)371/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated: 27/11/2025
5)372/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated: 27/11/2025
6)373/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated: 27/11/2025
7) 374/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated:-27/11/2025
8) 375/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated: 27/11/2025
9) 376/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated:- 27/11/2025
10) 377/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to04 Dated:-27/11/2025
11) 378/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 06 Dated:-27/11/2025
12) 379/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated:- 27/11/2025
13) 380/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated: 27/11/2025
14) 381/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated: 27/11/2025
15) 382/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 05 Dated:- 27/11/2025
16) 383/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated: 27/11/2025
17) 384/APAS/BGP/2025-26 Sl NO-01 to 04 Dated:- 27/11/2025

Bid Submission date- **06/12/2025, 10:00 AM** and End of Bid Submission **27/12/2025 at 5:00 PM**, he details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Prodhan-
Beldubi Gram Panchayat
Paniarah, Panchla, Howrah

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/BR-III, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works:
1) NIT No.: LTG/413/BBG/BR-III/Z-I/25-26
Name of the Work: **Arrangement of temporary lighting including genarator at Bagmari Muslim Burial Ground for the festival of SAB-E-BARAT 2026;** Estimated Amount: **Rs. 2,94,900.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **7 Days;** Last date of submission of Bid: **06.01.2026 - 11 AM;** The bid forms and other details are available on & from : **09.12.2025 - 4 P.M.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**
2) NIT No:-LTG/98/APAS/WD-31/256/25-26
Name of the Work: **Installation of street light at 36/9 36/14 R K Samadhi Road in ward no 31;** Estimated Amount: **Rs. 1,95,217.41;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
3) NIT No:- LTG/127/APAS/WD-35/161/25-26
Name of the Work: **Improvement of street light at 52 Rakhal Ghosh Lane and Surrounding area in ward no-35;** Estimated Amount: **Rs. 4,24,596.48;** Earnest Money: **Rs. 8,500.00;** Period of Completion: **30 Days**
4) NIT No: - LTG/125/APAS/WD-35/155/25-26
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at Narkeldanga Main Road in ward no 35;** Estimated Amount: **Rs. 1,46,777.55;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion: **21 Days;**
5) NIT No: - LTG/101/APAS/WD-31/252/25-26
Name of the Work: **Improvement of street light at P-262B, P-258 CIT Road in ward no-31;** Estimated Amount: **Rs. 1,93,273.62;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
6) NIT No: - LTG/126/APAS/WD-35/158/25-26
Name of the Work: **Improvement of street light system by new LED fittings at 42-46; Narkeldanga Main Road in ward no.-35;** Estimated Amount: **Rs. 1,90,033.54;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **21 Days;** Last date & time of submission of Bid: **05.01.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 2 to 6); The bid forms and other details are available on & from : **06.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 2 to 6);
7) NIT No.: LTG/79/APAS/206/WD-34/25-26
Name of the Work: **Improvement of lighting system at 1/2 R.A.N Singh Lane, 4 Rashmoni Bazar Road in word-34;** Estimated Amount: **Rs. 1,87,883.19;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **15 Days;**
8) NIT No.: LTG/78/APAS/205/WD-34/25-26
Name of the Work: **Improvement of lighting system at 6B, 13A Kalimuddin Sarkar Lane in word-34;** Estimated Amount: **Rs. 1,46,202.25;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **15 Days;** Last date of submission of Bid: **05.01.2026 - 1 PM** (for Sl. No. 7 & 8); The bid forms and other details are available on & from : **10.12.2025 - 1 P.M.** (for Sl. No. 7 & 8);
9) NIT No: - LTG/66/APAS/WD-33/222/25-26
Name of the Work: **Installation of mini high mast lights at different places of Suren Sarkar Road in ward no.33;** Estimated Amount: **Rs. 2,40,506.73;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
10) NIT No: - LTG/70/APAS/WD-33/234/25-26
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at 112 no B M Road Bustee in Ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 1,91,099.50;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
11) NIT No: - LTG/67/APAS/WD-33/238/25-26
Name of the Work: **Improvement of street lighting system with new LED light fittings at Sura Cross Lane and surrounding area in ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 3,98,828.52;** Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
12) NIT No: - LTG/73/APAS/WD-33/239/25-26
Name of the Work: **Renovation of Uttaran lighting system at 4 No RM Mallick Garden Lane in ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 3,49,280.44;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
13) NIT No: - LTG/71/APAS/WD-33/242/25-26
Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at 70 no B M Road in ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 1,95,205.58;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
14) NIT No: LTG/68/APAS/WD-33/238/25-26
Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at 1-8 no Sura Cross Lane Bustee in ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 1,94,490.27;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
15) NIT No:- LTG/74/APAS/WD-33/240/25-26
Name of the Work: **Renovation of Uttaran lighting system at 4/90 TO 4/147 R M Mallick Garden Lane and surrounding area in ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 2,97,259.63;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 Days**
16) NIT No: - LTG/72/APAS/WD-33/236/25-26
Name of the Work: **Improvement of uttaran lighting system at 101 102 106 no B M Road in Ward no 33;** Estimated Amount: **Rs. 2,39,197.87;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last date of submission of Bid: **03.01.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 9 to 16); The bid forms and other details are available on & from : **05.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 9 to 16); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 16)
17) NIT No.:LTG/418/BR-III/Z-I/25-26
Name of the Work: **Operation & maintenance of high mast at different Places in WD no-13,14&32 under BR-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,661.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **300 Days;**
18) NIT No. :LTG/398/BR-III/Z-I/25-26.
Name of the Work : **Operation & maintenance of high mast at different places in WD no-31,33&35 under BR-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,88,382.00;** Earnest Money **: Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **300 Days;** Last date of submission of Bid: **06.01.2026 - 4 PM** (for Sl. No. 17 & 18); The bid forms and other details are available on & from : **09.12.2025 - 4 P.M.** (for Sl. No. 17 & 18); The website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 17 & 18).

The Executive Engineer(E)/LTG-HQ / KMC invites e-tender online quoted rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/79/25-26
Name of the Work: **Supply, delivery & installations of 2Nos. Water purifier cum-cooler Machines & other allied electrical works at the KMC Co-Operative Credit Society Office in Hogg Building and at A.C. (SOUTH) DEPTT. Room no.326 on 3rd floor of CMO Building, under KMC;** Estimate Amount: **Open Quotation;** Earnest Money: **Rs. 5,200.00;** Period of completion: **10 Days;** Last date and time of submission of Bid: **08.01.2025 - 2 PM;** The bid forms and other details are available on and from: **12.12.2025 - 2 PM;** from the website: **https://wbtenders.gov.in/**

The Executive Engineer (Electrical)/ZONE-V/BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A152 (1st Call)
Name of the Work: **improvement of street lighting system and installation of minimast at part no-152 in ward no-122;** Estimated amount: **Rs. 2,49,395.43;** Earnest Money: **Rs. 4,990.00;** Period of completion: **15 days;**
2) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A158 (1st Call)
name of the Work: **improvement of street lighting system at booth no-158 in ward no-122;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,692.42;** Earnest Money: **Rs. 5,980.00;** Period of Completion: **15 days;**
3) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A159 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of lighting system at booth no-159 in ward no-122;** Estimated Amount: **Rs. 3,99,354.20;** Earnest Money: **Rs. 7,990.00;** Period of completion: **15 days;**
4) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A164 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of existing street lighting system at part no-164 in ward no-122;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,534.84;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **20 days.**
5) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A166 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of lighting system at part no-166 in ward no-122;** Estimated amount: **Rs. 1,48,773.27;** Earnest Money: **Rs. 2,980.00;** Period of Completion: **10 days.**
6) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A167 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of lighting system at part no-167 in ward no-122;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,712.85;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **15 days;**
7) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A175 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of existing street lighting system at part no:175 in ward no-122;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,849.30;** Earnest Money: **Rs. 5,980.00;** Period of Completion: **20 days;** Last Date & Time of submission of Bid: **06.01.2026 - 4 PM** (for Sl. No. 1 to 7) & Bid opening date for technical proposal : **06.01.2026 - 4:30 PM** (for Sl. No. 1 to 7); The bid forms and other details are available on & from : **09.12.2025 - 4 PM** (for Sl. No. 1 to 7); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7). **1651/25-26**

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা আরম্ভ করা রেলসমূহের এসএলরের ০৩ বৎসরের লিজিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-৫৩-২৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৩৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিকেএন-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/২	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিটিএনআর-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-লিডু-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিএমই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৮	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৯	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১০	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১১	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৪	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৫	১৫৬৬৮-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিআইএমবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৬	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৭	১৯৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিএডিএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৮	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-কেওএএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৯	১৫৬৪৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২০	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২১	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২২	১৫৬৬৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৩	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৪	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৫	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৬	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এআরএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
এএ/২৭	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৮	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-লিডু-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৯	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩০	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-গয়া-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩১	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ওখা-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩২	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এসএমভিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭১
এএ/৩৩	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৪	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৫	১৯৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৬	১২০৮৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩৭	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৮	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৯	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭.৫০** ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-৫৪-২৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬১৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৫৬১৬-এসএলআর-এফ২-এসসিএল-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৬১৬-এসএলআর-আর১-এসসিএল-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬১২-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৪০
এএ/৫	১৫৬১২-এসএলআর-এফ২-এসসিএল-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৪০
এএ/৬	১৫৬১২-এসএলআর-আর১-এসসিএল-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৪০
এএ/৭	১৫৬৬৪-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এজিটিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৩১৭৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এসডিএএইচ-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৯	১৫৪১৮-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/১০	১৫৪১৮-এসএলআর-এফ২-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/১১	১৫৪১৮-এসএলআর-আর১-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/১২	১৩১৭৪-এসএলআর-এফ১-এসবিআরএম-এছডিএএইচ-২৫-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
এএ/১৩	১৫৬৬৩-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এসসিএল-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৪	১২৫০৪-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এসএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১৫	২০৫০১-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৬	১২৫২০-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৭	১৫৬২৬-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-ডিজিএইচআর-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৮	১২৫০২-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-কেওএএ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৯	১৪৬১৯-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এফজেডআর-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২০	১৩১৮২-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-কেওএএ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২১	১৫৬৩০-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-টিবিএম-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২২	১৫৮১৭-এসএলআর-এফ১-এসকেএইচভি-এনএইচএলএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৩	১৫৬১০-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৪	১৩১২৬-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-কেওএএ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/২৫	২০৫০৭-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৬	১২৫১৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিবিই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৭	১৫৬৪১-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৮	১২৫০৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-টিবিসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৯	১৫৬১৮-এসএলআর-এফ১-ডিএলসিআর-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩০	১৫৬১৮-এসএলআর-এফ২-ডিএলসিআর-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩১	১৫৬১৮-এসএলআর-আর১-ডিএলসিআর-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১২-২০২৫ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬.৩০** ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-৫৫-২৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	৫৫৬০৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমএনডিপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/২	৫৫৬৮৭-এসএলআর-এফ১-ডিএলসিআর-এসসিএল-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮৩
এএ/৩	৫৫৬২০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমএনডিপি-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	৫৫৬৮৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-ডিএলসিআর-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮৩
এএ/৫	১৫৬৫৫-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসভিডিকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৬	৫৫৬০১-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এলএমজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/৭	৫৫৮০৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনবিকিউ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	৫৫৬৬১-এসএলআর-এফ১-এমএসএসএন-এসসিএল-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৩৯
এএ/৯	৫৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-ভিএনজিপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	৫৫৬৮৯-এসএলআর-এফ১-ডিএলসিআর-বিপিবি-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮৩
এএ/১১	৫৫৬৯০-এসএলআর-এফ১-বিপিবি-ডিএলসিআর-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮৩
এএ/১২	৫৫৬৭৬-এসএলআর-এফ১-ডিএমআর-এজিটিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	৫৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এমএসএসএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৩৯
এএ/১৪	৫৫৬৭৫-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-ডিএমআর-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৫	৫৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-ভিএনজিপি-এসসিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	৫৫৬৮৫-এসএলআর-এফ১-এমএসএসএন-এসসিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৪০
এএ/১৭	৫৫৬০৬-এসএলআর-এফ১-এসকেএইচভি-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/১৮	৫৫৬০৪-এসএলআর-এফ১-এমবিও-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	৫৫৬০৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এসকেএইচভি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/২০	৫৫৬৭৮-এসএলআর-এফ১-ডিএমআর-এসসিএল-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/২১	৫৫৬৮৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এমএসএসএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৯৪০
এএ/২২	৫৫৬০২-এসএলআর-এফ১-এলএমজি-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৮
এএ/২৩	৫৫৮০২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনবিকিউ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৪	৫৫৮১০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনবিকিউ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৫	৫৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমবিও-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এবি/১	১২৫০৫-১২৫০৬-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১০৯৬
এবি/২	১৫৬৬৮-১৫৬৬৭-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-জিআইএমবি-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৩	১৯৬১৬-১৯৬১৫-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৪	১৫৬৬২-১৫৬৬১-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭
এবি/৫	১৫৬০৩-১৫৬০৪-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-লিডু-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১০৯৬
এবি/৬	১৫৬৪০-১৫৬৩৯-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১২-২০২৫ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গৃহস্থালী

রাতের ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে? শোওয়ার আগে বিছানার পাশে রাখুন ঘরোয়া উপাদান

শীতকাল মানেই ঘুমের মৌসুম- লেপ-কম্বলের উষ্ণতায় মোড়া আরামদায়ক রাত। কিন্তু বাস্তবে অনেকেরই সেই সুখকর ঘুম অধরা হয়ে যায়। রাতে শুতে না শুতেই নাক চুলকোতে থাকে, গলায় খুসখুসে কাশি, মাথা ভার-ফলে রাতের ঘুম বারবার ভেঙে যায়। ঘুমের এই বিভ্রাটের অন্যতম কারণ ইনডোর পলিউশন বা ঘরের অন্দরেই থাকা ক্ষুদ্র দূষক কণা। শীতকালে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়, আর তার ফলেই অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শীতকালে কেন বাড়ে অন্দর দূষণ?

শীতের মরশুমে কুয়াশা ও ধোঁয়ার মিশেলে বাতাসের ঘনত্ব বাড়ে। বাইরে দূষণের মাত্রা বাড়লে ঘরের জানালা-দরজা দিয়ে সেই বাতাস অন্দরেও ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে পিএম ২.৫-এর মতো অতি ক্ষুদ্র মাইক্রো-পার্টিকল শরীরে প্রবেশ করে সহজেই অ্যালার্জি, সাইনাসের সমস্যা, নাক বন্ধ থাকা, শ্বাসকষ্ট, এমনকি ত্বকের অস্বস্তিও তৈরি করতে পারে। যাদের ধুলো বা মাইট অ্যালার্জি আছে, তাদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। রাতে ঘুমোতে গেলেই হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া বা গলা খুসখুসে হয়ে ওঠা-এই সব লক্ষণ ঘুমকে বিঘ্নিত করে। অনেকে ভাবেন এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ ধরনের এয়ার পিউরিফায়ার বা দামী ওষুধের প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রান্নাঘরের একটি সাধারণ উপাদান অনেক সময় সেই কাজ করে দিতে পারে। সেটি হল বেকিং সোডা, যাকে সাধারণত খাবার সোডা বলেই চিনি। বেকিং সোডা-ঘরের প্রাকৃতিক দূষণ শোষক- বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট সাধারণত রান্নার কাজে ব্যবহার হলেও এর অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে ঘরের বায়ু সতেজ রাখতে। এটি একটি প্রাকৃতিক অ্যাবসরবেন্ট। অর্থাৎ বাতাসে ভাসমান অতিরিক্ত আর্দ্রতা, দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী কণা, এমনকি কিছু অ্যালার্জেনও শোষণ করে এর ভেতরে আটকে রাখতে পারে।

অনেকেই ঘরের দুর্গন্ধ দূর করতে বেকিং সোডা ফ্রিজ বা ক্যাবিনেটে রাখেন। একইভাবে এটি শোওয়ার ঘরেও আশ্চর্য কাজ করতে পারে। অতি সহজ পদ্ধতিতে ঘরের অন্দর দূষণ কমাতে পারে এই সস্তা উপাদানটি। কীভাবে ব্যবহার করবেন? পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ-

১. একটি ছোট বাটিতে পরিমাণমতো বেকিং সোডা নিন।

২. প্রতি রাতে শোওয়ার আগে বাটিটি আপনার বিছানার পাশে- নাইটস্ট্যান্ডে বা মেঝের কোণে- রেখে দিন। ৩. বেকিং সোডা ধীরে ধীরে বাতাসের আর্দ্রতা ও অপদ্রব্য শোষণ করবে। ৪. সপ্তাহে একবার বেকিং সোডা বদলে নতুনটি ব্যবহার করুন। এই ছোট টোটকাটি ঘরের বায়ুকে তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে ঘুমের মান উন্নত হয়। বিশেষ করে যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি বা শীতকালে স্লিপ ডিস্টার্বেন্সের সমস্যা বাড়ে, তারা উপকৃত হতে পারেন।

বেকিং সোডার বৈজ্ঞানিক দিকঃ বাতাসের গুণমান অনেকাংশে ঠিক থাকে আর্দ্রতার মাত্রার ওপর। আর্দ্রতা বেশি থাকলে শ্বাসতন্ত্রে সমস্যা বাড়ে। বেশি আর্দ্রতায় মাইট, ছত্রাক, ফাঙ্গাস সহজেই বাড়ে-যা অ্যালার্জির মূল কারণ। বেকিং সোডা আর্দ্রতা শোষণের ক্ষমতা রাখে। ফলস্বরূপ, ঘর থাকে বেশি শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া বিভিন্ন গন্ধ সৃষ্টিকারী যৌগ বেকিং সোডার ক্ষারীয় প্রকৃতির কাছে নিরপেক্ষ হয়ে যায়। এভাবে ঘুমের ঘরে গন্ধ, আবদ্ধতা বা ‘ ভাব কমে যায়। আর কী কী উপকার পাবেন? নাক বন্ধ ভাব কমাতে সাহায্য, ঘুমের মধ্যে কাশি কম হওয়া, অ্যালার্জিক উপসর্গের উপশম, ঘর সতেজ থাকা, শ্বাস নেওয়ার স্বস্তি বৃদ্ধি, দামী এয়ার পিউরিফায়ার ছা।াই বেসিক পরিশোধন।

কিছু সতর্কতাঃ বাটিটি এমন জায়গায় রাখবেন না যেখানে শিশু বা পোষ্য রয়েছে, যাতে ভুলে খেয়ে না ফেলে। বেকিং সোডা গরম বা ভেজা জায়গায় রাখবেন না। অতিরিক্ত আর্দ্র এলাকার ক্ষেত্রে ঘরের বায়ু চলাচল রাখারও ব্যবস্থা করুন। এটি সম্পূর্ণভাবে চিকিসার বিকল্প নয়। অ্যালার্জি তীব্র হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ছোট্ট টোটকায় বড় ফলঃবেডরুমের অঃদর দূষণ দূর করতে এয়ার পিউরিফায়ার বা অসংখ্য সাফাই সামগ্রী নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করার প্রয়োজন নেই। বেকিং সোডা-একটি সহজলভ্য, সস্তা এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান-রাতে আপনার ঘুম ফিরিয়ে দিতে পারে। শীতকালের দূষণজনিত হাঁচি, নাসিকাগহ্বরের অস্বস্তি বা গলার সমস্যায় যদি বারবার ঘুম ভেঙে যায়, তবে এই টোটকাটি নিঃসন্দেহে একবার চেষ্টা করে দেখার মতো।

যারা প্রাকৃতিক ও কম খরচে সমস্যার সমাধান খোঁজেন, বেকিং সোডা তাদের জন্য কার্যকরী হতে পারে। ঘরের বাতাস পরিষ্কার থাকলে শুধু ঘুম নয়, সারাদিনের সতেজতাও বাড়ে। আর সেই সতেজতা থেকেই জন্ম নেয় পরের দিনের শক্তি ও উৎপাদনশীলতা। শীতের রাতে আরামদায়ক, নিরবচ্ছিন্ন ঘুম পেতে চাইলে রাতে বিছানার পাশে এই সাদামাটা উপাদানটি রাখলেই মিলবে দারুণ উপকার। ঘুমের স্বাস্থ্য ভালো রাখা মানে সুস্থতার পথে অর্ধেক যাত্রা সম্পন্ন।

রুম হিটার নয়, প্রাকৃতিক কৌশলেই ঘর থাকবে উষ্ণ-শীতে আরাম পেতে জেনে নিন কার্যকর উপায়

শীতের আমেজ ক্রমেই বাড়ছে। দুপুরে খানিকটা কমলালেবু রোদ পাওয়া গেলেও বিকেল গড়াতেই নেমে আসে ঝাপটা ঠান্ডা হাওয়া, আর রাত বাড়লে বেড়ে যায় শীতের তীব্রতা। এমন পরিস্থিতিতে ঘরের ভেতর উষ্ণতা বজায় রাখা অনেকের জন্যই চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। অনেকে রুম হিটার কেনার পরিকল্পনা করেন বা ফায়ারপ্লেসের আগুনে ঘর গরম রাখার শৌখিন চেষ্টা করেন। তবে ঘরে কৃত্রিম রুম হিটার না থাকলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সহজ কিছু প্রাকৃতিক উপায় মেনে চললেই ঘরকে তুলনামূলক অনেক বেশি উষ্ণ রাখা যায়। ব্যয় কম, ঝামেলাও কম-বরং ঘর থাকবে আরামদায়ক। দেখে নিন ঘর গরম রাখার কার্যকর উপায়গুলো। প্রথমেই আসা যাক সূর্যের আলোয়। যদি ঘরের জানালা দিয়ে দিনের বেলা রোদ ঢোকার সুযোগ থাকে তবে সেই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। সকালে কিংবা দুপুরে রোদ পাওয়া পর্যন্ত জানালা খুলে রাখুন। সূর্যের তাপে ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর হবে এবং বাতাসও কিছুটা উষ্ণ থাকবে। তবে রোদ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানালা বন্ধ করে দিন, কারণ সন্ধ্যার পর বাইরের ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে ঘরকে আরও ঠান্ডা করে তোলে। জানালা ও দরজায় মোটা কাপ।রে পর্দা ব্যবহার করুন। পর্দা যত ঘন হবে, বাইরে থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢোকার সম্ভাবনা তত কমবে। শীত প্রতিরোধে পর্দা

কার্যকর একটি প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে কাজ করে। ঘর ফাঁকা রাখলে অনেক সময় সেটি আরও দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই ঘরে যথেষ্ট আসবাবপত্র রাখার চেষ্টা করুন। আসবাবপত্রগুলো শীতের হাওয়া ঘুরে বেড়ানোর পথ কিছুটা আটকে দেয়, ফলে ঘর তুলনামূলক উষ্ণ থাকে। ঘরে কিছু আলো জ্বালিয়ে রাখলেও সাহায্য পাওয়া যায়, কারণ বাতির তাপে ঘরের ভেতরকার পরিবেশ সামান্য হলেও গরম হয়। শীতকালে ঘরের মেঝে বরফঠান্ডা হয়ে যায়, আর খালি পায়ে হাঁটা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই কয়েকমাসের জন্য ঠান্ডা মেঝেকে ‘বাইবাই বলাই ভালো। ঘরের মেঝেতে পাট বা নারকেল দড়ির তৈরি কার্পেট বা ম্যাট পেতে রাখুন। এই ধরনের প্রাকৃতিক উপকরণ তাপ ধরে রাখতে সক্ষম, ফলে উষ্ণতা অনেকটাই বজায় থাকে এবং হাঁটাচলায় আরামও পাওয়া যায়। দরজা বা জানালার হালকা ফাঁক দিয়েও কিন্তু টনটনে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে শীত বাড়িয়ে দিতে পারে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে পুরনো খবরের কাগজ ব্যবহার করতে পারেন। খবরের কাগজ রোল করে দরজা-জানালার ফাঁক বরাবর আটকে দিলে ঠান্ডা বাতাসের প্রবেশ অনেকটাই কমে যায়। চাইলে পুরনো কাপড় বা ফোম ব্যবহার করেও এই কাজ করা যায়। রুম হিটার ছাড়া ঘর গরম রাখার আরেকটি কার্যকর উপায় হলো দেশজ কিছু উপকরণ ব্যবহার করা। রাজাই, খাদি বা পুরনো কাপ। দিয়ে তৈরি বালাপোশ কিংবা কম্বল শীত প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। এসব সামগ্রী এমনভাবে তৈরি হয় যে এগুলো তাপ ধরে রাখতে পারে দীর্ঘ সময়। বিশেষ করে রাতে ঘুমের সময়ে এগুলো আরাম দেওয়ার পাশাপাশি শীতের তীব্রতা থেকে শরীরকে সুরক্ষা দেয়। আধুনিক কৃত্রিম হিটারের ওপর নির্ভর না করেও পুরনো এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলে খুব সহজে ঠান্ডা কমানো যায়। সব মিলিয়ে ঘর গরম রাখা শুধু রুম হিটার বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে নয়। প্রকৃতির সহজ কৌশল, সামান্য পরিবর্তন আর কিছু দেশজ উপকরণের ব্যবহার- এই তিনে মিলে যে কোনো ঘরকে রাখা যায় অনেক বেশি উষ্ণ ও আরামদায়ক। তাই শীত যতই বাড়ুক, কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই আপনার ঘর থাকবে গরম আর আপনি থাকবেন নিশ্চিন্ত।

থাইল্যান্ডের বিমানহানায় উত্তপ্ত কম্বোডিয়া সীমান্ত

সংবাদসংস্থা, ৮ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফের একবার সংঘাতের ছায়া। মাত্র পাঁচ মাসের শান্তির পর আবারও রণভূমিতে পরিণত হয়েছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত। সোমবার সকালে কম্বোডিয়ার সেনা ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালায় থাইল্যান্ড। পরিস্থিতি দ্রুত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দুই দেশের মধ্যে, যা নতুন করে উদ্বেগ ছ।িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। থাই সেনাবাহিনীর বক্তব্য-রবিবার রাত থেকে কম্বোডিয়ার সেনা তাদের সীমানা বরাবর ধারাবাহিকভাবে গোলাবর্ষণ করে। সেই গোলাবর্ষণে এক থাই সেনা নিহত হন। তারই পাল্টা প্রতিশোধ নিতে থাই বায়ুসেনা সোমবার সকালেই কম্বোডিয়ার সামরিক স্থাপনাগুলিতে লক্ষ্য করে বিমানহানা চালায়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের পুরনো উত্তেজনা ফের উসকে উঠেছে। জুলাই মাসেই টানা পাঁচদিন ধরে চলেছিল ভয়াবহ যুদ্ধ, যেখানে অন্তত ৪০ জনের প্রাণ যায় দুপক্ষ মিলিয়ে। নানা আন্তর্জাতিক চেষ্টার পর পরিস্থিতি সামলানো গেলেও তা যে সাময়িক ছিল, সোমবারের ঘটনার পর তা স্পষ্ট। চলতি বছরের জুলাই মাসে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘাত আচমকাই ভয়াবহ রূপ নেয়। দুই দেশের সীমান্তে দফায় দফায় গোলাবর্ষণ, আর্টিলারি হামলা এবং স্থলসেনাদের মুখোমুখি ল।াই-সব মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তখন অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। পাঁচদিনের সেই যুদ্ধে দুই দেশ মিলিয়ে কমপক্ষে ৪০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন শতাধিক। অবস্থা এতটাই গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের হাজারো মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। তিনদিনের ধারাবাহিক লড়াইয়ের পর কম্বোডিয়া যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানালেও তা মানতে অস্বীকার করে থাইল্যান্ড। অবশেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম আলোচনায় বসেন এবং তাঁর মধ্যস্থতায় দুই দেশই অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন দাবি করেন, তাঁর ‘ প্রচেষ্টার’ কারণেই থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া যুদ্ধ থামাতে রাজি হয়েছে। অক্টোবরে শান্তিচুক্তি সই হলেও তাতে উত্তেজনার আগুন পুরোপুরি নেভেনি। শান্তিচুক্তির পাঁচ মাসের মধ্যেই ফের জ্বলেপুড়ে উঠেছে সীমান্ত। গত কয়েক মাস ধরে পর্যায়ক্রমে দুই দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলছিল। থাইল্যান্ডের অভিযোগ-কম্বোডিয়া সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে, পাশাপাশি ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছে। অন্যদিকে কম্বোডিয়ার পালটা দাবি-থাইল্যান্ড নিয়মিত সীমান্ত লঙ্ঘন করছে এবং চুক্তির শর্ত মানছে না। রবিবার থাই সেনার দাবি, সি সা কেত প্রদেশে প্রায় ৩৫ মিনিট ধরে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ করে কম্বোডিয়ার সেনা। এই গোলাগুলির জেরে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরিত হয়, যাতে এক থাই সেনা নিহত হন। এরপরই থাইল্যান্ড সি সা কেত রাজ্যসহ চারটি সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নিতে শুরু করে। সোমবার সকাল হতেই পরিস্থিতি আচমকা জটিল মো। নেয়। থাই সামরিক বাহিনী ঘোষণা করে-কম্বোডিয়ার ‘ জবাব দিতে আকাশপথে অপারেশন চালানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, সীমান্তের কাছে কম্বোডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটিতে নিখুঁত আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে থাই বায়ুসেনা। থাইল্যান্ডের অভিযোগ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে কম্বোডিয়া। নম পেন প্রশাসনের বক্তব্য, তারা শান্তিচুক্তির প্রতিটি শর্ত মেনে চলছে। বরং থাইল্যান্ডই পরিকল্পিত ভাবে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। তবে থাই সূত্র বলছে, বিমান হামলার পর কম্বোডিয়ার সেনা পালটা রকেট নিক্ষেপ করেছে। ফলে সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও কম্বোডিয়া এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে-তারা কোনও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চল। এই এলাকায় থাই-কম্বোডিয়া যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি কেবল দুই দেশের নয়, সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং আসিয়ানের নানা শক্তি এখানে কৌশলগতভাবে সক্রিয়-এমন সময় এই সংঘাত আন্তর্জাতিক অস্থিরতা বাড়াতে পারে। যদিও এখনো পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন বা আসিয়ান রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে কোনও নতুন বিবৃতি আসেনি, কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতি দ্রুত সামাল না দিলে আগামী দিনে ভয়াবহ মানবিক ও ভূরাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হতে পারে। শান্তিচুক্তির মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ফের রক্তক্ষয়ী সংঘাত-এটি স্পষ্ট যে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সম্পর্ক এখন অত্যন্ত ভঙ্গুর। বিমান হামলা, রকেট নিক্ষেপ, সীমান্তে উত্তেজনা-সব মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের আগুন নতুন করে জ্বলে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মহল এখন তাকিয়ে-দুই দেশ কি আলোচনার টেবিলে ফিরবে, নাকি অঞ্চল আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে? আসন্ন দিনগুলোই তার উত্তর দেবে।

ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গোরখপুর, ৯ ডিসেম্বরঃ ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে রেলওয়েতে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রধান প্রধান বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সমিতির সভাপতি শ্রী বাচ্চু লাল, সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাম প্রকাশ এবং অন্যান্য রেল কর্মচারীরা বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে শিল্পকলা কমিটির শিল্পীরা ভজন পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা বলেন যে ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল ইন্দোরের কাছে মহো ক্যান্টনমেন্ট (মধ্যপ্রদেশ) এর একটি দরিদ্র পরিবারে। বাবা সাহেব সামাজিক উন্নয়নের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন। শোষিত, দলিত, নারী, দরিদ্র এবং বঞ্চিতদের উন্নয়নের জন্য তিনি যা কিছু করেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক এবং তাঁর গুরুত্ব কখনও ভোলা যাবে না। বাবা সাহেব ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর মারা যান। তাঁর স্মরণে, আমরা সকলেই এই দিনটিকে মহাপরিনির্বাণ দিবস হিসেবে উদযাপন করি। তিনি বলেছিলেন যে বাবা সাহেব একজন যুগ সৃষ্টিকারী নেতা ছিলেন। তিনি শিক্ষারও একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজকে শিক্ষিত করো, সংগঠিত করো। এবং সংগ্রাম করো স্লোগান দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। একটি শিক্ষিত সমাজ বলতে তিনি ডিগ্রি অর্জন করতে চাননি, বরং একটি বুদ্ধিমান, সচেতন এবং চিন্তাশীল সমাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যা জাতির অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে। সংগঠন বলতে বাবা সাহেবকে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর, সাধারণ নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধ নিয়ে লক্ষ্য এবং উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলতে চেয়েছিলেন।

বিশেষ ট্রেন চালু

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিগোর ফ্লাইট বাতিলের প্রতিক্রিয়ায়, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের চাহিদা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের সময়মত ত্রাণ প্রদান করা।০৮০৭৩ / ০৮০৭৪ সাঁতরাগাছি-ইয়েলাহঙ্কা-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ০৮০৭৩ সাঁতরাগাছি-ইয়েলাহঙ্কা স্পেশাল ১০.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২,৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ০০,৫৫ মিনিটে ইয়েলাহঙ্কা পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮০৭৪ ইয়েলাহঙ্কা-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ১২.১২.২০২৫ তারিখে বিকাল ৪,৪৫ মিনিটে ইয়েলাহঙ্কা ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকাল ৪,০০ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে।

আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ জনস্বার্থ বিরোধী বলে অভিযুক্ত বীজ বিল ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল প্রদেশ কংগ্রেস। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রতিবাদ সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রয়. সরকার শীতকালীন অধিবেশনে দশটি বিল পাসের চেষ্টা চালাচ্ছে, যার মধ্যে বীজ বিল ও বিদ্যুৎ বিল সর্বাধিক জনস্বার্থবিরোধী। কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী এই বিলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, দেশের বৃহ অংশের মানুষের স্বার্থবিরোধী এই বিলগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দেশজুড়ে কংগ্রেস প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে, তারই অংশ এই রাজ্যস্তরের আন্দোলন।

সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসে আগরতলায় তহবিল সংগ্রহ

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার রাজধানী আগরতলায় তহবিল সংগ্রহ অভিযানে নামে সৈনিক বোর্ডের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয় এনসিসি ক্যাডেটরাও। শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে তাঁরা এদিন তহবিল সংগ্রহ করেন। প্রতি বছর ৭ ডিসেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহিদ ও দেশের সেনানিদের স্মরণে পালন করা হয় সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস। ১৯৪৯ সাল থেকে এই দিবস উদযাপনের প্রচলন রয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Jubbar Ali Mondal (Old Name) S/O–Abedali Mondal residing at Hatkhola , Mahakhola , Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Jubbar Ali Mondal to Jubbar Mondal and henceforth I shall be known as Jubbar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/12/2025. My name Jubbar Mondal & Jubbar Ali Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabiya Bibi (Old Name) W/O–Md Muslehuddin Sk residing at Vill-Puratan Soluadanga , PO-Bejpara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Rabiya Bibi to Rabia Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Rabia Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/12/2025. My name Rabia Khatun Bibi & Rabiya Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarbswar Sarkar (Old Name) S/O–Jangeswar Sarkar residing at Vill-Gopalpur , PO-Srikrishnapur , PS-Bharatpur , Murshidabad , West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Sarbswar Sarkar to Sarbbeswar Sarkar and henceforth I shall be known as Sarbbeswar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/12/2025. My name Sarbbeswar Sarkar & Sarbswar Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Murshida Khatun, my father's (Old Name) Majid Mondal resident of Vill-Satsimulia , Po-Nimtala Bazar , Ps-Haringhata , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my father's name from Majid Mondal to Majit Mondal and henceforth my father's name shall be known as Majit Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Kalyani court on 31/07/2025. My father's name Majit Mondal & Majid Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MUNTAJ SK (old name) S/O- ABDUL KHALEK SK residing at GANGADASPARA PO-GANGADASPARA P.S-DOMKAL DIST-MURSHIDABAD PIN-742303 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) MUNTAJ SK to (new name) MUNTAJ ALI SK and I shall be henceforth be known as (new name) MUNTAJ ALI SK in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Domkal court dated on 10/12/2025. (New name) MUNTAJ ALI SK and (old name) MUNTAJ SK both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SAMSUDDIN AHMED (Old name), s/o SK SALAUDDIN AHAMED, residing at 26/A Bhattacharjee Para P.O. + P.S. Berhampore, Dist - Murshidabad, PIN-742101, West Bengal, do here by declare that I have change my name from MD SAMSUDDIN AHMED (Old name) to MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) and henceforth, I shall be known as MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) in all purpose, vide an affidavit swom the SDEM at Berhampore court date 05/12/2025 MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) & MD SAMSUDDIN AHMED (Old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SALAUDDIN AHAMED (Old name), s/o AHAMMED SK, residing 14, Bihari Dr Lane P.O. + P.S. Berhampore, Dist - Murshidabad, PIN-742101, West Bengal, do here by declare that I have change my name from MD SALAUDDIN AHMED (Old name) to SK SALAUDDIN AHAMED (New name) and henceforth, I shall be known as SK SALAUDDIN AHAMED (New name) in all purpose, vide an affidavit swom the SDEM at Berhampore court date 05/12/2025 SK SALAUDDIN AHAMED (New name) & MD SALAUDDIN AHMED (Old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SALAUDDIN AHAMED (Old name), s/o AHAMMED SK, residing 14, Bihari Dr Lane P.O. + P.S. Berhampore, Dist - Murshidabad, PIN-742101, West Bengal, do here by declare that I have change my name from MD SALAUDDIN AHMED (Old name) to SK SALAUDDIN AHAMED (New name) and henceforth, I shall be known as SK SALAUDDIN AHAMED (New name) in all purpose, vide an affidavit swom the SDEM at Berhampore court date 05/12/2025 SK SALAUDDIN AHAMED (New name) & MD SALAUDDIN AHMED (Old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rupa Malik, W/o- Nirmal Malik alias Nirmal Chandra Malik, resident of Vill. Rameshwar Gopal Nagar, P.O.- Aymanawabpur, Aima-Nababpur Dist. Hooghly, Pin-712149 do hereby solemnly affirm and declare that in the service recorded of my husband my name as wife has been written/recorded as Badli Ch. Malick in place of my correct name RUPA MALIK, vide affidavit No. 209 sworn before the Notary Public at Howrah on 04.12.2025. Rupa Malik and Badli Ch Malick is one and the same identical person.

CHANGE OF NAME

I, HARSH SANON S/o Ved Prakash Sanon residing at 3B, Dimple Court, 26, Shakespeare Sarani, Kolkata(M. Corp), Kolkata-700017 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name VED PRAKASH SANON instead of V P NANON which is wrongly written in my Driving Licence bearing No. WB0119880635393, vide an affidavit No. 60132 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 10/12/2025. VED PRAKASH SANON and V P NANON both are same and one identical person.

Name Change

I Sekh Shajahan, Sekh Shahjahan & SK Sahajahan son of Sekh Abdul Rahaman, Residing at vill+post Paharpur, P.S - Panrui, Dist - Birbhum, W.B, Shall Henceforth be known as Sekh Sahajahan, S/o -Sekh Abdul Rahaman as declared before the first class Judicial Magistrate at Bolpur court, dist -Birbhum, W.B vide affidavit no 37AA477747 dated 08/12/25 that Sekh Sahajahan, Sekh Shajahan, Sekh Shahjahan, SK Sahajahan are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAIFAN NASHA BIBI (old name) W/O- HAIDAR MOLLA , residing at VILL-JHAUDIA PO-JOYKRISHNAPUR PS- JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742305, West Bengal, I have changed my name From SAIFAN NASHA BIBI (old name) to SAIFAN BIBI (new name) and Shall henceforth be known as SAIFAN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) SAIFAN BIBI and (old name) SAIFAN NASHA BIBI , both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I, SOHEL RANA SK (old name) S/O- SEIKH AINAL HAQUE , residing at VILL-GOAS KAJIPARA PO-GOAS PS- ISLAMPUR DIST-MURSHIDABAD , West Bengal, I have changed my name From SOHEL RANA SK (old name) to SOHEL RANA SEIKH (new name) and Shall henceforth be known as SOHEL RANA SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the SDEM at Berhampore court dated on 12/09/2025.(new name) SOHEL RANA SEIKH and (old name) SOHEL RANA SK , both name are same and one identical Person.That my father name is SEIKH AINAL HAQUE & AYNAL HOQUE is the same and one identical person,both name are same.

CHANGE OF NAME

I,RUPALI KHATUN (old name) D/O ZAMIRADDIN SHAIKH residing at VILL&PO-HANSPUKURIA PS-TEHATTA DIST-NADIA PIN-741160, do hereby declare that I have changed my name from , RUPALI KHATUN (old name) to RUPALI BEGAM (new name) and henceforth I shall be known as RUPALI BEGAM (new name) in all purpose , vide an affidavit ,sworn before tha notary public at Berhampore court on 10/12/2025 . RUPALI BEGAM (new name) and RUPALI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAMIM SEIKH (old name) S/O- MOHAMMAD LUTFUR RAHAMAN , residing at VILL-MAHESHPUR PURBAPARA PO-JHUNKA PS-BELDANGA DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, West Bengal, I have changed my name From SAMIM SEIKH (old name) to SAMIM SK (new name) and Shall henceforth be known as SAMIM SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) SAMIM SK and (old name) SAMIM SEIKH , Both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I, MOSAMMAT JURATAN BIBI (old name) W/O- MOHAMMAD LUTFUR RAHAMAN , residing at VILL-MAHESHPUR PURBAPARA PO-JHUNKA PS-BELDANGA DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, West Bengal, I have changed my name From MOSAMMAT JURATAN BIBI (old name) to MST JURATAN BIBI (new name) and Shall henceforth be known as MST JURATAN BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) MST JURATAN BIBI and (old name) MOSAMMAT JURATAN BIBI , Both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I, MOSAMMAT SAFIA BEGUM (old name) W/O-SAMIM SEIKH , residing at VILL-MAHESHPUR PURBAPARA PO-JHUNKA PS-BELDANGA DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, West Bengal, I have changed my name From MOSAMMAT SAFIA BEGUM (old name) to MST SAFIA BEGUM (new name) and Shall henceforth be known as MST SAFIA BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) MST SAFIA BEGUM and (old name) MOSAMMAT SAFIA BEGUM , Both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD LUTFUR RAHAMAN (old name) S/O-KALIMUDDIN SK , residing at VILL-MAHESHPUR PURBAPARA PO-JHUNKA PS-BELDANGA DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, West Bengal, I have changed my name From MOHAMMAD LUTFUR RAHAMAN (old name) to MD LUTFUR RAHAMAN (new name) and Shall henceforth be known as MD LUTFUR RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) MD LUTFUR RAHAMAN and (old name) MOHAMMAD LUTFUR RAHAMAN , Both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I, MD NAIM UDDIN (Old Name) S/o Late MOHAMMAD JASIMUDDIN AHMAD Residing at Azad Nagar Railpar, P.o - Asansol, P.s -Asansol North, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713302, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as MOHAMMAD NAYEEMUDDIN AHMAD (New Name) as declered before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. MD NAIM UDDIN (Old Name) and MOHAMMAD NAYEEMUDDIN AHMAD (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RUKHSHANA KHATOON (Old Name) W/o MD IMAMUDDIN Residing at Nai Basti, Rahmat Nagar Burnpur, P.o Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as RUKSANA KHATUN (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. RUKHSHANA KHATOON (Old Name) and RUKSANA KHATUN (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mrinmay Paul (Old Name) S/o Biswajit Paul Residing at Ballabhpur Road, Chandpara, P.o - Mondal Para, Mathua Dham, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mrinmoy Paul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. Mrinmay Paul (Old Name) and Mrinmoy Paul (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azijul Mondal (Old Name) S/o Joynal Mondal Residing at Vill - Chitholia, P.o - Sanekpur, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743701, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ijul Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. Azijul Mondal (Old Name) and Ijul Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Qamrun Nessa, Kamrun Nisha (Old Name) W/o Haider Ali Residing at 15B Mominpur Road, Khiddirpore S.O, Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Kamaroon Nesa (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 43/2025 Dated 09-12-2025. Qamrun Nessa, Kamrun Nisha (Old Name) and Kamaroon Nesa (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MRITYUNJOY HALDAR (old name) S/O- MAHADEB , residing at VILL-MAHISHBATHAN PO-RAHAMATPUR PS-KARIMPUR DIST-NADIA PIN-741165, West Bengal, I have changed my name From MRITYUNJOY HALDAR (old name) to MRITYUNJAY HALDAR (new name) and Shall henceforth be known as MRITYUNJAY HALDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025.(new name) MRITYUNJAY HALDAR and (old name) MRITYUNJOY HALDAR , Both name are same and one identical Person.

CHANGE OF NAME

I RINA BISWAS W/O PRAKASH BISWAS R/O M.M. GHOSH STREET KRISHNAGAR NADIA VOTER LIST OF 2002 GRADENRICH BIDHAN SAVA (114) MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MEYMUM NEESA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALI PORE COURT ON 3/12/25 RINA BISWAS AND MEYMUM NEESA AND MY FATHER ISLAM KHAN AND JANMAHAMMAD KHAN (NOW DECEASAD) IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS RINA BISWAS.

CHANGE OF NAME

I SUMIRAN BIBI BISWAS MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY SON'S BIRTH CERTIFICATE AS SUMITAJ BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 4/8/25 I SUMIRAN BIBI BISWAS AND SUMITAJ BIBI IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SUMIRAN BIBI BISWAS. R/O VILL+ P.O SALIGRAM P. S NAKASHI PARA DIST NADIA

CHANGE OF NAME

I EKBAL HOSSEN S/O SK SAIYAD RAHAMAN residing at Vill-Chakshalika, P.O.-Kankrole, P.S.-Joypur, Dist-Howrah-711401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK IKBAL HOSSAIN as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Amta, Howrah vide affidavit No 2997 Dated 28/10/2025. EKBAL HOSSEN and SK IKBAL HOSSAIN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I SALIM SOLANKI S/O MD GAFUR residing at 2, New Badruddin Street, P.O.-Chittaranjan Avenue, P.S.-Jorasanko, Dist-Kolkata-700073, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD SALIM SOLANKI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 09/12/2025. SALIM SOLANKI and MD SALIM SOLANKI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I BELAL UDDIN S/O SK IKBAL HOSSAIN residing at Vill-Chakshalika, P.O.-Kankrole, P.S.-Joypur, Dist-Howrah-711401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK BELALUDDIN as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Amta, Howrah vide affidavit No 2997 Dated 28/10/2025. BELAL UDDIN and SK BELALUDDIN both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি,Mamoni Khatun পিতা- Rafiqul Islam,ঠিকানা গ্রাম ঘোড়াসের বাসিন্দা, পোস্ট-জাফরপুর, থানা-বসিরহাট, এখন-মাটিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪২৮ এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ২৫.১১.২০২৫ তারিখ থেকে আমার পিতার প্রকৃত নাম Rafikul Mondal এবং Rafikulahak Mandal এর পরিবর্তে Rafiqul Islam এবং এখন থেকে তিনি সর্বোপরি Rafiqul Islam নামে পরিচিত হবেন, Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Basirhat, 24-Pgs(N) এর সামনে শপথপত্র নং ২৮০৮২ অনুসারে। Rafiqul Islam, Rafikul Mondal এবং Rafikulahak Mandal সকলেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I,HASAN SHAIKH(old name) S/O ZAMIRADDIN SHAIKH residing at VILL&PO-HANSPUKURIA PS-TEHATTA DIST-NADIA PIN-741160, do hereby declare that I have changed my name from , HASAN SHAIKH(old name) to HASAN ALI SHAIKH (new name) and henceforth , I shall be known as HASAN ALI SHAIKH (new name) in all purpose , vide an affidavit ,sworn before tha notary public at BERHAMPORE court on 10/12/2025 . HASAN ALI SHAIKH (new name) and HASAN SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subrata Ghosh (Old Name) S/o Sunil Kumar Ghosh Residing at 72, R.K Chatterjee Road, Kasba, District - Kolkata, Pin - 700042, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subrata Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. Subrata Ghosh (Old Name) and Subrata Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapan Shee (Old Name) S/o Gour Chandra Shee Residing at Vill - Kanchantala, P.o - Madpur, P.s - Kharagpur (L), District - West Medinipur, Pin - 721149, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Tapan Kumar Shee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. Tapan Shee (Old Name) and Tapan Kumar Shee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAWAT KALIM (Old Name) W/o - KALIMUL HAQUE Residing at Opp Hill View Nursing Home Hill View North, P.o - Asansol, P.s -Asansol South, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713304, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as SARWAT KALIM (New Name) as declered before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. SAWAT KALIM (Old Name) and SARWAT KALIM (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SHOUKAT (Old Name) S/o Late MD RAFIQUE Residing at Azad Nagar , P.o - Burnpur, P.s -Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as MD SHAUKAT (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. MD SHOUKAT (Old Name) and MD SHAUKAT (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD TOUSIF REZA (Old Name) S/o MD SHAUKAT Residing at Azad Nagar , P.o - Burnpur, P.s -Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as MD TAUSIF REZA (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. MD TOUSIF REZA (Old Name) and MD TAUSIF REZA (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, IMTIAZ ALAM (Old Name) S/o MD ASLAM HUSSAIN Residing at Ningha Bhata Para Near Madina Masjid, Jamuria P.s -Jamuria, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713370, West Bengal , India have Changed my name and shall henceforth be Known as MD IMTIAZ ALAM (New Name) as declered before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2025. IMTIAZ ALAM (Old Name) and MD IMTIAZ ALAM (New Name) both are same and one identical person.

শীতের অতিথিদের দেখা নেই মুর্শিদাবাদের আহিরণ বিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর ঃ কেবলমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে ক্রমশ

মুর্শিদাবাদ জেলার পর্যটন মানচিত্র থেকে মুছে যেতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী আহিরণ বিল। ৬৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত আহিরণ বিল এক সময় শীতকালে দেশি-বিদেশি পরিযায়ী পাখিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতো। ২০০৫ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এখানে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা দেখে পাখিরালয় গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও অধরা রয়ে গেছে। অগ্রহায়ণ মাসের ভরা শীতেও পোচার্ড, লেসার হুইশলিং টিল, বিন গুজের মতো পরিযায়ী পাখিদের অপেক্ষায় দিন গুনছে আহিরণ বিল। আহিরণ বিলের এই রুগ্ন দশার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সরাসরি অভিযোগের তির কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার উপর। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রাখায় সংস্কারের অভাবে এখন ধুঁকছে আহিরণ বিল। বর্তমানে কচুরিপানা আগাছায় ভরে গেছে এই বিল। তাই পরিযায়ী পাখিরাও মুখ ফিরিয়েছে তাদের এই শীতকালীন আবাসস্থল থেকে। গত কয়েক বছর ধরে ঠিকমতো বিল সংস্কার না হওয়ায় পরিযায়ী পাখিদের দেখা পাওয়া এখানে এখন দুর্লভ। যে আহিরণ বিলে একসময় শীতের ভোরে কুয়াশার চাদর সরতেই পরিযায়ী পাখিদের দেখা মিলতো, সেই আহিরণ বিল এখন কচুরিপানায় ভরা একটি অপরিস্কার জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। তাই পরিযায়ী পাখি তো দূর অস্ত, বছরভর যারা ভরিয়ে রাখত এই বিল, সেই ডাহুক, মুর হেন, জ্যাকানা, নিদেনপক্ষে পানকৌড়ির ঝাঁকও তেমন দেখা যাচ্ছে না এখন। বিলে পরিযায়ী পাখি না আসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা বিবি। তিনি বলেন, এক সময় পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এই আহিরণ বিল সংস্কারের অভাবে এখন মৃতপ্রায়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রাখাতেই এই বিল সংস্কার আমরা করতে পারছি না। তিনি আরও বলেন, এই বিল সংস্কারের জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা পঞ্চায়েতের পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়। প্রায় এক বছর আগে জেলা পরিষদের তরফে বিলটি সংস্কার এবং কয়েকটি ওয়াচ টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টাকার অভাবে সেই কাজেরও কোনও অগ্রগতি হয়নি বলেই আমরা জানি। তৃণমূল পরিচালিত সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজেরা সুলতানা বলেন, এই বিলে একসময় জল টলটল করতো। শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে উঠতো গোটা এলাকা। প্রচুর মানুষ বিদেশী পাখিদের দেখতে এবং ছবি তুলতে বিলের আশেপাশে এসে হাজির হতেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা বন্ধ হওয়ায় পর্যটকরাও আর আসেন না আহিরণ বিল দেখতে। বিলকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ছোটখাটো হোটেলগুলোর ব্যবসাও কমেছে। হাজেরা বলেন, বিলের জল ফিডার ক্যানেলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কারণে শীতের সময়ও এখন আর আহিরণ বিলে জল থাকছে না। বিলে থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য একটি ছোট বাঁধ তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। বিলের জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এখন সেখানে বিভিন্ন রকম ডালের চাষ করেন বেশ কিছু পরিবার।

চালু হল মালবাজারের ঐতিহ্যবাহী ঘড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ৯ ডিসেম্বর ঃ বহুদিন বন্ধ থাকার পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফের সময় জানাতে শুরু করেছে মালবাজার

শহরের ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতীক ঘড়ি মোড়ের ঘড়ি। বহুদিন অকেজো হয়ে থাকা এই ঘড়ি আবার সচল হওয়ায় এলাকাবাসীর মুখে খুশির হাসি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা এই ঘড়ি শুধু সময়ই জানায় না, মালবাজারের পরিচয়, গর্ব আর স্মৃতিকে একসঙ্গে ধরে রাখে। স্টেশন রোড থেকে দৈনিক বাজার বা হাউজিংয়ের পথে যাতায়াতকারী মানুষের কাছে ঘড়ি মোড় বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক। একইসঙ্গে পর্যটক ও বাইরের জেলার মানুষদের কাছে এটি জনপ্রিয় সেলফি পয়েন্টও বটে! ২০১৭ সালে নিউটাউনের বিগ-বেন টাওয়ারের আদলে এর আধুনিক সংস্কার করা হয়েছিল, যা দেখতে তখন ভিড় জমেছিল শহরবাসী ও আগন্তুকদের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল হয়ে পড়েছিল ঘড়িটি। অবশেষে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ীর উদ্যোগে ঘড়িটি ফের চালু করা হয়। ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শোনা মাত্রই শহরের মানুষ ছুটে এসেছে ঘড়ি মোড়ে... কেউ ভিডিও করছেন, কেউ ছবি তুলছেন, কেউ আবার শুধু দাঁড়িয়ে শুনছেন সেই বহুদিনের পরিচিত সুর। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, ''এই ঘড়ি আমাদের শহরের অন্যতম প্রতীক। ঘড়িটি ফের চলতে শুরু করায় পুরসভাকে ধন্যবাদ।'' পুরনো সেই ঘড়ি নতুন সাজে ফিরে আসায় মালবাজার যেন ফের নিজের ছন্দ ফিরে পেল।

DAINHAT MUNICIPALITY

Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-41/DM/ENGG/2025-2026 DATE-04/12/2025
E-NIT no-42/DM/ENGG/2025-2026 DATE-08/12/2025
E-NIT no-43/DM/ENGG/2025-2026 DATE-08/12/2025
For Details Visit: http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municip

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিজয় মাহাতো, পিতা- সিবালক মাহাতো, সাং- ৩০ / ৩০ এফ এন, পোঃ-নোজাই গঞ্জ, থানা- সিলুয়া, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২৪।০৮।২০২৩ তারিখে রাজিষ্ট্রি সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত নং দলিল দ্বারা জানা পিতা- শীতল চন্দ্র জানা নিকট হইতে সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মৌজায় জে. এল. ০৮ নং, এল. আর. ৬৩৩ নং খতিয়ানে এল. আর. ২০৬ নং দাগে খালি মাপন্ন ০৪ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগণ বিগত ইংরাজী- ১৬।০৭।২০০৯ তারিখে রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৩২৫৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সাঁকরাইল বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন আবেদনকারীর নামে হইয়া যাইবেক।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP at Gabtala Math(Ground) Behind Rabindra Bhaban, Krishnanagar, Nadia District on 11.12.2025" [Job No. KIT/RW/106 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-072/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : 10.12.2025 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer,
PWD Kolkata IT Division

Office of the Moukhali Gram Panchayat
Bishnupur-II, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender No. MGP/580/2025

Sealed Tender is invited by the undersigned through E-tendering for U Construction of Guard Wall. Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before 17/12/2025 up to 5.00 PM. Date of Opening of Tender 18/12/2025 at 3.00 P.M.

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Quotation for "Supply, installation, testing and commissioning of 6 nos 1.5 TR Split type 3 star rating AC machines at Desh Bandhu Nagar Hospital and ward office no-38 under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE,(E&M) Deptt. BMC vide NIQ No. 09/PHE(E&M)/BMC (1st Call) Dated: 02-12-2025 & Tender ID: 2025_MAD_965866_1 details are available with office of Executive Engineer PHE(E&M) Bidhannagar Municipal Corporation. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: https://wbtenders.gov.in. Last date of Bid submission (online): 03/01/2026 up to 3:00 pm.

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)

NOTICE INVITING E-TENDER No. 1029/ABUJ-I/2025, Dated: 08/12/2025 (Tender Ref. ID No. (1) 2025_ZPHD_970497_1, (2) 2025_ZPHD_970497_2, (3) 2025_ZPHD_970497_3, (4) 2025_ZPHD_970497_4

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the 4(Four) different works. Last date of submission of Bid 09/01/2026 up to 01.30 p.m. Technical Bid Opening Date 13/01/2026 at 02.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

মিউটেশন বিজ্ঞাপনদাতার নামঃ- **অনিতা টিমসিনহা**
আমোক্তার দাতাঃ- **পরি প্রধান**
আমোক্তার নামা নংঃ I 3623 তাং 2025
আমোক্তারনামা বলেকৃত দলিল নং ও জমির তফসিলঃ- I 5316 তাং- 13/11/2025
ব্লক-খড়িবাড়ি, দর্জিলিং
দাগ- 400, খতিয়ান-318
মৌজা- যাক্র (জে.এল-৬১)
উপরিউক্ত তফশিলে উল্লেখিত দলিলবলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে BL& LRO অফিস, খড়িবাড়ি দর্জিলিং এ যোগাযোগ করুর।
বিজ্ঞাপন দাতা - **অনিতা টিমসিনহা**

শৌচাগারের সাব ট্যাঙ্কে মাদক লুকিয়ে ব্যবসা, গ্রেফতার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর ঃ শৌচাগারের সাব ট্যাঙ্কে মাদক লুকিয়ে চালানো হচ্ছিল ব্যবসা! পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার মহিলা মাদক ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কির গন্ডোগোল এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। খড়িবাড়ির ইন্দো নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি কার্যত মাদকের আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। এখানেই একটি ঘরের শৌচাগারের সাব ট্যাঙ্কে মাদক লুকিয়ে চলছিল ব্যবসা! দার্জিলিং জেলা পুলিশের অভিযানে মহিলা মাদক কারবারির বাড়ির শৌচাগারের সাব ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে উদ্ধার হল ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। গ্রেফতার মহিলা মাদক ব্যবসায়ী। ধৃতের নাম সাদিকা খাতুন। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পানিট্যাঙ্কির গন্ডোগোল এলাকায় হানা দিয়ে মহিলা মাদক কারবারি বাড়ির শৌচাগারের সাব ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে তিন প্যাকেটে মোট ৩০৬ গ্রাম মাদক উদ্ধার করেন তাঁরা। সেই সঙ্গেই ধৃতকে NDPS মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলা দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকদিন ধরেই তিনি মাদকের ব্যবসা করতেন। এদিন ধৃত মহিলাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। মহিলার সঙ্গে জড়িতদেরও খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

ঘরে ফিরছে দলমার হাতির দল, নতুন চিন্তা চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ ডিসেম্বর ঃ ৪ মাস পর ফের দলমার পথ ধরল বাঁকুড়ায় আসা হাতির দল। ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে দফায় দফায় মোট ৬৩ টি হাতি বড়জোড়ার সাহারজোড়া ও পাবয়ার জঙ্গল ছেড়ে পুরনো রুটে ফিরতে শুরু করে। আলু বসানোর এই মরসুমে হাতির দল ফিরতে শুরু করায় ফেরার পথে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় অনেক মানুষ। প্রতি বছরের রুটিন মাফিক চলতি বছরও আগাস্ট মাসের গোড়ার দিকে খাবারের খোঁজে দলমা থেকে এই রাজ্যে এসে পৌঁছায় ৬৩টি হাতির দল। গজরাজদের সেই দল পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে সটান বাঁকুড়ার বড়জোড়া বনাঞ্চলের পাবয়া ও সাহারজোড়া এলাকায় উপস্থিত হয়। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে হাতির দল ঘুরে বেড়ালে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে ফসল ও সাধারণের সম্পত্তিহানির পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় প্রাণহানির ঘটনাও।

নাড়া পুড়িয়ে চাষীরা নিজেরাই ডেকে আনছেন নিজেদের সর্বনাশ, সবটা বুঝিয়ে বললেন বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ ডিসেম্বর ঃ এ যেন এক নতুন ট্রেন্ড! আগের মতো কেউ আর হাতে ধান কাটেন না, খড়ও নিয়ে যেতে হয় না বাড়িতে। স্বাভাবিকভাবে নিজের জমিতে পড়ে থাকা খড়ে আগুন লাগিয়ে দেন বহু মানুষ। আজ থেকে এক দশক পিছনে গেলেই দেখা যাবে পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো রাজ্যে নাড়া পোড়ানোর বেশ চল ছিল। কড়া পদক্ষেপও নিয়েছে প্রশাসন। বেশ কয়েক বছর ধরে পাঞ্জাব, হরিয়ানার সেই ট্রেন্ড ধরে রাখছে বাংলা। ফসল উঠলেই খড়গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত নানা কারণ অবহেলা করেই কৃষকদের এই অসচেতনতার ছবির সামনে এসেছে। শুধু পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তা নয়, খেসারত দিতে হচ্ছে অন্যান্য চাষীদেরও। সম্প্রতি একাধিক জায়গা থেকে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা সামনে এসেছে। কখনও দাঁতন, কখনও নারায়ণগড়, কখনও আবার চন্দ্রকোনা বা দাসপুর এলাকায় নাড়া পোড়ানোকে ঘিরে বেশ কয়েক বিঘা এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এমন ঘটনা সৃষ্টি করছেন কতিপয় চাষিরা। তাতেই পুড়ে ছাই হচ্ছে সোনালী ফসল। উর্বরতা হারাচ্ছে চাষের জমি। তাতেও যেন থোড়াই কেয়ার! সম্প্রতি পিংলায় নাড়াতে লাগানো আগুন থেকে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অনুমান করা হয়, বেশ কয়েকশো বিঘা জমিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, মাঠে শুকোতে দেওয়া ধানও নাড়ার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরিস্থিতির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার দুজিপুর এলাকায় এক কৃষকের নাড়া পোড়ানোর কারণে অনিয়ন্ত্রিত আগুন ছড়িয়ে কয়েক বিঘা ফসল ভস্মীভূত হওয়ার

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শুধু ধান পুড়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে আরও একাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ অন্যান্য কৃষকদের। তবে পরিবেশপ্রেমীরা জানাচ্ছেন, নাড়া পোড়ানোর কারণে উর্বরতা হারাচ্ছে ধান চাষের জমি, ক্ষতি হচ্ছে অন্যান্য কৃষকদের, দূষিত হচ্ছে বাতাস। রাজ্যের একের পর এক ব্লকে নাড়া পোড়ানো ট্রেন্ড বাড়ছে। বারংবার সংবাদমাধ্যম, প্রশাসন, কৃষি বিভাগের তরফ থেকে সচেতনতামূলক আয়োজন করা হলেও পরোয়া করছেন না বেশ কয়েকজন কৃষক। তার খেসারত গুনতে হচ্ছে অন্যদের। বিধ্বংসী এই ট্রেন্ডের শেষ কোথায়, তা জানে না কেউই।

বাজার ছেয়েছে আধুনিক কম্বল, ম্যাট্রেসে! চাহিদা কমেছে লেপ- তোষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ডিসেম্বর ঃ শহরের বুক থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এক পুরনো

পেশার অস্তিত্ব। শীতের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইলে, একসময় বাংলার গলি- মহল্লায় তাল মিলিয়ে বেজে উঠত ধুনকরদের ধুনার সুর। তুলোর স্তূপের ওপর কাঠের পাটাতন পড়তেই মিহি তুলো উড়ে বেড়াত বাতাসে। যেন শীতকে স্বাগত জানাত একটা আলাদা উৎসব। সেই শব্দ, সেই গন্ধ, সেই উষ্ণতা ছিল বাঙালির শীতের অনিবার্য অংশ। কিন্তু সময় বদলেছে। বাজার ভরিয়ে ফেলেছে কারখানায় তৈরি কম্বল, ম্যাট্রেস, রেডিমেড ব্ল্যাঙ্কেট। পুরনো সেই পরিচিত শব্দ এখন মিলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির ভাঁজে। তবুও শীত এলেই শিলিগুড়ির মালাগুড়ি, তুলাপট্টি কিংবা শহরের কোণে-কাছে এখনও দেখা যায় কয়েকজন কারিগরের শেষ লড়াই। তুলো স্তূপ করে, চ্যাপ্টা কাঠের পাটাতনে ধুনতে ধুনতে তাদের হাতের ছন্দে আজও উড়ে বেড়ায় নরম তুলোর রোঁয়া। তারপর সেই তুলো বন্দি হয় রঙিন খোপকাটা কভারের ভেতর, সুঁই-সুতোর সূক্ষ্ম ঘায়ে জন্ম নেয় বাঙালির অতি পরিচিত লেপ-তোষক। আরামদায়ক উষ্ণতার এক পুরনো স্মৃতি। কিন্তু আজ সেই দৃশ্য প্রায় বিলুপ্ত। যারা কাজ করছেন, তাদের অধিকাংশই ভিন জেলা বা রাজ্য থেকে আসা। আর তাদের কণ্ঠেও আজ ঘুরপাক খাচ্ছে হতাশা। শিলিগুড়ির এক কারিগর জানালেন বহু বছর ধরে তিনি এই পেশায়। কথায় প্রকাশ পায় তার উদ্বেগ। তিনি বলেন, এখন আর পাহাড় থেকে অর্ডার আসে না। আগে নতুন হোটেল বা হোমস্টে খুললেই লেপ-তোষকের চাহিদা থাকত। এখন সবাই রেডিমেড ম্যাট্রেস কিনছে। আধুনিকতার ভিড়ে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। তার ওপর আবহাওয়ার খামখেয়ালি। শীত আসে দেরিতে, যায় তাড়াতাড়ি। সবমিলিয়ে পেটের ভাত জোগানো মুশকিল হয়ে গেছে। একই সুর শোনা গেল এই পেশার সঙ্গে যুক্ত আরও কারিগরের কণ্ঠেও। তিনিও বলেন, আগে ছ'-সাতজন মিলে কাজ করতাম। এখন দুই-তিনজনও পাওয়া যায় না। নতুন প্রজন্ম আসতে চাইছে না। এই কাজ বাদে কিছুই জানি না। তাই একাই এখনও পড়ে আছি, কিন্তু খুব কষ্টে দিন কাটছে। তবুও, প্রতিদিন শীতের কুয়াশা যখন নেমে আসে শিলিগুড়ির রাস্তায়, তখন কোথাও না কোথাও ধুনার সেই টুপটাপ শব্দ এখনও ভেসে ওঠে। সেটা হয়ত খুবই ক্ষীণ। কিন্তু জানিয়ে দেয়, লেপ-তোষক তৈরির এই শতবর্ষী ঐতিহ্য এখনো পুরোপুরি হাল ছাড়েনি। সময়ের দাপটে লড়াই করে, টিকে থাকার চেষ্টায় এখনও বেঁচে আছে বাঙালির উষ্ণতার সেই পুরনো কারিগরি।

মিলে অভিযান চালাল পুলিশ, ভেজাল হলুদ সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামশেরগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর ঃ বাজারে পাওয়া কিছু হলুদে অস্বাভাবিক রঙ দেখে ভেজাল হলুদ মিলে পুলিশের হানা। পুলিশি তদন্তে হলুদ মিল থেকে বিপুল পরিমাণে ভেজাল হলুদ তৈরির বিভিন্ন সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার দুই। সামশেরগঞ্জে ফের ভেজাল হলুদ মিলে হানা। ভেজাল হলুদ প্রস্তুতির অভিযোগে মিলে অভিযান চালাল পুলিশ। সোমবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষের নেতৃত্ব পুলিশের একটি বিশেষ টিম নতুন ডাকবাংলা সংলগ্ন হলুদ মিলে হানা দেয়। সেখানে মিলের ভিতরে বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের পচা হলুদ মজুত রয়েছে। পাশাপাশি ভেজাল হলুদ তৈরি করার বিভিন্ন সামগ্রীও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার বাজারে নিম্নমানের হলুদ বিক্রি হওয়ার অভিযোগ উঠছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বাজারে পাওয়া কিছু হলুদে অস্বাভাবিক রঙ দেখা যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই সোমবার এই মিলে হানা দেয় পুলিশ। মিল থেকে যে পরিমাণ ভেজাল হলুদ উদ্ধার হযেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছে তদন্তকারী অফিসাররা। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে হলুদ, রঙ মেশানোর উপকরণ, কিছু রাসায়নিক এবং হলুদ গুঁড়ো করার মেশিন। পুলিশের সন্দেহ, দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ভেজাল হলুদ তৈরি করে তা এলাকার বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে মিলের দুই কর্মীকে আটক করা হয়েছে। তবে মিলের মালিক সামসুদ্দিন পলাতক বলে জানা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক মালিক সামসুদ্দিনকে ধরতে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বস্ত করেছে প্রশাসন। স্থানীয় মানুষজনের দাবি, এধরনের ভেজাল খাদ্য মিলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পুরো ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

Office of the Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: **1. NIT No:- 22/APAS/2025/Dev., Date: 09.12.2025** under APAS, **vide Memo No: 4733(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 09.12.2025,** Total No. of **Scheme 17 (Seventeen) nos**. Last date of Application : **16.12.2025 upto 6.00 pm.** Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block,
Ahiran, Murshidabad

OFFICE OF THE
AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist- Murshidabad, PIN-742223
NOTICE INVITING QUOTATION No. 08/APAS/2025-26

Sealed Quotation are invited from bonafide and experienced contractors for the total **28(Twenty Eight)Nos.** works under APAS 2025-26 fund. Date & Time of submission of Application up to **16.12.2025 at 1.00 pm**. Date & Time for opening of Quotation **18.12.2025 after 2.00 pm**. For Details please visit office of the undersigned of visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Ahiran Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/এফআরপি ক্যাব/মেমু/০৬/২৫-২৬, তারিখ ০১.১২.২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-৭৪৩১৪৫, নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং :** ইপিডি/ডব্লু/কন/এফআরপি ক্যাব/মেমু/০৬/২৫-২৬। **কাজের নাম এবং স্থান :** মেমু মোটর কোচের কর্মী বান্ধব ড্রাইভার কেবিনের এফআরপি প্রস্তুত রেট্রো-ফিটমেন্টের উন্নয়ন, পরিমাণ - ৫০টি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৩,৩০,১১,৮৩৬ টাকা। **ই-পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির মাধ্যমে বিড সিকিউরিটি রাশি জমা করতে হবে :** ৩,১৫,১০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের এল নং ২০২২/সিই-।/সিটি/জিসিসি-২০২২/পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২২ (অগ্রিম সংশোধনী স্লিপ নং ৫, তারিখ ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উল্লিখিত রাশির বিড সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসেবেও জমা করতে পারবেন। বিড জমা করার অন্তিম তারিখের মধ্যে ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কেপিএ-র নিকট মূল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হবে (অর্থাৎ বিড জমার শেষ তারিখ ব্যতীত)। বিজি বন্ডের বয়ান জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-তে উল্লিখিত আছে। এই বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য টেন্ডারারদের জিসিসি-এপ্রিল'২০২২ (সংশোধন সহ) দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-এর পার্ট-১-এর ক্লজ নং ৩ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্ম সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। **কাজ শেষের মেয়াদ** ২৪ মাস। **দর জমা শুরুর তারিখ:** ১০.১২.২০২৫। **দর জমা শেষের তারিখ :** ২৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৪৫ মিনিট। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় :** ২৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখানে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাবে :** www.ireps.gov.in (MISC-319/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ১৮৮_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে পূর্ব রেলওয়ের ইয়ার্ড ও আশপাশের এলাকার জন্য ড্রোন/ইউডিএআর এবং ডিজিপিএস/টিএস, মানবরহিত এরিয়াল সিস্টেম (ইউএএস) ও স্টিরিও ফটোগ্রামেট্রি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমান প্ল্যান সংশোধন করে ইয়ার্ড প্ল্যান তৈরি ও পূর্ব রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সেটির অনুমোদন এবং সিএডি ফরম্যাট ও পিডিএফ ফরম্যাটে ডেলিভারি করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪৬,৯৯,০৫৮.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৯৪,০০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ১৮৯_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ৩১টি রেলওয়ে ইয়ার্ডে ড্রেনেজ প্ল্যান তৈরি করার জন্য সামগ্রিক ড্রেনেজ স্টাডি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪৯,৭১,৬৬২.৮২ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৯৯,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ১৯০_২০২৫-২৬, তারিখ ০৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** পিডব্লুআই/পশ্চিম বিডব্লুএন শাখায় ২টি (ইউনিট-৫ ও ইউনিট-১) এবং পিডব্লুআই/পূর্ব বিডব্লুএন শাখায় ৩টি (ইউনিট-২, ইউনিট-৫ ও ইউনিট-৬) গ্যাং হাটের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৯৭,৭৪,১৬২.৩৮ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৯৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৬ মাস (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং ১২ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-440/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PRADHAN
AMGACHIA GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR–I PANCHAYAT SAMITY
KRISHNARAMPUR, P.O.- AMGACHIA, DIST.- SOUTH 24 PGS, PIN
email id :amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER

Applications are invited from bonafied contractors/agencies Tender bearing no. **697,698,699/AGP/TN/2025** on 08.12.2025 under APAS fund. The Last date for submission of Bids for NIT is **17.12.2025**. The opening schedule for NIT has been fixed on **19.12.2025**.

Sd/- Prodhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of The HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK

NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HZP/ULU/HAT-1/APAS/E-NIT-4/2025-26, (2) WB/HZP/ULU/HAT-1/APAS/E- NIT-5/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for total **24 (twenty Four)** Nos. different works. Last date of submission of Bid **up to 07.01.2026 (06.01.2026 for NIeT-4) at 11.00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **09.01.2026 (08.01.2026 for NIeT-4) at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রঞ্জিত কুমার সাউ পিতা- অশোক সাউ গত ২০।০৮।২৫ তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-9527 (বুক নং 1) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনি বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী অমিত রায় পিতা- সমীর রায় নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল 194, 195,196 দাগে হাল 4609, 4610, 4611 নম্বর খতিয়ানে 60 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি-জগাছা বি.এল.এন্ড.এল. আর.ও অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

E-TENDER NOTICE OF BHAGABATIPUR GTRAM PANCHAYAT

E-tenders are invited online through **https://wbtendens.gov.in** by the Prodhan Bhagabatipur Gram Panchay at Bhagabatipur, Hooghly for Vide **NIT NO.032/15/BGP/2025-26 DATED:08/12/2025(FOR 1NOS OF SCHEME) Vide NIT NO 033/15TH/BGP/2025-26 DATED:08/12/2025(FOR 3NOS OF SCHEME).**
Bid submission last date (online): **07/01/2026 at 10:00 AM** Technical bid opening date: **09/01/2026 at 10:00 AM** Details information is available at this office within working days.

Thanking You
Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No.	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T -BDO/SNK/eNIT-62/APAS-25-26/ 2025-26, Sl. No.-01 TO 10	2025_ZPHD_500354_1 2025_ZPHD_500354_2 2025_ZPHD_500354_3 2025_ZPHD_500354_4 2025_ZPHD_500354_5 2025_ZPHD_500354_6 2025_ZPHD_500354_7 2025_ZPHD_500354_8 2025_ZPHD_500354_9 2025_ZPHD_500354_10	13/12/2025	15/12/2025

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

OFFICE OF THE
BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT
POST: BANIPUR, P.S.: SANKRAIL, DIST.: HOWRAH
E-mail: banupur1gp@gmail.com

Tender Notice

Banupur-I Gram Panchayat has invited **Twelve (12) Nos** of e-Nit for APAS Scheme Vide **NIT No: Banu-1/e-Nit/617-619 & 01 (one) no** e-Nit for BEUP Fund on dt-08/12/2025 for year 2025-2026, and 3 Nos Re-Tender Scheduled to be open on **09/1/2026 (at 3 PM)** and last date of bid Submission is on **07/1/2026.** For more details, please visit on:- **https://wbetenders.gov.in**

Prodhan
Banupur 1 Gram Panchayat

ডিমান্ড নোটিশ

যেহেতু অ্যাসেট **রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের** অনুমোদিত কর্মকর্তা (নিম্নলিখিত ট্রাস্টগুলির জন্য ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন) (এখন থেকে ARCIL হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখন থেকে SARFAESI অ্যাক্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর সাথে একটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত এবং যেখানে নীচে উল্লিখিত চার্টের কলাম নং ২ এ উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতারা মূল ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছেন এবং যেখানে ARCIL নীচে উল্লিখিত ঋণ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদ অর্জন করেছে এবং যেখানে ARCIL SARFAESI আইনের অধীনে সুরক্ষিত পাওনাদার এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ২ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি নোটিশ জারি করেছে, যাতে তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারে। নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণের উপর নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত সুদ সহ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কারও কারও উপর নোটিশ জারি করা যায়নি।

ক্রম নং	ল্যান নম্বর / মূল ব্যক্তির নাম ঋণদাতা / চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ / ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	মোট বকেয়া চাহিদা অনুসারে ভারতীয় রুপিতে বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	LAN PR01143117 মূল ঋণদাতা SBFC FINANCE LIMITED চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ট্রাস্টের নামঃ ARCIL	শ্রীমতি শীতলা ভাণ্ডার অভিজিৎ জানা গীতা জানা	২১।০৯।২০২৪ তারিখের হিসাবে ২০,৭৬,৬২৪ /- টাকা (কুড়ি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শো চব্বিশ টাকা)	স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত অংশ - ৫৮০ বর্গফুট আয়তনের চারটি দোকান এবং প্রথম তলায় পাঁচটি দোকানের সমস্ত অংশ, যার আয়তন কমবেশি ৯৭৭ বর্গফুট, যার সমান অংশ এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যার পরিমাণ ২.৪ দশমিক পরিমাণ এবং তার উপর কাঠামো রয়েছে এবং এটি একাবারপুর মৌজায় অবস্থিত, যা জেএল নং ৬৩ এলআর খতিয়ান নং ১৭১, নিউ এলআর খতিয়ান নং ১৭২০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৭৩, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন নং-৭১১ ৩০২ লস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। উপরে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তিটি পূর্ব-পূর্ব-প্রশান্ত জানার সম্পত্তি-উত্তর-দক্ষিণ জলধর জানা।

অতএব, উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে উপরে দেখানো মোট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অতিরিক্ত সুদ সহ মোট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ARCIL উপরে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য ধারা ১৩(৪) এর অধীনে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে, আইন এবং এখানে প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত অন্যান্য পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদানের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আপনাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) এ বর্ণিত, বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় Arcil কর্তৃক প্রদত্ত সম্পূর্ণ পরিমাণ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধের মাধ্যমে উক্ত বন্ধকটি খালাস করা যেতে পারে।
মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের S- 13 (13) অনুসারে, আপনাকে এতদ্বারা বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পত্তি হস্তান্তর এবং / অথবা লেনদেন থেকে বিরত রাখা হচ্ছে।

তারিখঃ ১০।১২।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ট্রাস্টি হিসেবে)

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
সিআইএন নং-U65999MH2002PLC134884 ওয়েবসাইটঃ www.arcil.co.in
নিবন্ধিত অফিসঃ দ্য রুবি, ১০ম তলা, ২৯ সেনাপতি বাপত মার্গ, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই- ৪০০০২৮
টেলিফোনঃ + ৯১ ২২৬৬৫৮১৩০০ www.arcil.co.in

কোভ রেঞ্জার্স এফসিতে নিজেকে মেলে ধরতে চান গ্রেগ স্টুয়ার্ট

আবেরডিন, ৯ ডিসেম্বরঃ গত ২০২৪-২০২৫ ফুটবল সিজনের শুরুতে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে দলে টেনে সকলকে চমকে দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বলাবাহুল্য তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলেছিল দলের আপফ্রন্টকে। ২০টি ম্যাচ খেলে ৩টি গোলের পাশাপাশি ৫টি অ্যাসিস্ট ছিল এই হাইপ্রোফাইল তারকার। বলাবাহুল্য, সেই সুবাদেই গতবার দলের হয়ে আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের পাশাপাশি লিগ কাপ ও জয় করেছিলেন এই তারকা। এক কথায় যা অনবদ্য সাফল্য। তবে চলতি বছরের মার্চ এই মাসের শেষেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয় ময়দানের এই প্রধানের। পরবর্তীতে তাঁকে দলে রাখার পরিকল্পনা থাকলে ও চোট আঘাত জনিত সমস্যায় তাঁর বিকল্প খোঁজার কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই তাঁকে নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব চেন্নাইয়িন এফসি। তৎকালীন কোচ ওয়েন কোয়েলের অন্যতম পছন্দের ফুটবলার ছিলেন এই স্কটিশ তারকা। স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। যা কিছুটা হলেও হতাশ করেছিল দক্ষিণের সেই ফুটবল দলকে। অবশেষে গত নভেম্বরের শেষের দিকেই স্কটল্যান্ডের তৃতীয় টায়ারের ফুটবল দল কোভ রেঞ্জার্স এফসির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই সেই দলের হয়ে খেলে ফেলেছেন কয়েকটি ম্যাচ। এখনও পর্যন্ত গোলের দেখা না পেলেও আসন্ন ম্যাচে গোলে ফিরতে চান বছর পঁয়ত্রিশের এই সেন্টার ফরোয়ার্ড।

হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৪ উইকেট ছিনিয়ে নির্বাচকদের চ্যালেঞ্জ মহম্মদ শামির

হায়দরাবাদ, ৯ ডিস্বেরঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে আবারও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নজর কাড়লেন মহম্মদ শামি। এবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে। স্পষ্ট বার্তা দিলেন নির্বাচকদের। বাংলার অভিজ্ঞ পেসার ৪ ওভারে ৩০ রান খরচ করে নিলেন ৪ উইকেট। হরিয়ানা নির্ধারিত ২০ ওভারে তুলেছিল ৯ উইকেটে ১৯১। টুর্নামেন্টে এটি সামির টানা তৃতীয় ম্যাচ যেখানে তিনি ৩ উইকেট বা তার বেশি নিয়েছেন। এর আগে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ৪/১৩, পুদুচেরির বিরুদ্ধে ৩/২৪। ধারাবাহিক এই সাফল্য তাঁকে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় তিন নম্বর স্থানে তুলে দিয়েছে। যদিও তাতে বাংলা, যারা টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার এড়াতে ব্যর্থ, তাদের খুব একটা উপকার হয়নি! এখন পর্যন্ত ৭ ইনিংসে সামির ঝুলিতে ১৬ উইকেট। গড় ১৪.৯৩, ইকনোমি রেট ৮.৯০। সেরা বোলিং ৪/১৩। দেশের হয়ে অনেকদিন দেখা যায়নি। ফিটনেস এবং আরও বহুবিধ অছিলায় দলের বাইরে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই শামির

সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে-এমন ফর্ম নিয়েও কেন জাতীয় টিমে সুযোগ পাচ্ছেন না অভিজ্ঞ পেসার? শুধু ওয়ানডে নয়, টেস্টেও একইভাবে ব্রাত্য শামি। লাল বলে শেষ ম্যাচ ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল-যেখানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। এরপর আর কোনও ফরম্যাটেই ডাক মেলেনি। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর আগেই জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে বাংলার বোলারকে বাদ দেওয়া হয় ফিটনেসজনিত কারণে। তার আগে শামির সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছিল বলেও জানান তিনি। শামির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স কিন্তু অন্য ছবি মেলে ধরছে। সেপ্টেম্বর মাসে দলীপ ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই ঘরোয়া ময়দানে নিয়মিত খেলছেন তিনি। রঞ্জি ট্রফিতে চার ম্যাচে নিয়েছিলেন ২০ উইকেট। স্রেফ দীর্ঘ ফরম্যাট নয়, টি-২০-তেও সমানতালে নিজের ধার দেখিয়ে চলেছেন। সব মিলিয়ে বার্তাটা পরিষ্কার-ফিটনেস বা ছন্দ কোনওটাই সমস্যা নয়। লম্বা রানআপে দৌড়চ্ছেন, কড়া লেংথে বল ফেলছেন, ব্রেকথ্রুও এনে দিচ্ছেন। এখন দেখার, নির্বাচকরা ষামির এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দিয়ে কত জলদি জাতীয় দলের পথ খুলে দেন।

৩৫০ ক্রিকেটারকে নিয়ে আইপিএল নিলাম

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বরঃ আইপিএলের আগামী মরসুমের আগে নিলামে নাম লিখিয়েছিলেন ১৩৯০ ক্রিকেটার। কিন্তু নিলামের আগে হাজারের বেশি ক্রিকেটারকে ছাঁটাই করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নিলামে নামছেন ৩৫০ ক্রিকেটার। ১৬ ডিসেম্বর আইপিএলের নিলাম। এ বারও দেশের বাইরে হবে নিলাম। সৌদি আরবে বসবে আসর। তার আগে ক্রিকেটারদের তালিকা জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এই ৩৫০ ক্রিকেটারের মধ্যে ভারতীয় দলে খেলা ১৬ জন রয়েছেন। বিদেশের বিভিন্ন জাতীয় দলে খেলা ৯৬ জন ক্রিকেটার নামছেন নিলামে। এ ছাড়া ২২৪ জন ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটার ও ১৪ জন ঘরোয়া বিদেশি ক্রিকেটারদেরও রাখা হয়েছে নিলামের তালিকায়। সেখানে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ আয়ার। তাঁর ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে ২ কোটি টাকা। এ বারের নিলামে মোট আটটি ক্যাটেগরিতে ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে উপরের ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্য ২ কোটি টাকা। এই ক্যাটেগরিতে ৪০ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। দ্বিতীয় ক্যাটেগরিতে রয়েছেন ৯ জন ক্রিকেটার। এই ক্যাটেগরির ন্যূনতম মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটেগরি পর্যন্ত ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১ কোটি ২৫ লক্ষ, ১ কোটি, ৭৫ লক্ষ, ৫০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় থেকে অষ্টম ক্যাটেগরিতে ক্রিকেটার রয়েছেন যথাক্রমে ৪, ১৭, ৪২, ৪, ৭ ও ২২৭ জন। নিলামে নজর থাকবে প্রথম পাঁচটি সেটের উপর। এই পাঁচটি সেটেই রয়েছেন প্রথম সারির ক্রিকেটারেরা। প্রথম সেটে রয়েছেন ব্যাটারেরা। তাঁরা হলেন- ডেভন কনওয়ে, জেক ফ্রেজার ম্যাকগুর্ক, ক্যামেরন গ্রিন, সরফরাজ খান, ডেভিড মিলার ও পৃথ্বী শ। দ্বিতীয় সেটে অলরাউন্ডারেরা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন- গাস অ্যাটকিনসন, ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ, দীপক হুডা, বেঙ্কটেশ আয়ার, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইয়ান মুল্ডার ও রাচিন রবীন্দ্র। তৃতীয় সেটে উইকেটরক্ষকদের রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন- ফিন অ্যালেন, জনি বেয়ারস্টো, শ্রীকর ভরত, কুইঃটন ডি'কক, বেন ডাকেট, রহমানুল্লা গুরবাজ ও জেমি স্মিথ। চতুর্থ সেটে জোরে বোলারদের তালিকায় রয়েছেন- জেরাল্ড কোয়েজি, আকাশদীপ, জেকব ডাফি, ফজলহক ফারুকি, ম্যাট হেনরি, স্পেনসার জনসন, শিবম মাভি, অনরিখ নোখিয়ে ও মাথিশা

পাথিরানা। পঞ্চম সেটে রয়েছেন স্পিনারেরা। সেখানে জায়গা পেয়েছেন- রবি বিশ্নোই, রাহুল চহর, আকিল হোসেন, মুজিব উর রহমান ও মাহিশ থিকশানা। নিলামে ১০ দল সর্বাধিক ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জন বিদেশি। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু নিলাম। সবচেয়ে বেশি ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে নিলামে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

আগামী মরসুমে ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে খুশি সন্দেশ

পানাজি, ৯ ডিসেম্বরঃ গত রবিবার সন্ধ্যায় সুপার কাপের ফাইনালে নেমেছিল এফসি গোয়া। নিজেদের ঘরের মাঠেই তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। খাতায় কলমে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাবটি। স্বাভাবিকভাবেই দলের জয় নিয়ে ব্যাপক আশাবাদী ছিলেন সমর্থকরা। তবে সেদিন ম্যাচে লড়াইটা খুব একটা সহজ ছিল না গোয়ার জন্য। প্রথম থেকেই যথেষ্ট আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছিল লাল-হলুদ ফুটবলারদের। যদিও গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। প্রথমার্ধের অমীমাংসিত ফলাফলের পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের চাপ বাড়িয়েছিল গোয়া শিবির। তবে তাঁদের পক্ষে গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। দেজান ড্রাজিচ থেকে শুরু করে ব্রাইসন ফার্নান্দেজের মতো ফুটবলাররা একাধিকবার গোলের সহজ সুযোগ পেলে ও সেগুলি কাজে লাগাতে পারেননি। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের অন্যতম ভরসাযোগ্য দুই তারকা তথা আনোয়ার আলি এবং কেভিন সিবিলেদের সক্রিয়তায় আটকে যেতে হয়েছিল বারংবার। স্বাভাবিকভাবেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ চলে গিয়েছিল অতিরিক্ত সময়ের দিকে। তবুও গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ম্যাচ চলে গিয়েছিল টাইব্রেকারে। সেখানে প্রথমদিকে ইস্টবেঙ্গল অ্যাডভান্টেজে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে মানোলো মার্কেজের ছেলেরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি গোয়ান সমর্থকরা। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চোটের কারণে তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান খেলতে না পারলেও আগামী সিজনে এই দলের জার্সিতে পুনরায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে খুশি তিনি। নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত কয়েকটি ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'এফসি গোয়ায় যারা বেঁচে আছেন এবং নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, যারা এই ক্লাবের সাথে যেকোনোভাবে যুক্ত, তাঁদের সকলের জন্য, এটি আপনার জন্য। গত পাঁচ মাস ছিল এক স্মরণীয় যাত্রা। আল সিবের বিপক্ষে সেই রাতের খেলা থেকে শুরু করে যে রাত আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিয়ে গিয়েছিল, মহাদেশীয় মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা, এবং এখন পরপর সুপার কাপ জেতা।' আরও লেখেন, 'আল নাসর খেলার উচ্ছ্বাস হোক বা সুপার কাপের বৃষ্টিতে ভেজা শুরু, প্রতিটি মুহূর্তেই আপনারা আমাদের সমর্থন করেছেন। আমরা একসাথে আরেকটি ট্রফি তুলেছি। এবং আবারও, আমরা আগামী মরসুমে এশিয়ায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাদের জায়গা নিশ্চিত করেছি। ক্লাবের জন্য। গোয়ার জন্য। প্রতিটি সমর্থকদের জন্য যারা কখনও বিশ্বাস করা বন্ধ করেনি।'

সেরি আর শীর্ষস্থানে তুমুল লড়াই, দারুণ জয়ে আবার চূড়ায় এসি মিলান

মিলান, ৯ ডিসেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার রাতে সেরি আর ম্যাচটি ৩-২ গোলে জিতেছে মিলান। বদলি নেমে জোড়া গোল করে তাদের জয়ের নায়ক

ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। লিগে টানা তৃতীয় জয়ে এসি মিলানের পয়েন্ট হলো ১৪ ম্যাচে ৩১। সমান পয়েন্ট নিয়ে রবিবার শীর্ষে উঠেছিল নাপোলি, গোল ব্যবধানে তাদের পেছনে ফেলল এসি মিলান। আর শনিবার নিজেদের ম্যাচে জিতে শীর্ষে উঠেছিল ইন্টার মিলান। সমান ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে এখন তারা আছে তৃতীয় স্থানে। অসুস্থতার কারণে তোরিনোর বিপক্ষে পুলিসিকের খেলার সম্ভাবনাই ছিল না। ম্যাচের আগে জ্বরে ভোগায় তাকে বেঞ্চে রেখে খেলতে নামে এসি মিলান। গত মাসে লাসিওর বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ায় এই ম্যাচে টাচলাইনে ছিলেন না দলটির কোচ মাক্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রিও। মাঠে নেমে শুরুটাও তাদের খুব খারাপ হয়। ম্যাচের দশম মিনিটেই নিকোলা ভ্লাসিচের পেনাল্টি গোলে পিছিয়ে পড়ে এসি মিলান, ডি-বক্সে দলটির ডিফেন্ডার তোমোরির হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পেয়েছিল তোরিনো। সাত মিনিট পর এসি মিলানের জালে আবার বল পাঠান দুভান জাপাতা। সেই ধাক্কা সামলে দ্রুতই একটি গোল শোধ করে সফরকারীরা। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে গোলটি করেন ফরাসি মিডফিল্ডার আদ্রিওঁ রাবিও। কিন্তু এরপরই আরেক ধাক্কা খায় এসি মিলান। চোট পেয়ে ৩১তম মিনিটে মাঠ ছেড়ে যান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রাফায়েল লেয়াও। এরপরও, আক্রমণে জোর দেয় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে চাপ আরও বাড়ায় কিন্তু গোলের দেখা মিলছিল না। একরকম বাধ্য হয়েই পুলিসিককে ৬৬তম মিনিটে মাঠে নামায় দলটি। এবং মাঠে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দলকে সমতায় ফেরান যুক্তরাষ্ট্রের এই ফরোয়ার্ড। ১০ মিনিট পর সতীর্থের আরেক ক্রসে ভলি করে দলকে জয়ের আনন্দে ভাসান তিনি।

এই সপ্তাহের মাঝামাঝিতেই শহরে লোবেরা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ গত মাসের শেষেই হোসে মোলিনাকে বিদায় জানিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তাঁর পরিবর্তে দলের দায়িত্বে এসেছেন সার্জিও লোবেরা। উল্লেখ্য, গত কয়েক সিজন ধরেই ওডিশা এফসির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি থাকলেও সেটি ছিন্ন করে এবার সবুজ-মেরুনের দায়িত্বে এসেছেন তিনি। পূর্বে এফসি গোয়ার পাশাপাশি মুম্বাই সিটি এফসির মতো ক্লাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ভারতের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএল জয় করার পাশাপাশি সুপার কাপের মতো টুর্নামেন্ট ও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এবার তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। যারফলে এবার বাকি সিজনটা এই নবনির্বাচিত কোচের তত্ত্বাবধানেই লড়াই করতে দেখা যাবে মোহনবাগান দলকে। সাময়িক বিরতির পর চলতি মাসের প্রথম দিন থেকেই ফের অনুশীলনে নেমেছে গোটা দল। প্রথমদিকে কয়েকজন ফুটবলার অনুপস্থিত থাকলেও সময়ের সাথে সাথেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল সকলকে। এমনকি আজ সপ্তাহের প্রথমদিনেই বাগান তাঁবুতে দেখা গিয়েছে অজি তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোসকে। তাঁকে নিয়ে খুশির আমেজ দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু কবে শহরে আসবেন সার্জিও লোবেরা। এখন সেই উত্তর খুঁজে চলেছেন সমর্থকরা। বলাবাহুল্য, গত কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল যে ভিসা জনিত সমস্যার দরুন ভারতে আসতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে এই স্প্যানিশ কোচের। তবে শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সব ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বরের এই নতুন সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই হয়তো শহরে এসে পৌঁছে যাবেন তিনি। বর্তমানে লোবেরার আশায় পথ চেয়ে বসে রয়েছে আপামর মোহন জনতা। এখনও পর্যন্ত রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায় সহ অন্যান্য সহকারীরা দলের অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করলেও খুব শীঘ্রই দলের দায়িত্ব নিতে দেখা যাবে লোবেরাকে।

অবশেষে অনুশীলনে নেমে পড়লেন দিমিত্রি পেত্রাতোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বরঃ ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সুপার কাপের ধাক্কা ভুলে এবার দেশের প্রথম ডিভিশন লিগে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে মেরিনার্সদের। একটা সময় পর্যন্ত প্রথম ডিভিশন লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে গত মাসের মাঝামাঝিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুশীলন বন্ধ করে দিলেও এবার ফের প্রাকটিস শুরু করেছে মোহনবাগান। যেখানে প্রথম দিন থেকেই মাঠে নেমেছেন দলের অধিকাংশ ফুটবলাররা। তবে হোসে মোলিনা এখন অতীত। দলের দায়িত্ব পেয়েছেন বর্তমানে সার্জিও লোবেরা। তবে নবনির্বাচিত কোচ সার্জিও লোবেরার ভিসা নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এখনও শহরে আসতে পারেননি তিনি। যারফলে আপাতত এই আইএসএল জয়ী কোচের পরিবর্তে বর্তমানে দলের দায়িত্ব পালন করছেন রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায়। এছাড়াও রয়েছেন সহকারী কোচেরা। তাঁদের তত্ত্বাবধানেই প্রথম দিনের অনুশীলন করে চলেছে সবুজ-মেরুন। যেখানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে জেসন

কামিন্স থেকে শুরু করে জেমি ম্যাকলারেন ও টম অলড্রেডদের মতো ফুটবলারদের। এক্ষেত্রে আলবার্তো রদ্রিগেজ প্রথম দিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত থাকলেও পরেরদিন থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগদান করেন স্প্যানিশ ফুটবলার। আসন্ন টুর্নামেন্টে এই বিদেশি ডিফেন্ডারের উপর ব্যাপক প্রত্যাশা রয়েছে সকলের। তবে সেই সময় দেখা যায়নি বাগান সমর্থকদের নয়নের মনি দিমিত্রি পেত্রাতোসকে। জানা গিয়েছিল ব্যক্তিগত কারণের জন্যই নাকি আরও কয়েকদিন ছুটি নিয়েছিলেন এই ফুটবলার। তবে শোনা যাচ্ছিল ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই শহরে চলে আসবেন তিনি। সেইমতো দিনকয়েক আগেই কলকাতায় পা রেখেছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছিল বেশকিছু বাগান সমর্থক। চলতি সিজনে এখনও পর্যন্ত নিজের সেরা ছন্দে ধরা দিতে পারেননি এই বাগান তারকা। তবে আগত টুর্নামেন্টে ও তাঁর উপর ভরসা রেখেছেন বাগান কোচ। সেইমতো এবার দলের সঙ্গে বল পায়ে নেমে পড়েছেন অনুশীলনে। কিছুক্ষণ আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি আপলোড করেছে মোহনবাগান। যা নিঃসন্দেহে স্বস্তি দিয়েছে সমর্থকদের।

সালাহর মন্তব্যের কড়া জবাব স্লটের, 'আমি শান্ত ও বিনয়ী, তবে দুর্বল নই'

এই ম্যাচের লিভারপুল স্কোয়াডে নেই মোহামেদ সালাহ। তবু যেন তিনি আছেন প্রবলভাবেই। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনের অনেকটা জুড়ে থাকলেন তো তিনিই! আর্না স্লটের সংবাদ সম্মেলনে মিনিট দশেক প্রশ্ন হলো কেবল দলে জায়গা হারানো তারকাকে নিয়েই। লিভারপুল কোচ উত্তর দিলেন সবকিছুর। তার কথায় যে কাঠিন্য মিশে থাকল, তাতে এই ক্লাবে সালাহর ভবিষ্যৎ এখন গুমোটই বলা যায়।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ৯ ডিসেম্বরঃ গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্রয়ের ম্যাচের পর মিক্সড জোনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সালাহ। ক্লাবের হয়ে 'এত কিছু করার পরও' প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া ও বলির পাঁঠা বানানোর অভিযোগ করেন তিনি। কোচের সঙ্গে যোগাযোগ ভেঙে পড়ার কথা জানান তিনি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করান ক্লাব কর্তৃপক্ষকে। লিভারপুলে আট বছরের পথচলায় ২৫০টি গোল করেছেন সালাহ। জিতেছেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ আটটি শিরোপা। সমর্থকদের কাছে তিনি প্রবল জনপ্রিয়, এই ক্লাবে হয়ে উঠেছেন আইকনিক চরিত্র। গত মরসুমে চুক্তি নিয়ে অবশ্য ক্লাবের সঙ্গে টানাপোড়েন তৈরি হয় তার। তবে মরসুমজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর গত এপ্রিলে দুই বছরের নতুন চুক্তি করা হয়। তবে চলতি মরসুমে নিজের সেরা চেহারায় নেই ৩৩ বছর বয়সী তারকা। গত কিছুদিনে তার নিজের পড়তি ফর্মের সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্লাবের দুঃসময়। সবশেষ তিন ম্যাচে তিনি সেরা একাদশে জায়গা পাননি, খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোটে ৪৫ মিনিটের মতো। এরপরই তার ওই ক্ষোভের বিস্ফোরণ। তবে ক্লাব যে সেটি মোটেও ভালোভাবে নেয়নি, তা ফুটে উঠেছে দ্রুতই। সোমবার স্লটের তত্ত্বাবধানেই দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন সালাহ। তবে পরে তাকে জানানো হয়, ইন্টার মিলানের বিপক্ষে মঙ্গলবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্কোয়াডে তাকে

রাখা হয়নি। মিলান সফরের ১৯ জনের বহরের বাইরে রাখা হয় তাকে। পরে সংবাদ সম্মেলনে স্লট স্পষ্ট করেই বলেন, ''মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সালাহকে দলে নেওয়া হয়নি। ম্যাচের পর সে যে মন্তব্যগুলো করেছে এবং যা বলেছে, একটা দিক থেকে আমার জন্য এসব চমক হয়েই এসেছে। তবে আমার মনে হয়, আমাদের ও আমার প্রতিক্রিয়াও পরিষ্কার এবং সেই কারণেই সে আজকে আমাদের সঙ্গে নেই।'' সালাহ অভিযোগ করেছিলেন, ''এটা পরিষ্কার যে, কেউ একজন চাইছে যেন সব দোষ আমার ওপর পড়ে।'' সেই কেউ একজন কি স্লটই? তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সরাসরিই। লিভারপুল কোচ বললেন, ''প্রশ্নটির উত্তর সালাহই দিতে পারবেন। এটা উত্তর তো কেবল মো নিজেই দিতে পারে। আমি হয়তো কিছু অনুমান করে নিতে পারি। তবে এই মুহূর্তে তেমন কিছু করা ঠিক হবে না। সে ওই মুহূর্তে কার কথা বুঝিয়েছে, আমার জন্য তা বলা কঠিন। আমরা তাকে জানিয়েছি যে, আমাদের সঙ্গে সে সফরে যাচ্ছে না। আমাদের দিক থেকে তার সঙ্গে একমাত্র এই যোগাযোগই হয়েছে।'' দলে না থাকার কথা জানানোর পর সালাহ 'ছোট্ট করে' জবাব দিয়েছেন বলে জানালেন স্লট। সালাহর ব্যক্তিগত অনুভূতি বা উপলব্ধি নিয়ে আপত্তি নেই কোচের। তবে সেসব প্রকাশ্যে বলে দেওয়ার ব্যাপারটি তিনি মানতেই পারছেন না। ''তার যা উপলব্ধি বা যে কোনো কিছু মনে করার সবটুকু অধিকার তার আছে। কিন্তু সেসব মিডিয়ায় প্রকাশ করার অধিকার তার নেই। সে যেহেতু তা করেছে, এখন আমাদের ওপরই নির্ভর করছে প্রতিক্রিয়া কেমন দেখাব আমরা। আমার মনে হয়, আমি সাধারণত যথেষ্টই শান্ত ও বিনয়ী, তবে এর মানে এই নয় যে আমি দুর্বল। কোনো ফুটবলার যদি এত কিছু নিয়ে এত সব মন্তব্য করে থাকে, সেটা শুধু আমার ব্যাপার নয়, গোটা ক্লাবের ব্যাপার এবং আমরা সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি, যেটি আপনারা এখন দেখছেন।'' লিভারপুলে তাহলে কি শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন সালাহ? এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব অবশ্য দিলেন না স্লট, ''আমার কোনো ধারণা নেই এই মুহূর্তে প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারব না।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com